

উপনিষদঃ

প্রথমঃ/খণ্ডঃ

ঈশা-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুক্ত-মুক্তকোতি ষট্

FLOOD-2000 AFFECTED
NABAIWI ADARSHA KATHAGAI

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদি গ্রন্থপ্রণেতুঃ

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণস্য

‘শঙ্কররূপা’-নাম-টীকায় ‘প্রবোধক’ নাম-বঙ্গানুবাদেন চ সনোভাঃ

শ্রীমদ-বেদাচাৰ্য্যোণ স্বৰ্গগতেন

সত্যব্রতনামশ্রমিণা সংশোধিতাঃ

৭৫৪৫

পঞ্চম-সংস্করণম্

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

208. 20218
208-20218
208

NABAEWIF ADARS, D. PATHAGAR

Acc. No. 9080 DI 24/8/2

লাক্ষ্যশিশু প্রেস

२११, कर्ण व्याख्यान ट्रेड, कलिकाता ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବଜନାଥ ଦାଶ ଚକ୍ର ଗୁପ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀକାଶିକା ।

ভূমিকা

বেদ—অবগাতীত কাল হইতে বংশ ও গুরুপরম্পরায় আগত দেবস্তুতি, যজ্ঞতপস্বাদিৰ নিধান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাত্মিক বচনা-বলীর নাম বেদ। গুরুপদেৰ-শ্রবণরূপ উপায়ে বেদ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এই জন্ত ইহার অপব'নাম শ্রুতি।

বেদের বিভাগ—বেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ'। মন্ত্রভাগ মৌলিক, ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ দেবস্তুতি ও যজ্ঞাত্মক বচন আছে। ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি, এবং তদ্ব্যতীত অনেক অবান্তর বিষয় আছে। পদ্য, গান ও গদ্য, এই তিন প্রকার বচনা-পদ্যগৌল্যভাবে মন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম ঋক, ঐত্তাত্মক মন্ত্র সাম ও গদ্যাত্মক মন্ত্র যজু'। হোতা, উদ্ভাতা ও অধ্বযু, ত্রৈয়ের এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক বা পুরোহিতের কাব্যমৌল্যবের জন্ত মন্ত্রতঃ বেদমন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগানুসারে বেদমন্ত্রের অপর নাম 'ত্ৰীণী'। ঋক, সাম, যজুঃ ভিন্ন ভিন্ন সংহিতায় নিবিষ্ট হইয়াছে। যজুর্বেদ 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' ভেদে দুই স্বতন্ত্র সংহিতায় বিভক্ত। বেদত্রয় বিভাগের বহু কাল পবে অনেক মন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আবিষ্কারক বা সংগ্রাহক ঋষি অথর্বাব নামানুসারে এই সকল মন্ত্র 'অথর্ববেদ' রূপে পরিচিত হয়। সংহিতাভেদে ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি দেশ ও কালভেদে মন্ত্যধ্যায়িগণের যে সকল শাখাভেদ হইল সেই সকল শাখাভেদেও ব্রাহ্মণের ভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণ-সমূহের অভ্যন্তরে, অথবা স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, কতিপয়

বেদাংশ আছে যাহাদের নাম ‘আরণ্যক’। বানপ্রস্থ বা অরণ্যবাসী সাধকগণের ঐ গ্রন্থ এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়। বাহ্যোপকরণ-বিহীন মানস যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করাই ‘আরণ্যকের’ বিশেষ উদ্দেশ্য। ‘ব্রাহ্মণ’ বা ‘আরণ্যকের’ ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম ‘উপনিষদ’। কিন্তু কোন কোন ‘উপনিষদ’, অন্ততঃ একটী, ‘ঈশা’, সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। উপনিষদের প্রকৃতি ও বিভাগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বলা হইবে। বৈদিক সাহিত্যের চারি বিভাগ ‘মন্ত্র’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদের’ মধ্যে ‘উপনিষদ’ সর্বশেষ, এই জন্ত উপনিষদের নামান্তর ‘বেদান্ত’ অর্থাৎ বেদের অন্তভাগ, অথবা ‘অন্ত’ শব্দের অন্ত অর্থ গ্রহণ করিলে ‘বেদান্ত’ অর্থ বেদার্থের মীমাংসা বা সারমর্ম।

‘উপনিষদ’ের অর্থ—‘উপ’ ও ‘নি’ পূর্বক ‘সদ’ ধাতুতে ‘ক্টিপ্’ প্রত্যয়যোগে ‘উপনিষদ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দের ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে ‘সদ’ ধাতুর ‘বিনাশ’ অর্থ গ্রহণ করিয়া, “বদ্ধারা এবিদিয়া ও বাসনা বিনষ্ট হয়” ‘উপনিষদের’ এই অর্থ কবেন। ‘উপ’ এই উপসর্গের ‘নিকট’ অর্থ, ‘নি’ এই উপসর্গের ‘বিশেষরূপ’ অর্থ, এবং ‘সদ’ ধাতুর ‘গমন’ অর্থ গ্রহণ করিলে ‘উপনিষদ’ শব্দের এই অর্থ সিদ্ধ হয়—“যাহা গুরুর নিকট বিশেষরূপে গমন করিয়া শিক্ষা করা যায়”। ধাত্বর্থ যাহাই হউক, ‘উপনিষদ’ শব্দে সাধারণতঃ গভীর ও গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ—জনশ্রুতি অনুসারে ১০৮ থানা উপনিষদ আছে। ‘উপনিষদ’ নামধারী গ্রন্থের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। ‘উপনিষদ’ যখন বেদান্ত, বেদের অংশ, তখন ‘উপনিষদ’ নামধারী কোন গ্রন্থের উপনিষদত্ব স্বীকার করিবার পূর্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক কোন মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকে ইহার

স্থান আছে কি না। ‘ঐশা’, ‘কন’, ‘কঠ’, ‘তৈত্তিরীয়’, ‘ঐতরেয়’, ‘কৌষীতকি’, ‘ছান্দোগ্য’ ও ‘বৃহদারণ্যকে’র সেই স্থান নিঃসন্দিগ্ধ। এই দ্রুত ইহাদিগকে বলা হয় ‘বৈদিক উপনিষদ্’। ‘প্রশ্ন’, ‘মুণ্ডক’, ‘মাণ্ডূক্য’, ‘শ্বেতাস্বতর’, ‘মৈত্রী’ প্রভৃতি উপনিষদের এই স্থান সন্দিগ্ধ, কিন্তু ইহারা বৈদিক উপনিষদের ভাবানুযায়ী এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় ‘আর্য উপনিষদ্’। ‘জাবান’, ‘রামতাপনী’, ‘নৃসিংহতাপনী’ প্রভৃতি উপনিষদ্, যাহা বেদের ভাবানুযায়ী নহে; যাহাতে কোন দেবতা বা পৌরাণিক পুরুষকে বশ্কেব অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মূর্তিপূজার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, একপ গ্রন্থকে বলা হয় ‘সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্’। ‘অল্পোপনিষদ্’ প্রভৃতি গ্রন্থ, যাহাতে আত্মব্রহ্ম-বহির্ভূত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় ‘কৃত্রিম উপনিষদ্’। সুতরাং ‘উপনিষদ্’ নামে বৈদিক, আর্য, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম, এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত। প্রকৃত বেদান্তমত স্থির করিবার পক্ষে প্রথম দুই শ্রেণীর উপনিষদই গ্রহণ-যোগ্য। আমাদের সম্পাদিত দ্বাদশ খানা উপনিষদই এই শ্রেণীদ্বয়ভুক্ত।

বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা—এখন এই খণ্ডে প্রকাশিত ছয় খানা উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। উপনিষদের মত উপনিষদে কুত্রাপি যুক্তির সহিত ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদ্ যুগের পর দার্শনিক যুগে উপনিষদ্-ব্যাখ্যায়ক আচার্য্যগণ একপ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গদ্য উপনিষদ্গুলিতে,—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—অল্লাধিক স্পষ্ট বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের সম্পাদিত ছান্দোগ্য উপনিষদের

ভূমিকায় সংক্ষেপে একরূপ ব্যাখ্যা দিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের প্রণীত “শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনে” এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে সেরূপ ব্যাখ্যার ইঙ্গিত-মাত্র দেওয়া যায়, সন্তোষকর কিছু বলা অসম্ভব।

ঈশোপনিষদ্।—এই উপনিষদ্ শুরু যজুর্বেদ-সংহিতার শেষ ভাগে নিবিষ্ট হইয়াছে। ‘কৃষ্ণ’ ও ‘শুরু’ যজুর্বেদের ভেদ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আছে। তাহা হইতে সত্য নির্ণয় অতি কঠিন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা এমন মিশ্রিত আকারে ছিল যে কোন্টা মন্ত্র আর কোন্টা ব্যাখ্যা তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইত না। এই অস্পষ্টতা বশতঃ ইহাকে ‘কৃষ্ণ’ আখ্যা দিয়া এক জন ঋষি ভিন্ন যজুর্মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ‘শুরু’ অর্থাৎ স্পষ্ট অথবা এক সংহিতা প্রস্তুত করেন। এই সংগ্রাহকের নাম বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি পূর্বে কৃষ্ণ যজুর্বেদ-প্রবর্তক বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। পরে উদানক আকণির শিষ্য হন। ‘বাজসনেয়’ অর্থ বাজসনিব বংশোদ্ভব। ঈশোপনিষদের প্রথম শব্দ ‘ঈশা’ হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই উপনিষদ্টি সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। ইহার কোন কোন শ্রুতি নানা স্থানেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম হইতে ৮ম শ্রুতি পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও তার কল উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদিনী। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন সত্য বস্তু, জগৎ ও জীব তাঁহার অন্তর্গত, তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার সত্য সত্তাবান্। কিন্তু লৌকিক মত তাহা নহে। লোকে মনে করে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অসংখ্য বস্তু আছে। এই অজ্ঞানতা দূর করিবার জগ্য এই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন এই সমস্তকে—যাহা কিছু স্বতন্ত্র ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়,—

ঈশ্বরদ্বারা ঢাকতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্ব কি রূপে বোঝা যায় তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাঠক পাইবেন আমাদের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ উপনিষদ্ ‘কৌষীতকি’তে। কৌষীতকির তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ‘ভূতমাত্রা’ ও ‘প্রজ্ঞামাত্রা’, আপাততঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্বতন্ত্র নহে, একই বস্তু। এই এক বস্তুর বাহিরে কিছু নাই। ইহাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, ইহাই আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত। এই তত্ত্ব বুঝিলে ও উপলব্ধি করিলে,—বিষয়বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের স্বতন্ত্রতাবোধ ত্যাগ করিলে, ব্রহ্মকে সর্বময় একমাত্র সত্য বস্তু রূপে ধারণা করিলে,—ঘৃণা, শোক ও মোহের অতীত হওয়া যায়। উপনিষদ্বুক্ত অদ্বৈতবাদের দুই বকম ব্যাখ্যা,—নিক্লিশেষ ও বিশিষ্ট। এক ব্যাখ্যা বলে সমস্ত ভেদ মিথ্যা, অত্র ব্যাখ্যা বলে ভেদ সত্য, কিন্তু মূল অভেদের অন্তর্গত ও অবিরোধী। বহুতর উপনিষদগুলি না পড়া পর্য্যন্ত পাঠক এই ব্যাখ্যা-ভেদ ভাল বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের সম্পাদিত বৃহদারণকের ভূমিকায় এই ব্যাখ্যাভেদ সংক্ষেপে বুঝান হইয়াছে। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় বিভাগে, ৯ম হইতে ১৪শ শ্রুতি পর্য্যন্ত, জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় উপদেশ করা হইয়াছে। সমুচ্চয়বাদীরা বলেন একই সাধকে জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চিত অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। আচার্য্য শঙ্কর সমুচ্চয়বাদী নহেন, তিনি সন্ন্যাসবাদী। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম-সন্ন্যাস করা উচিত। জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। তিনি এই ভাবেই এই সকল শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋষির অভিপ্রায় সমুচ্চয়। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় যেরূপ বুঝিয়াছি সেরূপ ভাবেই তাঁহার উক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছি। তিনি

জ্ঞানছাড়া কর্ম এবং কর্মছাড়া জ্ঞান উভয়ই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু জ্ঞানহীন কর্মদ্বারাও অর্থাৎ কেবল পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দ্বারাও মানুষের হৃদয়ের ও কর্মশক্তির একটা প্রসার হয়। কর্মহীন জ্ঞানদ্বারা, সন্ন্যাসদ্বারা, সে সেই প্রসার হইতে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিয়াই তিনি “ততো ভূয় ইব তে তমঃ” ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন। শঙ্করের দ্বারা একান্ত জ্ঞানের পক্ষ-পাতী নিকট এই জাতীয় কথা অপ্রীতিকর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক, এই উপনিষদের তৃতীয় বিভাগে, ১৫শ ও ১৬শ শ্রুতিতে, ঋষি তাঁহার দেবতার বিশ্বাস অনুসারে, অথচ অদ্বৈতবাদের সহিত সাম্যজ্ঞান রক্ষা করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরণ্যময় পুরুষের স্তব করিয়াছেন। ‘ছান্দোগ্যের’ দ্বিতীয়াদ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে পাঠক এই পুরুষের বিশেষ বিবরণ এবং ‘ব্রহ্মসূত্রে’র প্রথমাদ্যায় প্রথমোংশের ২০শ ও ২১শ সূত্রে ইহার বিচার পাইবেন। ১৭শ ও ১৮শ শ্রুতিতে মৃত্যুর প্রাক্কালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তব দেওয়া হইয়াছে।

কেনোপনিষদ্.—সামবেদের শাখাবিশেষেব প্রবর্তক ঋষি তনবকার। তাঁহার নামে এই উপনিষদ্ অভিহিত। ইহার প্রথম শব্দ ‘কেন’ অনুসারে ইহার নামান্তর ‘কেনোপনিষদ্’। ‘ঈশোপনিষদ্’ প্রসঙ্গে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এই উপনিষদের প্রথম খণ্ডে তাহাই কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। লোকে চক্ষুদ্বারা যাহা দেখে, শ্রোত্রদ্বারা যাহা শুনে, প্রাণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আশ্রয় করে, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা যাহা উচ্চারণ করে, মনদ্বারা যাহা চিন্তা-করে, কেবল তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং উপাস্ত্র দেবতাকে এই সকল বিষয়ের সদৃশ বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সসীম, দেশকালে সীমাবদ্ধ, স্মরণ্য তাহা অনন্ত ব্রহ্মবস্তু নহে।

ঋষি বলিতেছেন, যে-বস্তু মানুষের মধ্যে থাকতে মানুষ দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, বাক্য উচ্চারণ করে, এবং এই সকল বিষয় চিন্তাকরে, সেই বস্তুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়বস্তু, ব্রহ্ম নহে, জ্ঞানের বিষয়ী, যে জ্ঞাতা, সেই ব্রহ্ম। কিন্তু আমাদের জ্ঞেয় বিষয় যেমন সীমাবদ্ধ, আমাদের জ্ঞাতৃত্ব ও কি তেমনি সীমাবদ্ধ নহে? জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতার বাহিব হইতে আসে এবং জ্ঞাতার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। বিষয় যেমন দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন, বিষয়ীও তেমনি, দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। মানুষে মানুষে জ্ঞানের তারতম্য আছে, মানুষে দেবতার আরো তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের জ্ঞানই অসীম। স্বতরাং নিজের জ্ঞাতৃত্ব বা দেবতার জ্ঞাতৃত্ব জানিলেই যে সনাক্তরূপে অনন্ত ব্রহ্মকে জানা হইল তাহা নহে। একরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অসনাক্ত ঋষি দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই যে আমরা বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, ভেদ করি, সীমা করি, ইহাতেই এক অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন। জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞেয় অর্থহীন, সত্তাহীন, জ্ঞেয়কে ছাড়িয়া জ্ঞাতাও অর্থহীন, সত্তাহীন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় একটী অভেদ অসীম বস্তু প্রকাশিত হন, ভেদ ও সীমা তাঁহার অন্তর্গত, স্বগত, তিনি ভেদ ও সীমাব অতীত। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বিশ্ব, বিশ্বাত্মা, আমাদের আত্মা বা আত্মা, অন্তরাত্মা। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতে বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত যে বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহার বাহিরে, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, যাহা আছে বলিয়া চিন্তাকরি, বিশ্বাস করি, তাহা এই বিশ্বাত্মার, এই অন্তরাত্মার, অন্তর্ভূত বলিয়াই ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, অন্য কোন প্রকারে ভাবা ও বিশ্বাস করা অসম্ভব। অসীম কেবল অসীমের আংশিক প্রকাশ রূপেই অর্থবান্ ও সত্তাবান্, অন্য কোন রূপে নহে। যাহাকে ‘অংশ’ বলি তাহা পূর্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য,

পূর্ণ তাহাতে বর্তমান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের আখ্যায়িকা যে একটি রূপক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র অর্থাৎ মেঘ বা বজ্রের শক্তি, এবং আমরা প্রত্যেকে যাকে নিজ স্বাধীন শক্তি বলিয়া অহংকৃত ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন হই, সেই শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি। হিমালয়সদৃশ গাম্ভীর্যপূর্ণ মৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে আসীন জ্ঞানী ধ্যানী সাধকদের চিত্তে প্রাচুর্য্যতা উমা অর্থাৎ জীবের রক্ষাকর্ত্রী ব্রহ্মসিদ্ধার প্রসাদেই আমরা ব্রহ্মের পরিচয় পাই, এই মহাসত্য শিক্ষা দেওয়াই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। অগ্নি ও বায়ুর শক্তি ব্রহ্ম প্রত্যাহার করিলেন, তাঁহারা একটি তৃণমাত্রও দখল করিতে বা স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের নিজায়ত্ত নহে। তাঁহাদের তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যা অজ্ঞানের উপযোগী শ্রমশীলতা নাই। কিন্তু ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেও তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা ও সহিষ্ণুতার ফলে ‘হৈমবতী উমার’ সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রত্যহ শত সহস্র স্থলে এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। প্রতি রাত্রিতে সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি প্রত্যাহৃত, লুপ্তায়িত, হইয়া যায়। কোথায় যায়, কোথা হইতে ফিরিয়া আসে, কত অল্প লোক তাহার অনুসন্ধান করে? যাহারা করেন তাঁহারা নিজ আত্মাতে পরনাত্মা, অন্তরাত্মার, সাক্ষাৎ দর্শন পান।

কটোপনিষদ্—ইহা কৃষ্ণ যজুর্বেদের ‘কঠ’ শাখার অন্তর্গত। ইহা একটি অপূর্ব দীর্ঘ রূপক। বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের ফল লাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, যে আন্তরিক্যবুদ্ধি, থাকা আবশ্যক, তাঁহাতে তাহার

অভাব ছিল। তাহা বোঝা গেল যখন তিনি যজ্ঞের ঋত্বিকদিগকে এমন গো দান করিতে লাগিলেন যাহারা—

‘পীতৌদকা জঙ্ঘতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ’।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক সাধুচিত্ত পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইল। নিজেকে পিতার সম্পত্তি ও দানের উপযুক্ত বস্তু মনে করিয়া, পিতার মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে দিতে চাহিলেন। ‘কস্মৈ মান্দাস্তসি?’ তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ‘মৃত্যবে ত্বা দদামি’। স্তম্ভ গোদানে যাহার অনিচ্ছা, উপযুক্ত পুত্রকে সে কিরূপে দিবে? কিন্তু নচিকেতা পিতাকে তাঁহার নিজেব প্রতিজ্ঞাপালনে একান্ত অনুরোধ করিয়া যমানয়ে প্রেরিত হইলেন। সেখানে যমের অন্তঃস্থিতিবশতঃ তিন দিন অনভ্যর্থিত থাকিয়া যমের প্রত্যাগমনে তাঁহার নিকট তিনটি ববেব প্রতিশ্রুতি পাইলেন। নচিকেতার প্রার্থিত প্রথম দুই বর, (১) পিতাব ক্ষমালাভ, (২) যজ্ঞেব অগ্নিচয়নের প্রণালী, তিনি সহজেই পাইলেন। তৃতীয় বর, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান, চাওয়াতে মৃত্যু নানা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ববেপ্রার্থী এই বরলাভের উপযুক্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে তিনি অনেক প্রলোভন দেখাইলেন এবং এই বরের স্থানে অন্য বর চাহিতে বলিলেন। নচিকেতা যদি কেবল সাময়িক কৌতুহল বশতঃ এত বড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, ক্ষুদ্র সসীম বাহ্য বস্তুতে যদি তিনি তৃপ্ত থাকিতেন, তবে এই সকল প্রলোভনে তিনি ভুলিয়া যাইতেন, যেমন সংসারে অনেক লোকই ভুলিয়া যায়। কঠিন প্রশ্ন কবিয়াও সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার ও অনুসরণ করিবার শক্তি ও সহিষ্ণুতা অনেকেরই নাই। কিন্তু নচিকেতা ভুলিলেন না। বিশেষতঃ দেবলোকে যাইয়া, যমরাজের ন্যায় উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া, ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া ফিরিয়া

আসা তাঁহার কাছে বড়ই অবিবেচনা কাজ বলিয়া বোধ হইল। তিনি দৃঢ়রূপে বলিলেন এই বরের বদলে আর কোন বর তিনি চান না। কাজেই বম তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। রূপকটার ভাব এই যে সাংক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে মানুষ যে যজ্ঞ বা ঈশ্বরোপাসনাদি করে, তাহা যদি কেবল সামাজিক আচার রূপে না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করে, তবে তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একটা স্বযোগ নিজের মৃত্যু বা আপন লোকের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। একরূপ স্থলে মৃত্যুই অমৃতত্বের শিক্ষা দেয়। রূপকের ‘নচিকেতা’র অর্থ যজ্ঞান্নি, অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য দেবপূজা, যাহা প্রাচীন কালে এদেশে জ্ঞান লাভের প্রাক্কালীন অনুষ্টেয় ধর্মরূপে প্রচলিত ছিল। এখন তাহার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা হউক কল্পপ্রধান ধর্ম যে আকারই ধারণ করুক, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্মিত হইলে সাংক্ষাৎ জ্ঞানমূলক ধর্মের দিকে লইয়া যায় এবং মৃত্যু বা অন্ম গুরুর সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হয়। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মজ্ঞান যে প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে কতিপয় ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নাই। এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে প্রথমোধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীতে ১৮শ শ্রুতি একটি প্রধান। ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ’ ‘জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই’; এই বাক্যটি বোঝার উপর ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভর করে। আত্মাতেই ব্রহ্মের সাংক্ষাৎ প্রকাশ। এই প্রকাশ না দেখিলে ঈশ্বরাস্তিত্বের অন্ম যত প্রমাণ আলোচনা করা যাক্ তাহাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মে না, এবং জন্মিলেও সেই বিশ্বাস সাংক্ষাৎ অনুভূতিতে পরিণত হয় না। আত্মার সঙ্গে কালের সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায় আত্মা কালপ্রবাহের অতীত; স্মৃতরাং তাহার উৎপত্তিও নাই,

বিনাশও নাই। কালে তাহার আবির্ভাব আছে, তিরোভাবও আছে, কিন্তু তাহার পক্ষে জন্ম মরণ অর্থহীন। আত্মা যেমন কালপ্রবাহের অতীত, তেমনি দেশবিভাগেরও অতীত। দেশ ও দেশের বিভাগ অবিভক্ত আত্মার আশ্রিত; আত্মা অনন্ত. অখণ্ড। দেশস্থিত সমস্ত বস্তুই আত্মার আশ্রিত, সমস্তই অরূপের রূপ।

“একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি”। (৫। ১২)

এই জাতীয় ক্ষতিতে কঠোপনিষদ্ পরিপূর্ণ, কিন্তু আত্মার সহিত দেশেব সম্বন্ধ জ্ঞানবিশ্লেষণদ্বারা না বুঝিলে এই সত্যের স্পষ্ট ধারণা হয় না। এই বিষয়ে এই ভূমিকায় ইতিপূর্বে কতক বলা হইয়াছে; পবে যথাস্থানে আবার বলা হইবে। আত্মার মূল একই ও অখণ্ড এবং অবান্তর ভেদ বোঝাই উপনিষদ্ ব্রহ্মবাদ বোঝার মূল কথা।

প্রশ্নোপনিষদ্—এই উপনিষদে অনেক অবান্তর বিষয় আছে, বিশেষতঃ কতিপয় পারিভাষিক শব্দ আছে, সেসকল বোঝা কঠিন, কিন্তু না বুঝিলে বিশেষ ক্ষতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার দুই স্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। চতুর্থ প্রশ্নে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে সুষুপ্তিতে জীবাত্মা তাহার সমস্ত জ্ঞান লইয়া পবমান্নাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার প্রমাণ এই ভূমিকায় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। জাতৃহ ও জেদহ, বিষদী ও বিষর, পরস্পরসাপেক্ষ। জাতৃছাড়া জেদ থাকে, জেদছাড়া জাতৃ থাকে, ইহা অর্থহীন। সুতরাং সুষুপ্তিতে, যে অবস্থায় সমীম জাতা ও জেদের ব্যক্তভাব নাই, তাহাতে যদি ইহারা অনিদ্র অসীম পরমান্নাতে না থাকিত, তবে জাগ্রতে ইহাদের পুনঃ প্রকাশ অসম্ভব হইত। সুতরাং ঋষি পিপলাদ এস্থলে একটা খুব পাকা কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

যষ্ঠাধ্যায়ের লয়বাদ গ্রহণযোগ্য বোধ হয় না। উপনিষদের এক শ্রেণীর ঋষি যে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এবং পরে তাহা বিশেষরূপে দেখান হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে যখন স্মৃষ্টির অস্ত্রে সসীম আত্মা ও তাহার ব্যক্তিগত সসীম জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন ইহাই প্রমাণ হয় যে জীবাত্মার ‘কলা’ অর্থাৎ ভেদ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না, পরমাত্মাতে তাহা নিত্য রূপে বর্তমান থাকে।

মুক্তকোপনিষদ্—‘মুক্তক’ অর্থ ক্ষুর। যেমন ক্ষুর নিঃশেষ রূপে কেশ ছেদন করে, তেমনি এই উপনিষদ্ নিঃশেষরূপে অবিদ্যা দূর করে, এই অর্থে ইহার নাম ‘মুক্তক’। অন্যাপক ম্যাক্সমুলার অনুমান করেন এই উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদী কোন বৌদ্ধ শ্রমণের রচিত, তাহাতেই ইহার নাম ‘মুক্তক’ অর্থাৎ ‘মুক্তিত-মুক্তক’, ‘নেড়া’— বৌদ্ধশ্রমণের অবজাসূচক নাম। এই অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ইহাতে বৌদ্ধ-মতের অতীত লয়বাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অন্যান্য উপনিষদেও আছে, তাহা এক শ্রেণীর উপনিষদ্ ঋষির গৃহীত মত। যাহা শুদ্ধ, উপনিষদ্ খানা উৎকৃষ্ট ও শ্রুতিমধুর শ্লোকে পরিপূর্ণ। আমাদের সূচীর সাহায্যে ইহা পড়িলে ইহাতে উপদিষ্ট সত্যগুলি সহজেই বোঝা যাইবে, বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ২।১ টী কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পারে। প্রথমেই আছে ব্রহ্মার কথা। বেদান্তের ব্রহ্ম পুরাণের চতুঃস্থক বিগ্রহবান্ ব্রহ্ম নহেন। দেশাতীত কালাতীত পরব্রহ্মের দেশে কালে প্রকাশকে উপনিষদ্ ‘ব্রহ্ম’, ‘অপবব্রহ্ম’, ‘কাব্যব্রহ্ম’, ‘হিরণ্যগত’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। দেশ কাল ও দেশ-কালস্থিত অসংখ্য গুণ বা বিজ্ঞান অব্যক্ত ভাবে পরব্রহ্মে বর্তমান, এই

অর্থে পরব্রহ্ম নিগূর্ণ। তিনি দেশে কালে অসংখ্য বিজ্ঞান-সমন্বিত
রূপে ব্যক্ত, এই অর্থে তিনি সত্ত্ব, এই অর্থেই তিনি ব্রহ্মা,—‘বিশ্বশ্রু
কর্তা ভুবনশ্রু গোপ্তা’।

আর একটি কথা পড়াহয় ও গতিহয়। এই বিষয় মুণ্ডকে সংক্ষেপে
বলা হইয়াছে, বৃহত্তর গদ্য উপনিষদ্গুলিতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা
আছে। কথাটা এই যে যাহারা কেবল কর্মকাণ্ডের দ্বন্দ্ব লইয়াই
জীবন যাপন করে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না, তাহারা দেহান্ত
‘পিতৃবান’ পথে পিতৃলোক বা দেবলোকে যায় এবং পুণ্যফল অর্জন হইলে
পুণ্ড্রজন্মেব কর্মকলাহুসাবে উচ্চ বা নীচ যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।
যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা সাধন করেন তাহারা ‘দেববান’ পথে
ব্রহ্মলোকে যান। সেই লোক পবব্রহ্মলোক কি অপবব্রহ্মলোক এই
বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহারা বলেন তাহা পবব্রহ্মলোক, তাহাদেব
মতে সেই লোকে চিরবাস অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কিছু নাই।
যাহারা বলেন সেই লোক অপবব্রহ্মলোক, তাহাদেব মতে ‘পরান্তকালে’
অর্থাৎ কল্লান্তে অপবব্রহ্মলোকে সঙ্গে তল্লোকবাসী জীবগণ পবব্রহ্মে লীন
হন। প্রশ্নোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয়
মুণ্ড পড়িলে পাঠক দেখিবেন ‘প্রশ্ন’ ও ‘মুণ্ডক’ এই বিষয়ে একমত।
অন্য মত ‘কৌষীতকি’ ও ‘ছান্দোগ্যে’ পাঠ্যে। আমাদের “শাস্ত্রীয়
ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনের” বিংশাব্যাহারে পড়াহয় ও গতিহয়ের বিস্তৃত
আলোচনা আছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্—মাণ্ডুক্য শব্দের নামে এই উপনিষদ্
পরিচিত। ইহাতে আত্মার চারিটি অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুবুপ্তি ও
চতুর্থ বা ‘তুর্বাণ’—বর্ণিত হইয়াছে এবং ওঁকারেব অ, উ, ম এই তিন
মাত্রা এবং অমাত্র একীভূত ওঁকারেব সহিত ইহাদেব তুলনা করা

হইয়াছে। এই উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার স্থান উচ্চ। আচার্য্য গোড়গাদ ইহা ব্যাখ্যা করিয়া একটা কারিকা লিখিয়াছেন। তদনুশিষ্য শঙ্কর উপনিষদের সঙ্গে এই কারিকারও ভাষা লিখিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীতে এই উপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বুদ্ধিবাদ পক্ষে এই সকল লেখা বিশেষ সহায়। ইতিপূর্বে এই ভূমিকার, বিশেষতঃ ‘কেনোপনিষদ্’ ব্যাখ্যায়, যাহা বলা হইয়াছে, তাব পক্ষে এই উপনিষদ্ ব্যাখ্যান আর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। সংক্ষেপে কিছু বলিব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আগ্নাব এই তিন অবস্থা কোন্ আত্মার অবস্থা? পরমাত্মার না জীবাত্মার? “সম্যং হি এতদ্ ব্রহ্ম”, সূতরাং পরমাত্মার বাহিবে কিছুই নাই, তাঁহার জ্ঞানে আবির্ভাব, তিবোভাব, আনা-যাওয়া, নাই; তাঁহার জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় ক্রমাগত জ্ঞানের আবির্ভাব-তিবোভাব হয়, স্মৃতি-বিস্মৃতির পরিবর্তন হয়। যাহার ভিতরে সমস্ত আছে তাঁহার পক্ষে একদম চন্দ্রা প্রস্তুত, অর্থহীন। কেবল সমীম জীবাত্মার পক্ষেই এই সকল ঘটনা সম্ভব। সূতরাং ব্রহ্মের আশ্রয়ে সমীম জীবাত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। অসীমের ভিতরে সমীমেব স্থান কিরূপে হয় তা বুঝিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না, বলিয়া সমীমকে অসং, মিথ্যা, বা ব্যাবহারিক বলা অত্যন্ত অনৌক্তিক। বুঝিতে পারি নাই বা কেনন করিয়া বলি? সমীম-অসীম পরস্পরে আপেক্ষিক শব্দ। অসীমছাড়া সমীম যেমন অর্থহীন, সমীমছাড়া অসীমও তেমনি অর্থহীন। যাহা হউক, জাগ্রৎ অপেক্ষা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সমীম জীবাত্মার প্রকৃত অস্তিত্বের আরো স্পষ্টতর প্রমাণ। স্বপ্নে যে বহির্জগৎ একেবারে অজ্ঞাত হইয়া যায় ইহা উপনিষৎকারই স্বীকার

করিতেছেন। সুস্পৃষ্টে ‘বহিঃপ্রজ্ঞা’, ‘অন্তঃপ্রজ্ঞা’, উভয়ই লুপ্ত হইয়া যায়। কাহার পক্ষে লুপ্ত হয়? সমীম জীবাত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে এই লোপ অসম্ভব, অর্থহীন। এই লোপকে মাণ্ড্যাক্যকার ‘একীভূত’, ‘প্রজ্ঞানঘন’ বলিতেছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব? যেখানে প্রজ্ঞা নাই সেখানে ‘প্রজ্ঞানঘন’ও নাই। ছানোগো (৮।১।১২) ইন্দ্রবাক্যে, আনাদের আপত্তি সমর্থিত হইয়াছে। একুপ শৃণুময় অবস্থাকে মাণ্ড্যাক্য ‘সক্বেশ্বর, সৰ্বজ্ঞ, অন্তঃসারী’ কিরূপে বলিতেছেন? তার পরে তিনি চতুর্থ অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তো প্রায় সমস্তই অভাবাত্মক। এত অভাবাত্মক বর্ণনার পর ‘একাত্মপ্রত্যয়-সার’, ‘শিব’, ‘বিজ্ঞেয়’ এই সমস্ত বিশেষণই অর্থহীন। বস্তুতঃ চতুর্থ অবস্থা যাহা,—অসীমেব অবস্থা, অসীমের স্বরূপ,—তাহাতে কোন অভাব কল্পিত হইতে পারে না, তাহাতে দেশ, কাল, গুণ, বিজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, সমস্তই নিঃশেষরূপে আছে, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। দেবযি প্রজাপতি, ইন্দ্র ও মনংকুমার, এবং রাজসি প্রবাহণ ও চিত্র তাহাই বলিয়াছেন। এই বিশিষ্টাদ্বৈত, অর্থাৎ বিশেষযুক্ত অদ্বৈত, বহু-সমন্বিত এক, অসংখ্য ভেদ যাহার অন্তর্ভূত এমন অভেদ, এই মতই বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত মত বলিয়া বোধ হয়। কাব্যতঃ এই মতই জ্ঞান, ভক্তি, কাম, সৰ্ববিধ সাধনের দৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তি। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের উপর কোনও সাধনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

টীকাকৃতো মঙ্গলাচরণম্

পবান্নানং নমস্কৃত্য চিদানন্দং পরাংপরম্ ।
 ব্রহ্মবিজ্ঞা-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতৃন্ নমাম্যহম্ ॥
 ভাষ্যসিদ্ধুং বিমথ্যৈব শঙ্করস্ত মহাত্মনঃ ।
 উক্ততা বহুলায়াসাদ্ বিন্দুমাাত্রামৃতোপনা ॥
 দণ্ডান্বয়-সমায়ুক্তা সরলা চ সুবোধিনী ।
 টীকা প্রচায্যতে লঘুী 'শঙ্করকৃপা'-নামিকা ॥
 মতভেদ-সমাকীর্ণং তাত্ত্ব। সৰ্বং বিচারণম্ ।
 শঙ্কবাক্যার্থমাত্রাঙ্কি লভ্যা ব্যাখ্যা ইহোদ্ধতা ॥
 ভাষ্যকারেণ চান্তুক্তা বহুত্বা অত্র কীর্তিতাঃ ।
 তস্মাদ্ যত্র মতানৈক্যং তচ্চ প্রায়ঃ প্রদর্শিতম্

অন্তবাদ—চিদানন্দ পরাংপর পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা-
 সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাদিগকে নমস্কার করি। মহাত্মা শঙ্কবাচার্যের ভাষ্যসিদ্ধু
 মন্তনপূর্বক বহু আয়াসে অমৃততুল্য এক বিন্দু উদ্ধার করিয়া দণ্ডান্বয়যুক্তা,
 সরলা, সহজবোধ্যা ও সংক্ষিপ্তা 'শঙ্করকৃপা'-নামী একটা টীকা রচনা
 ও প্রকাশ করিলাম। উপনিষদেব শব্দ ও বাক্যের অর্থ আলোচনা

করিলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এই টীকায় কেবল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে, মতভেদ-সমাকীর্ণ সমুদায় বিচার পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষাকার যে সকল শব্দ ও বাক্যের অর্থ দেন নাই এমন অনেক শব্দ ও বাক্যের অর্থও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতের অনৈক্য তাহাও প্রায়ই প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে টীকা ও বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে সংশোধিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের স্থান, উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এবং প্রত্যেক উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি দীর্ঘভূমিকা এই সংস্করণে দেওয়া হইল। আশা করি ইহাতে উপনিষদ্ অধ্যয়ন পূর্ণাপেক্ষা সুগমতর হইবে।

২১০।৩২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৭শ পৌষ, ১৩৫৩।

সম্পাদক

স্বর্গীয়া শ্রীমতী দেবী নগেন্দ্রবালার উদ্দেশে

গ্রন্থোৎসর্গ

যিনি অনন্ত-জীবন পথে পান্থনিবাস-রূপ আমার গৃহে
আমার পত্নীরূপে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন,

যিনি গার্হস্থ্য জীবনের সমুদায় কর্তব্য বিশ্বস্তরূপে সম্পাদন
করিয়া বিধাতার আস্থানে উচ্চতর লোকে গমন করিয়াছেন,

যিনি ইহ-জীবনেই উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান লাভ
করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মযোগের মধুর আশ্বাদন অনুভব
করিয়াছিলেন,

যিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞা হইয়াও সংস্কৃত শ্লোকের
রসাস্বাদনে সমর্থ ছিলেন,

‘কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ’ প্রভৃতি বচনগুলি
যাঁহার অতীব প্রিয় ছিল,

যিনি অতঃ এখানে বর্তমান থাকিলে এই পুস্তকের প্রচারে
অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন,

যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই টীকা ও অনুবাদ রচিত
হইয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নামে এই গ্রন্থদ্বয় ভক্তিভাবে
উৎসর্গীকৃত হইল ।

অনুক্রমাণকা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
দৈশোপনিষদ্	... ১-৮	
ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার ফল ১-৮
জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় ২-১৪
সূর্য্যমণ্ডলবাসী পুরুষ ১৫, ১৬
মৃত্যুকালীন চিন্তা ও অগ্নিস্থিতি ১৭, ১৮
কেনোপনিষদ্	... ৯-২৩	
প্রথম খণ্ড	... ৯-১২	
বস্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা...		১-৮
দ্বিতীয় খণ্ড	... ১২-১৪	
ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব ১-৫
তৃতীয় খণ্ড	... ১৫-১৯	
ব্রহ্মবিদ্যার উপাখ্যান ১-১১
চতুর্থ খণ্ড	... ১৯-২৩	
ব্রহ্মবিদ্যার উপাখ্যান ১-৬
উপনিষদ্-বিদ্যার ভিত্তি ও ফল ৭-৯
কঠোপনিষদ্	... ২৪-৮৩	
প্রথমোধ্যায়ে প্রথমো বল্লী	... ২৪-৪১	
নচিকেতার উপাখ্যান ১-২৯
প্রথমোধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী	... ৪২-৫৪	
শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ ১-৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
সদগুণের আবশ্যিকতা ৭—১১
ব্রহ্ম অধ্যাত্মযোগ-গ্রাহ ১২, ১৩
ওঁকারালঙ্ঘন ১৪—১৭
আত্মা জন্মমৃত্যুর অতীত ১৮—২২
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপা ও পবিত্রতালভ্য... ২৩—২৫
প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী	... ৫৫—৬১	
ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ ১, ২
রথ, রথী, অশ্ব ও গম্য স্থান ৩—৯
বস্তুর গুণপরম্পরা ১০—১২
সাধনকর্ম ও সাধনফল ১৩—১৫
নাচিকৈতার উপাখ্যান পাঠের ফলশ্রুতি ১৬, ১৭
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী	... ৬২—৬৮	
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ১, ২
অণু ও বিভূ আত্মা ৩—৫
প্রথমজ অগ্নি বা ত্রিগুণ্যগভ ৬—৮
ব্রহ্ম সর্বকারণ ও সর্বব্যাপী ৯—১১
অস্পৃষ্টমাত্র পুরুষ ১২, ১৩
জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল ১৪, ১৫
দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী	... ৬৯—৭৫	
একাদশ দ্বারযুক্ত নগর ১
হংসবতী ঋক্ ২
আত্মা প্রাণ ও অপানের আশ্রয় ৩—৫
জ্ঞান ও কস্মাক্তসারিণী গতি ৬, ৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্রুতি-সংখ্যা
ব্রহ্ম চিরজাগ্রত ও সৰ্বলোকাশ্রয় ৮
ব্রহ্ম বিশ্বরূপী ও বিশ্বাতীত ৯—১১
ব্রহ্মদর্শন স্থখ ও শান্তির নিদান ১২, ১৩
ব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি ১৪, ১৫
দ্বিতীয়ধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ...	৭৬—৮৩	
সংসাররূপ অশ্বখ ও তংকাষণ ১ ৩
ব্রহ্ম উত্তত বজ্রের গায় ভয়ানক ১, ৩
ব্রহ্মজ্ঞানাভাবে পুনর্জন্ম ৪
ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্য ৫, ৬
ব্রহ্মজ্ঞান অমৃতত্বের হেতু ৭—৯
যোগসাদন ১০, ১১
অন্তীতি ও তত্ত্বভাব ১১, ১৩
কামনামুক্তি ও ব্রহ্মলাভ ১৪—১৬
উপসংহার ১৭, ১৮
প্রশ্নোপনিষদ্ ...	৮০—১১৫	
প্রথম প্রশ্ন ...	৮৪—৯১	
ঋষি পিঙ্গলাদ ও তাঁহার ছয় শিষ্য ১—৩
প্রাণ ও রযি ৪—৮
দ্বিতীয় প্রশ্ন ...	৯২—৯৭	
ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক উপাখ্যান ১—৪
প্রাণস্তুতি ৫—১৩
তৃতীয় প্রশ্ন ...	৯৮—১০৩	
প্রাণের পঞ্চ বিভাগ ১—১২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	ক্রতি-সংখ্যা
চতুর্থ প্রশ্ন	... ১০৪—১১০	
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ১—১১
পঞ্চম প্রশ্ন	... ১১১—১১৪	
ঔকারসাধনের ফল ১—৭
ষষ্ঠ প্রশ্ন	... ১১৫—১১৯	
ঘোড়শকল পুরুষ ১—৪
কলালয় ও অমৃতত্ব ৫—৮
মুণ্ডকোপনিষদ্	... ১২০—১৫৪	
প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১২০—১২৪	
ব্রহ্মবিচার গুরুপারম্পর্যা ১,২
পরা ও অপরা বিদ্যা ৩—৫
সৃষ্টিপ্রকরণ ৬—৯
প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড	... ১২৫—১৩১	
বৈদিক কশ্ম ও তাহার ফল ১—৬
জ্ঞানহীন কর্মের নিন্দা ৭—১০
জ্ঞানমার্গ ১১—১৩
দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১৩২—১৩৬	
ব্রহ্ম বিশ্বকারণ ও বিশ্বরূপ ১—১০
দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড	... ১৩৭—১৪২	
ব্রহ্মেব লক্ষণ ও প্রণবযোগে ব্রহ্মসাধন ১—১১
তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড	... ১৪৩—১৪৮	
জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ১,২
ব্রহ্মবিদের লক্ষণ ৩,৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	ক্রতি-সংখ্যা
ব্রহ্ম সত্যদ্বারা লভা	৫, ৬
ব্রহ্ম চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যানদ্বারা লভা	৭—১০
তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড ...	১৪২—১৫৪	
সকাম ও নিকাম ভাবের ফল	১, ২
ব্রহ্ম তৎকৃপা ও যত্নদ্বারা লভা	৩—৫
কলালয় ও মুক্তি	৬—৯
ব্রহ্মবিদ্যা-দানবিদ্যা	১০, ১১
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ...	১৫৫—১৬১	
আত্মার পাদচতুষ্টয়	১—৭
ওঁকারের মাত্রাচতুষ্টয়	৮—১২

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্তুমিদং সৰ্ব্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা না গৃধঃ কস্মাশ্চিদানম্ ॥ ১ ॥

কুৰ্ব্বনোবেহ কস্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নাত্মথেতোহস্তি ন কস্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

‘জগতাম্’ ব্রহ্মাণ্ডে ‘যং কিঞ্চ’ যং কিঞ্চিৎ ‘জগৎ’ চলৎ প্রপঞ্চভূতম্
অস্তি, ‘ইদং সৰ্ব্বম্’ ‘ঈশা’ ঈশ্বরেণ ‘বাস্তুম্’ আচ্ছাদনীয়ম্,—সৰ্ব্বম্ ব্রহ্মময়ম্
ইতি জ্ঞাত্বা বিষয়বুদ্ধিঃ ত্যাগ্যা ইতি ভাবঃ । ‘তেন ত্যক্তেন’ বিষয়বুদ্ধি-
ত্যাগেন [পরমাত্মানম্] ‘ভুঞ্জীথাঃ’ ; কিঞ্চ ‘তেন’ ঈশ্বরেণ ‘ত্যক্তেন’
বিসৃষ্টেন, প্রদত্তেন বিষয়েণ ‘ভুঞ্জীথাঃ’ ভোগং নির্বাহেথাঃ । ‘কস্মাশ্চিৎ’
কস্মাচিৎ ‘ধনম্ না গৃধঃ’ ধনাকাজ্জাম্ নাকার্বী ॥ ১ ॥

[নবঃ] ‘কস্মাণি কুৰ্ব্বনু এব’ ‘শতম্’ শতসংখ্যাকাঃ ‘সমাঃ’ সংবৎসরান্
‘ইত’ অত্র লোকে ‘জিজীবিষেৎ’ জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ । ‘এবম্’ এবম্প্রকারেণ

১ । জগতে বাহ্য কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে
ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বরময় এক্রূপ
জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে । সেই ত্যাগদ্বারা অর্থাৎ বিষয়-
বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর ; অথবা, ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয়-
দ্বারা ভোগনির্বাহ কর , কাহারো ধনে আকাজ্জা করিও না ।

২ । মনুষ্য কস্ম কবিদাই ইহ লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষং ।

তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

জিজীবিষতি ‘অয়ি নরে’ ‘কস্ম ন লিপ্যাতে’ অন্তঃকৰ্ম্মণা অং ন লিপ্যাসে, ইত্যর্থঃ ; ‘ইতঃ’ এতস্মাৎ প্রকাবাৎ ‘ন অতথা’ ন প্রকারান্তরম্ ‘অস্তি’ ॥২॥

‘অসূর্যাঃ’ সূর্য্যাবিহীনাঃ, জ্যোতির্বিহীনাঃ, অস্বপ্নাঃ ইতি পাঠে, অসূর্য্যাবাসভূতাঃ, ‘নাম’ প্রসিদ্ধাঃ ‘অন্ধেন’ অদর্শনাত্মকেন ‘তমসা’ অজ্ঞানেন ‘আবৃত্তাঃ তে লোকাঃ’ [সন্তি ।] ‘যে কে চ’ ‘আত্মহনঃ জনাঃ’ অবিদ্বাংসঃ আত্মানম্ স্তুতি হিংসন্তি,—অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানম্ আত্মানম্ তিরস্কৃষন্তি ইতি,—‘তে’ ‘প্রেতা’ ইমং দেহং তাক্ত্ব। ‘তান্’ [লোকান্] ‘অভিগচ্ছন্তি’ ॥ ৩ ॥

[ব্রহ্ম] ‘এক’ [তথা] ‘অনেজং’ অচলং [অপি] ‘মনসঃ’ ‘জবীয়ঃ’ বেগবন্তরম্,—মনসা আপ্রাপ্যম্, ‘দেবাঃ’ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি ‘পূর্বমর্ষং’ পূর্বম্ এব গতম্ ‘এনং’ এতৎ ‘ন আপ্নুবন্’ ন প্রাপ্তবন্তঃ । ‘তৎ’ ‘তিষ্ঠৎ’ ইচ্ছা করিবে। হে মনুষ্য, এরূপ কবিলে তোমাতে কস্ম লিপ্ত হইবে না ; (অর্থাৎ তুমি অন্তঃকৰ্ম্মে লিপ্ত হইবে না) ; ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই ।

৩। আলোকবিহীন (বা অসূর্য্যাবাসভূত) অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত লোকসমূহ আছে। যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে সেই সমুদায় লোকে গমন করে ।

৪। ব্রহ্ম এক এবং অচল হইলেও মন হইতে বেগবান্ ; তিনি

তদেজতি তন্নৈজতি তদং দূরে তদ্বস্তিকে ।

তদন্তরস্ত সৰ্বস্তু তদু সৰ্বস্তুস্ত বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

যস্ত সৰ্বানি ভূতানি আত্মনোবানুপশ্যতি ।

সৰ্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

[স্থিতম্ অপি] ‘ধাবতঃ’ দ্রুতম্ গচ্ছতঃ ‘অত্মান্’ মনঃ-বাগিন্দ্রিয়-প্রভৃতীন্
‘অতোতি’ অতীত্য গচ্ছতি ইব ; ‘তস্মিন্’ পরমাত্মনি সতি ‘মাতরিশ্চাঃ’
মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতি গচ্ছতি ইতি বায়ুঃ ‘অপঃ’ প্রাণিনাম্ চেষ্টালক্ষ-
ণানি কক্ষ্মানি ‘দধাতি’ বিভজতি, ধারয়তি বা ॥ ৪ ॥

‘তং’ ব্রহ্ম ‘এজতি’ চলতি ‘তং ন এজতি’ । ‘তং দূরে তং’ ‘উ’
অপি ‘অন্তিকে’ সমীপে । ‘তং’ ‘অস্ত সৰ্বস্তু’ জগতঃ ‘অন্তঃ’ অভ্যন্তরে,
‘তং উ অস্ত সৰ্বস্তু বাহ্যতঃ’ [অস্তি] ॥ ৫ ॥

‘যঃ তু সৰ্বানি ভূতানি আত্মনি এব অন্তপশ্যতি, সৰ্বভূতেষু চ আত্মা-
নম্’ [অন্তপশ্যতি সঃ] ‘ততঃ’ তস্মাৎ এব দর্শনাৎ [কক্ষিদপি] ‘ন বিজ-
গুপ্সতে’ কক্ষ্মাপি ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৬ ॥

অগ্রগ্রামী, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, তিনি স্থির থাকিয়াও
মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্রুতগামী অণু সকলকে অতিক্রম করিয়া
যান, তিনি থাকাতেই বায়ু প্রাণাদিগের দেহ-চেষ্টাসকল বিধান
কবিতেছে ।

৫। তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি
নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই
সমুদায়ের বাহিরেও আছেন ।

৬। যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন, এবং সমুদায় বস্তুতে
আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না ।

যস্মিন্ সৰ্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মদ্বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

স পর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-

মস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবিস্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ন্তু যথা তথ্যাতোহর্থান্

৮। ব্যাদধাচ্ছাস্তীভাঃ সমাভাঃ ॥ ৮ ॥

‘যস্মিন্’ [কালে] ‘বিজানতঃ’ জ্ঞানিনঃ ‘আত্মা এব সৰ্বাণি ভূতানি অভূত’ তস্য একাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রকাশতে, ইতি ভাবঃ, ‘তত্র’ তস্মিন্ কালে [এবং] ‘একত্বম অনুপশ্যতঃ’ একত্বদর্শনশীলস্য ‘কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ [বর্ততে ?] ॥ ৭ ॥

‘সঃ’ পবমাত্মা ‘পরি’ সমস্তাং ‘অগাং’ গতবান্—সৰ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ, ‘শুক্ৰম্’ জ্যোতিষ্মৎ, ‘অকাষম্’, অশবীরম্ ‘অব্রণম্’ অক্ষতম্, অস্মাবিরঃ স্মাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিচ্ছন্তে, ‘শুদ্ধম্’ অপাপবিদ্ধম্’ পাপবজ্জিতম্ [সঃ। ‘কবিঃ’ সৰ্বদৃক্, ‘মনীষী’ মনসঃ ঈশিতা নিযন্তা, ‘পরিভূঃ’ সৰ্বেষাম্ উপর্যুপরি ভবতি ইতি, ‘স্বয়ন্তুঃ’ । [সঃ] ‘যথা তথ্যাতঃ’ যথাভূতকন্ম-সাদনতঃ ‘শাস্ত্রতীভাঃ’ নিত্যাত্মাঃ ‘সমাভাঃ’ সংবৎসরাত্মাঃ প্রজাপতিভাঃ, সৰ্বস্মিন কালে ইত্যর্থঃ, ‘অর্থান্’ পদার্থান্ ‘ব্যাদধাং’ বিহিতবান্ ॥ ৮ ॥

৭। যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদায় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্মপ্রত্যয় জন্মে, তখন এরূপ একত্বদর্শী ব্যক্তির মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না ।

৮। তিনি সৰ্বব্যাপী, জ্যোতিষ্মৎ, অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সৰ্বদর্শী, মনের নিযন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ন্তুঃ, তিনি নিত্য সংবৎসরনামক প্রজাপতিদিগের হস্তে—অর্থাৎ সৰ্ব-

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঃ বিজ্ঞানমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্যদেবান্ বিদ্যায়াঃ অন্তদাত্তব্যরবিদ্যায়া

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চা বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।

অবিজ্ঞায়া মূত্ৰাং তীৰ্ণা বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

‘যে’ অবিজ্ঞানম্’ বিদ্যায়াঃ অজ্ঞা অবিদ্যা, তাম, কস্মমাত্রম্ ইত্যর্থঃ, ‘উপাসতে’ তৎপরঃ সন্তঃ অন্ততিষ্ঠন্তি, [তে] ‘অন্ধঃ’ অদর্শনাত্মকং ‘তমঃ’ অজ্ঞানরূপং ‘প্রবিশন্তি’। ‘যে উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ, তে’ ‘ততঃ’ তস্মাৎ ‘ভূয়ঃ ইব’ বহুতবমেব । ‘তমঃ প্রবিশন্তি’ ॥ ৯ ॥

‘বিজ্ঞায়া অজ্ঞাং পৃথক্ এব ফলম্’ [ইতি পণ্ডিতাঃ] ‘আত্মঃ’ বদন্তি, ‘অবিজ্ঞায়া’ কস্মণা ‘অজ্ঞাং এব’ [ফলম্ ইত্যাদি]। ‘যে’ ‘নঃ’ অশ্রম্যাম্ ‘তং’ কস্ম চ জ্ঞানঞ্চ ‘বিচচক্ষিরে’ ব্যাখ্যাতবন্তঃ [তেমাং] ‘ধীরাণাং’ ধীমতাং [বচনম্] ‘ইতি’ এব [বয়ং] ‘শুশ্রুমঃ’ শ্রুতবন্তঃ ॥ ১০ ॥

‘যঃ’ বিজ্ঞাং চ অবিজ্ঞাং চ তং উভয়ং ‘সহ’ একেনৈব পুরুষেণ উভয়ম্ কালে—প্রাণীদিগেব ভোগের জন্য যথোপযুক্ত বস্তুসকল বিধান করিতেছেন ।

৯ । যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কস্মের অনুসরণ করে, তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে । আর যাহারা কেবল জ্ঞানে বর্ত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ।

১০ । জ্ঞানীবা জ্ঞান ও কস্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন । যাহারা আমাদিগেব নিকট ইহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কস্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা একপ শুনিয়াছি ।

১১ । যিনি জ্ঞান ও কস্ম উভয়কে একই অর্থাৎ একই পুরুষেব অনু-

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহসন্তৃতিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সন্তৃত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

অগ্নদেবাহঃ সন্তবাদগ্নদাহরসন্তবাং ।

ইতি শুক্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি ‘বেদ’ জানাতি, [সঃ] ‘অবিদ্যা’ কাম্যনা ‘মৃত্যু’ স্বাভাবিকং কৰ্ম জ্ঞানঞ্চ ‘ভীত্বা’ অতিক্রম্য ‘বিদ্যা’ ‘অমৃতম্’ অমৃতত্বম্ ‘অশ্লুতে, প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

‘যে’ ‘অসন্তৃতিম্’ অকারণাত্মিকাম্ প্রকৃতিম্ ‘উপাসতে’, [তে] ‘অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি’ । ‘যে উ’ সন্তৃত্যাং’ কারণাত্মকে ব্রহ্মণি ‘রতাঃ, তে ততঃ ভূয়ঃ ইব তমঃ [প্রবিশন্তি] ॥ ১২ ॥

‘সন্তবাং’ কারণাত্মকব্রহ্মোপাসনাং ‘অগ্নঃ’ পৃথক্ ‘এব’ [ফলম্ উৎ-পদাতে ইতি পণ্ডিতাঃ । ‘আহঃ’ বদন্তি, ‘অসন্তবাং’ প্রকৃতেঃ উপাসনাং ‘অগ্নঃ’ পৃথক্ ফলম্ ‘আহঃ’ । স্পষ্টমগ্নং দশমশ্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

ষ্টেয় বলিয়া জানেন, তিনি কাম্যদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন ।

১২ । যাহারা কেবল অসন্তৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ কবে । আর যাহারা কেবল সন্তৃতি অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ।

১৩ । জ্ঞানীরা সন্তৃতি ও অসন্তৃতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন । যাহারা আমাদের নিকট ইহা অর্থাৎ এই উভয়বিধ উপাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি ।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।
 বিনাশেন মৃত্বাং তীৰ্হা । সম্ভূত্যা মৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥
 হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাস্তাপিহিতং মুখম্ ।
 তত্ত্বং পৃষন্নপারুণু সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥
 পৃষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যাহ রশ্মীন্ সমূহ
 তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
 যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬ ॥

‘যঃ সম্ভূতিং চ’ ‘বিনাশং’ প্রকৃতিং ‘চ, তং’ ‘উভয়ং’ ‘সহ’ একেনৈব
 পুরুষেণ উভয়ম্ অন্তঃসবর্ণীষম্ ইতি ‘বেদ’ জানাতি, [সঃ] ‘বিনাশেন’
 প্রকৃতেরুপাসনয়া ‘মৃত্বাং’ ‘তীৰ্হা’ অতিক্রমা ‘সম্ভূত্যা’ সম্ভূতেরুপাসনয়া
 ‘অমৃতম্ অশ্নুতে’ ॥ ১৪ ॥

হে ‘পৃষন্’ জগতঃ পোষক সূর্য্য, ‘তব’ ‘হিরণ্ময়েন’ জ্যোতির্ম্ময়েণ
 ‘পাত্রেণ’ ‘সত্যাস্ত’ আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ ‘মুখম্’ অপিহিতম্’ আচ্ছা-
 দিতম্, ‘সত্যধৰ্ম্মায়’ যথাভূতস্য ধৰ্ম্মস্য অন্তঃষ্ঠাত্রে মহম্ ‘দৃষ্টয়ে’ তব
 সত্যায়নঃ উপলব্ধয়ে ‘ত্বং তং’ ‘অপারুণু’ অপগতাবরণং কুরু, প্রকাশয় ॥ ১৫ ॥

হে ‘পৃষন্’ সূর্য্য, হে ‘একর্ষে’ একঃ এব গচ্ছতি ইতি, হে ‘যম’ সৰ্ব্বস্য
 সংগমনাং, হে ‘সূর্য্য’ রশ্মীনাং রসানাং চ স্বীকরণাং গ্রহণাং, হে প্রাজা-
 পত্য’ প্রজাপতেরপত্য, ‘রশ্মীন্’ ‘ব্যাহ’ বিগময়, ‘তেজঃ’ ‘সমূহ’ একীকুরু,
 উপসংহর, ‘তে’ তব যং কল্যাণতমম্’ অত্যন্তশোভনং ‘রূপং তং’ ‘তে’
 তব প্রসাদাং ‘পশ্যামি’ । ‘যঃ অসৌ’ আদিত্যমণ্ডলস্থিতঃ পুরুষঃ ‘সঃ
 অহম্’ অস্মি’ ॥ ১৬ ॥

১৪ । যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ (অর্থাৎ প্রকৃতি) উভয়কে একত্র
 অর্থাৎ একই পুরুষের অন্তঃসবর্ণীর বলিয়া জানেন, তিনি প্রকৃতির উপা-
 সনাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সম্ভূতির উপাসনাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ।

১৫ । হে জগতের পোষক সূর্য্য, তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্রদ্বারা
 সত্যের (অর্থাৎ সূর্য্যামণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সত্য-
 ধৰ্ম্মানুষ্ঠায়ীর অর্থাৎ আমার দৃষ্টির জন্য তাহা আবরণশূন্য কর ।

১৬ । হে জগতের পোষক, হে একাকী গমনশীল, হে সকল প্রাণীর

বায়ুরনিলমমৃতমথৈদং ভাস্মাস্তং শরীরম্ ।

ওঁ ক্রতো অর কৃতং অর ক্রতো অর কৃতং অর ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুরোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

‘অথ’ ইদানীং ‘মম’ [মরিষাতঃ] ‘বায়ুঃ’ শ্রাণঃ [সর্ক্বাঅকং] ‘অনিলম্ অমৃতং’ [প্রতিপত্ততাম্] ; ‘ইদং শরীরং ভাস্মাস্তং’ [ভূয়াং] । ‘ওঁ’ ইতি ব্রহ্মস্মরণং, হে ‘ক্রতো’ মনঃ, ‘কৃতং’ এতাবন্তং কালম্ অন্তর্জিতং কস্ম ‘অব’ । পুনর্কচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

হে ‘অগ্নে’, ‘অস্মান্’ ‘রায়ে’ ধনাব কস্মফলভোগাদ ‘সুপথা’ শোভনে নার্গেণ ‘নয়’ গময়, হে ‘দেব,’ [মম] ‘বিশ্বানি’ সর্ক্বাণি ‘বয়ুনানি’ কস্মাণি ‘বিদ্বান্’ জ্ঞানন্ ‘অস্মাং’ অস্মত্তঃ ‘জুহুরাণং’ কুটিলং ‘এনঃ’ পাপং ‘বুয়োদি’ বিয়োজয়, বিনাশয় । ‘তে’ তুভ্যং ‘ভূয়িষ্ঠাং’ বহুতরাং ‘নমঃ উক্তি’ নমস্কারবচনং ‘বিধেম’ কুৰ্য্যাম ॥ ১৮ ॥

সংযমকর্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য্য, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর । তোমার যে অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে দেখি । ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, তিনি আমি ।

১৭ । এখন [মৃত্যুকালপ্রাপ্ত] আমার শ্রাণবায়ু [সর্ক্বব্যাপী] বায়ুরূপ অমৃতে মিশ্রিত হউক্ এবং এই শরীর ভাস্মসাৎ হউক্ ! ও (ব্রহ্ম-স্মরণ) হে মন, নিজকৃত কাব্য স্মরণ কব, স্মরণ কর, স্মরণ কর ।

১৮ । হে অগ্নি, আমাদিগকে ধনৈব অর্থাৎ কস্মফল ভোগের নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও ; হে দেব ! তুমি সমুদায় কস্ম জ্ঞাত আছ । আমা-দিগেব মন হইতে কুটিল পাপ দূর কব । তোমাকে বাব বার নমস্কার করি ।

ইতি ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ।

সামবেদীয়া তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

—*—

প্রথমঃ পণ্ডঃ

কেনেযিতং পততি প্রেযিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেযিতাং বাচমিনাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥

শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্ত প্রাণশ্চক্ষুশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীবাঃ প্রেতাস্মাল্লোকাদমৃত্যু
ভবন্তি ॥ ২ ॥

‘কেন’ ‘ঈষিতং’ চালিতং নিষমিতং সং ‘প্রেযিতম্’ প্রেরিতম ‘মনঃ’
‘পততি’ অবিসরণং প্রতি গচ্ছতি ? ‘কেন’ ‘প্রথমঃ’ শব্দে প্রদানতয়া
বর্তমানঃ ‘প্রাণঃ’ ‘যুক্তঃ’ নিযুক্তঃ, প্রেরিতঃ সন্ ‘প্রৈতি’ অব্যাপারং প্রতি
প্রতস্থে ? ‘কেন ঈষিতাম্ ইমং বাচ’ [লোকাঃ] বদন্তি ? চক্ষুঃ শ্রোত্রং
ক উ দেবঃ ‘যুনক্তি’ যুক্তে, প্রেরয়তি ? ॥ ১ ॥

‘যং’ ‘শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রম্’ শ্রোত্রসামর্থ্যানিহিতম্, ‘মনসঃ মনঃ, বাচঃ হ
১ । প্রেযিত মন কাহা-কর্তৃক চালিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি
গমন কবে ? শব্দবৈর অভ্যন্তরে প্রদানরূপে বর্তমান প্রাণ কাহা-কর্তৃক
নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ে প্রতি গমন কবে ? কাহাব চালনার লোক
এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কণকে
নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন ?

২ । যিনি শ্রোত্রেব শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য অর্থাৎ এই

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো

ন বিদ্বো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাং ।

অন্যদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা দধি

ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

বাচম্, তং ব্রহ্মৈব মনআদীনাং প্রবর্তকম্ ইতি; ‘সঃ’ পরমাত্মা ‘উ প্রাণশ্চ
প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ ।’ [এবং বিদিত্বা শ্রোত্রাদেঃ আত্মভাবম্] ‘অতিমুচ্য’
পরিত্যজ্য ‘দৌরাঃ’ বীমন্তঃ ‘অস্মাং লোকাং’ ‘প্রেতা’ গভ্রা ‘অমৃতঃ’
‘অমবাঃ ভবন্তি’ ॥ ২ ॥

‘তত্র’ তস্মিন্ ব্রহ্মণি ‘চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাগ্ ন গচ্ছতিঃ, মনঃ ন গচ্ছতি,’
ন তং চক্ষুরাদি গোচরম্, ইত্যর্থঃ, [বয়ং তং] ‘ন বিদ্বঃ’ ন জানীমঃ,
‘নথা’ ‘এতং’ ব্রহ্ম ‘অনুশিষ্যাং’ শিষ্যায় উপদেশে [তদপি ন বিজানীমঃ] ।
‘তং’ ব্রহ্ম ‘বিদিতাং’ জ্ঞাতাং বস্তুনঃ ‘অথো’ অথ, তথা, ‘অবিদিতাং’
অজ্ঞাতাং বস্তুনঃ ‘অদি’ উপরি, অন্তঃ, পৃথক্ এব । ‘যে’ ‘নঃ’ অস্মভাম্
‘তং’ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ‘ব্যাচচক্ষিরে’ বিস্পষ্টং কথিতঃ বস্তুঃ, [তেষাং] ‘পূর্বেষাম্’
পূর্বাচাষাণাম্ [বচনম্] ‘ইতি’ [বয়ং] ‘শুশ্রুমঃ’ শ্রুতবস্তুঃ স্মঃ ॥ ৩ ॥

সমুদাযের শক্তির কারণ, তিনিই মন আদির প্রবর্তক; তিনিই প্রাণের
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু; এই জ্ঞানদ্বারা শ্রোত্রাদির আত্ম-ধারণা পরিত্যাগ
করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপস্থত হইয়া অমর হন ।

৩। তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন,
মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাহাকে জানি না, কিরূপে তাহার উপদেশ
দিতে হয় তাহাও জানি না । তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদায় বস্তু হইতে
শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন । যে সকল পূর্ব পূর্ব আচায্যেরা আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট আমবা একরূপ অনিয়াছি ।

যদ্বাচানভূাদিতং যেন বাগভূাদ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

যন্ননসা ন মনুতে যেনাল্হস্মনো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥ .*

‘যং বাচা’ ‘অনভূাদিতম্’ অপ্রকাশিতম্, ‘যেন বাক্’ ‘অভ্যগতে’ প্রযুক্ত্যতে, ‘তং এব ইম্ ব্রহ্ম’ ‘বিদ্ধি’ বিজানীহি; ‘যং’ ‘ইদম্’ দেশ-কালাদিপরিচ্ছিন্নম্ পদার্থম্ [লোকাঃ] উপাসতে, ন ইদম্ [ব্রহ্ম] ॥ ৪ ॥

‘যং’ [লোকঃ] ‘মনসা ন’ ‘মনুতে’ সঙ্কল্পয়তি, নিশ্চিনোতি, ‘যেন’ মনঃ’ ‘মতং’ বিষয়ীকৃতম্ (ইতি ব্রহ্মবিদঃ) ‘আল্হঃ’ বদন্তি, ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৫ ॥

‘যং’ (লোকঃ) ‘চক্ষুষা ন পশ্যতি,’ ‘যেন’ চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা সহায়-ভূতেন [লোকঃ] ‘চক্ষুংষি’ চক্ষুর্গোচরবিষয়ানি ‘পশ্যতি’ ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

৪ । যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহা-কর্তৃক বাক্য প্রকাশিত অর্থাৎ উচ্চারিত হন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান , লোকে এই দে পবিত্রিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৫ । লোকে যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদেবা বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৬ । যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুর্গোচর বস্তু সমূহকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম

যচ্ছোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্থসে স্তবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং হং বেথ ব্রহ্মণো রূপম্ ।

যদস্য হং যদস্য দেবেষথ নু মীমাংসামেব তে মন্থো বিদিতম্ ॥ ১ ॥

‘যৎ’ [লোকঃ] ‘শ্রোত্রেন’ কর্ণেন ‘ন শৃণোতি, যেন ইদং শ্রোত্রং’
‘শ্রুতং’ বিষয়ীকৃতম্ ‘তং এব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

‘যৎ’ [লোকঃ] ‘প্রাণেন’ নাসিকাপৃষ্ঠান্তর্বাহিতেন ঘ্রাণেন ‘ন
প্রাণিতি’ ন বিষয়ীকরোতি, ‘যেন’ ‘প্রাণঃ’ ঘ্রাণঃ ‘প্রণীয়তে’ স্ববিষয়ং
প্রতি গচ্ছতি, ‘তং’ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

‘যদি মন্থসে স্তবেদ ইতি’ অহং ব্রহ্ম স্বাত্মনি প্রত্যক্ষীকৃত্য স্তম্ভ বেদ
বলিয়া জান, লোকে এই যে পরিমিত বস্তু উপাসনা করে, তাহা
ব্রহ্ম নহে ।

৭। যাহাকে লোকে কর্ণদ্বারা শুনিতে পাষ না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ
কবেন অথাৎ জানেন, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ; লোকে এই যে
পরিমিত বস্তু উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ।

৮। যাহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আঘ্রাণ করে না, কিন্তু যাহাব
শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম
বলিয়া জান ; লোকে এই যে পরিমিত বস্তু উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম
নহে ।

১। যদি তুমি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া

নাহং মন্ত্ৰে স্মবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩ ॥

ইতি, [তদা] ‘ত্ব’ ‘নৃনঃ’ নিশ্চিতম্ ‘ব্রহ্মণঃ রূপম্’ ‘দভ্রম্’ অল্পম্ ‘এব অপি’ ‘বেথ’ জানীসে । [ত্বম্] ‘দেবেষু অস্ত্য [ব্রহ্মণঃ] যং’ [বেথ তং অপি ত্বানম্ অল্পম্ এব বেথ] । ‘অথ ত্ব’ তস্মাৎ [ব্রহ্ম তে] ‘মীমাংসাম্’ বিচায্যাম্ ‘এব’ । [এবম্ উক্তঃ শিষ্যঃ ব্রহ্ম বিচায্য তদন্তুভবং চ কৃত্বা আচায্য-সকাশম্ উপগম্য উবাচ, -অহম্] ‘মন্ত্ৰে’ [ইদানীং ময়া ব্রহ্ম] ‘বিদিতম্’ ॥ ১ ॥

‘অহম্ [ব্রহ্ম] ‘স্ববেদ’ স্পষ্ট বেদ ‘ইতি ন মন্ত্ৰে’, ‘ন বেদ ইতি বেদ চ ইতি’ ‘নো’ ন [মন্ত্ৰে] । ‘নঃ’ অস্মাকম্ মধ্যো ‘নো ন বেদ বেদ চ’ ইতি ‘তং’ [বচনম্] ‘যঃ বেদ’ [সঃ] ‘তং’ ব্রহ্ম ‘বেদ’ ॥ ২ ॥

[ব্রহ্ম] ‘যস্য অমতম্’ ময়া ব্রহ্ম অবিদিতম্ ইতি যস্য নিশ্চয়ঃ, ‘তস্য’ [তং] ‘মতম্’ ‘জ্ঞাতম্’, [ব্রহ্ম] ‘যস্য মতম্’ ময়া ব্রহ্ম বিদিতম্ ইতি যস্য উত্তমরূপে জানিয়াছি, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয়ই অতি অল্প জানিয়াছি । তুমি দেবতাদিগের মধ্যো তাঁহার স্বরূপ যতটুকু জানিয়াছি তাহাও অল্প, অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচায্য । [এই কথা শুনিয়া শিষ্য ব্রহ্মকে বিচার ও অন্তুভব করণানন্তর আচায্যসমীপে আসিয়া বলিলেন] ‘আমার বোধ হয় এখন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি’ ।

২ । আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে । ‘আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে’—এই বাক্যের অর্থ আমাদিগের মধ্যো যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ।

৩ । যিনি মনে কবেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।

আত্মনা বিন্দতে বীৰ্য্যং বিদ্যায়া বিন্দতেহমৃতত্বম্ ॥ ৪ ॥

ইহ চেদবেদীদত্বং সত্যমস্তু

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃততা ভবন্তি ॥ ৫ ॥

নিশ্চয়ঃ, সঃ [তং] ‘ন বেদ’ ন জানাতি । [ব্রহ্ম] ‘বিজানতাং’ সম্যক্
বিদিতবতাম্ ‘অবিজ্ঞাতম্’ ন অস্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ,
‘অবিজ্ঞানতাম্’ অসম্যগ্ দর্শিনাম [তং] ‘বিজ্ঞাতম্’ অস্মাভিঃ ব্রহ্ম সম্যক্
বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥

[যদা ব্রহ্ম] ‘প্রতিবোধবিদিতম্’ বোধঃ বোধঃ প্রতি বিদিতম্—
সর্বপ্রত্যয়দর্শিরূপেণ জ্ঞাতম্ [তদা তং] ‘মতম্’ সম্যক্ দৃষ্টম্, [তস্মাৎ
দর্শনাৎ] ‘অমৃতত্বম্’ ‘হি’ ‘বিন্দতে’ প্রাপ্যতে । ‘আত্মনা’ আত্মস্বরূপজ্ঞানেন
‘বীৰ্য্যম্’ সামর্থ্যম্ ‘বিন্দতে’, ‘বিদ্যায়া’ ব্রহ্মজ্ঞানেন ‘অমৃতত্বম্’ অমরত্বম্
‘বিন্দতে’ ॥ ৪ ॥

‘মনুষ্যঃ’ ‘ইহ’ অত্র লোকে [ব্রহ্ম] ‘চেৎ’ যদি ‘অবেদীৎ’ বিদিতবান্
তাহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি,
তিনি ব্রহ্মকে জানেন না । উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম
অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে
পাবেন নাই, কিন্তু অসম্যগ্ দর্শীদিগেব নিকট তিনি বিজ্ঞাত, অর্থাৎ
এরূপ ব্যক্তির মনে করেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন ।

৪ । ব্রহ্মকে সর্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা হয় ;
এরূপ জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয় । আত্মস্বরূপ-জ্ঞানে শক্তি লাভ হয়, এবং
ব্রহ্মজ্ঞানে অমরত্ব লাভ হয় ।

৫ । যদি মনুষ্য ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পাবে তবেই জন্ম সফল

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা
অমহীয়ন্ত । ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং
মহিমেতি ॥ ১ ॥

তদ্বৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাচুর্বভূব তন্ন ব্যাজানন্ত
কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২ ॥

‘অথ’ তদা ‘সত্যং’ জন্মসাকল্যম্ ‘অস্তি’, ‘ন চেৎ ইহ [তৎ] ‘অবেদীং’
[তদা] ‘মহতী’ ‘বিনষ্টিঃ’ বিনাশঃ [ভবতি] । [তস্মাৎ] ‘ধীরাঃ’ ধীমন্তঃ
‘ভূতেষু ভূতেষু’ সর্বভূতেষু [পরমাত্মানম্] ‘বিচিন্ত্য’ বিজ্ঞায়, সাক্ষাৎ কৃত্বা,
‘অস্মাৎ লোকাং’ ‘প্রেত্যা’ উপরম্য ‘অমৃতাঃ’ অমরাঃ ‘ভবন্তি’ ॥ ৫ ॥

‘ব্রহ্ম’ ‘হ’ কিল ‘দেবেভ্যঃ’ [নিমিত্তং] ‘বিজিগ্যে’ জয়ং লব্ধবৎ—দেবা-
সুপ্রাণাঃ সংগ্রামে অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যঃ জয়ং তৎফলঞ্চ প্রাযচ্ছৎ ;
‘তস্য হ ব্রহ্মণঃ বিজয়ে দেবাঃ’ ‘অমহীয়ন্ত’ মহিমানম্ প্রাপ্তবন্তঃ । ‘তে’
দেবাঃ ‘ঐক্ষন্ত’ ঈক্ষিতবন্তঃ ‘অয়ম্ বিজয়ঃ অস্মাকম্ এব, অয়ম্ মহিমা চ
অস্মাকম্ এব ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তৎ’, ব্রহ্ম ‘হ’ ‘এষাম্, [মিথোক্ষণম্] বিজিগ্যৌ ‘বিজ্ঞাতবৎ’, ‘তেভ্যঃ’
হয়, ইহলোকে তাঁহাকে জানিতে না পারিলে মহান্ বিনাশ অগাৎ পুনঃ
পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিতে হয় । অতএব জ্ঞানিগণ সমুদয় বস্তুতে
পবিত্রতাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হন ।

১ । ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্ত জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে
অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে জয় ও তৎফল প্রদান
করিলেন । সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন, কিন্তু
তাঁহারা মনে করিলেন ‘এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই ।’

২ । তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম ইহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের

তেঃগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি ।
তথেতি ॥ ৩ ॥

তদভাদ্রবং তমভাবদং কোহসীতি । অগ্নির্বা অহমস্মীত্য-
ব্রবীজ্জাতবেদা না অহমস্মীতি ॥ ৪ ॥

তস্মিংস্থয়ি কিং বীধ্যমিতি । অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥ ৫ ॥

দেবেভ্যঃ ‘হ’ ‘প্রাচুর্ভব’ আত্মানম্ প্রকাশয়ামাস । ‘তং’ ব্রহ্ম ‘কিম
ইদম্ ‘যক্ষম্’ পৃজ্যাম, মহদ্বতম্, ‘ইতি’ [তে] ‘ন বাজানন্ত’ ন বিজ্ঞাত-
বন্তঃ ॥ ২ ॥

‘তে অগ্নিম্’ ‘অব্রুবন্’ উক্তবন্তঃ, হে ‘জাতবেদঃ’ সর্বজ্ঞকল্প, । ইম্
‘এতং’ অস্মদগোচরম্ ‘বিজানীতি’ বিশেষতঃ বুধ্যস্ব ‘কিম্ এতং যক্ষম
ইতি’ । [অগ্নিঃ উবাচ] ‘তথা’ তথ্যস্ব ‘ইতি’ ॥ ৩ ॥

[অগ্নিঃ] ‘তং’ যক্ষম্ ‘অভাদ্রব্যং’ প্রতিগতবান্, ‘তম্’ অগ্নিম্ [তং যক্ষম্]
‘অভাবদং’ প্রত্যভাসত । ইম্ ‘কঃ অগ্নি’ ‘ইতি’ । [অগ্নিঃ] ‘অব্রবীং অহম্
অগ্নিঃ বৈ অস্মি অহম্ ‘জাতবেদা বৈ অস্মি’ ইতি ॥ ৪ ॥

[ব্রহ্ম উবাচ] ‘তস্মিন্’ এবং প্রসিদ্ধ-গুণ-নামবতি ‘স্থয়ি কিম্ বীধ্যম্’
সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু এই পূজ্যস্বরূপ কে, ইহা তাহারা
জানিতে পারিলেন না ।

৩ । তাহারা অগ্নিকে বলিলেন,—‘হে জাতবেদ, এই পূজনীয়স্বরূপ
কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস’ ; অগ্নি বলিলেন ‘তাহাই হউক’ ।

৪ । অগ্নি তাহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন,
‘তুমি কে ?’ অগ্নি বলিলেন ‘আমি অগ্নি’ আমি জাতবেদা’ ।

৫ । ব্রহ্ম বলিলেন ‘এমন (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত) যে তুমি

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি । তত্প্রোয়ায় সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাক দক্ষুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬ ॥

অথ বায়ুমক্রবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথ্যেতি ॥ ৭ ॥

[অস্তি] 'ইতি', [অগ্নিঃ অব্রবীং] 'পৃথিব্যাম্ ইদম্ যৎ [অস্তি তং] সৰ্ব্বম্'
অপি' 'দহেয়ম্' ভক্ষীকুস্যাম্' ॥ ৫ ॥

'এতং দহ ইতি' [উক্তা ব্রহ্ম] 'তস্মৈ' অগ্নয়ে [একং] 'তৃণং' 'নিদধৌ'
দত্তবান্, [অগ্নিঃ] 'তং' [তৃণম্] 'উপপ্রোয়ায়' তৃণসমীপং গত্বা 'সৰ্ব্বজবেন'
সর্বোৎসাহকৃতেন 'তং দক্ষুং ন' 'শশাক' শক্তবান্, 'সঃ' 'ততঃ' দক্ষাং
'এব' 'নিববৃতে' প্রতিগতবান্ [অব্রবীং চ] 'যৎ এতং' যক্ষম্ 'ইতি এতং
বিজ্ঞাতুম্' [অহং] 'ন' 'অশকম্' শক্তবান্ অস্মি ॥ ৬ ॥

'অথ' অনন্তরং [দেবাঃ] 'বায়ুম্ অক্রবন্' [হে] বায়ো এতং' ইত্যাদি
পূৰ্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

তোমাতে কি শক্তি আছে ?' অগ্নি উত্তর করিলেন 'পৃথিবীতে যাহা
কিছু আছে, আমি তৎসমস্ত দক্ষ করিতে পারি ।

৬। 'ইহা দক্ষ কর' এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন ,
অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্তী হইয়া সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও
উহা দক্ষ করিতে পারিলেন না । তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত
হইলেন এবং বলিলেন, 'এই পূজনীয়-স্বরূপ কে, তাহা আমি জানিতে
পারিলাম না' ।

৭। তৎপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, 'হে বায়ো, এই পূজনীয়স্বরূপ
কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস' ; বায়ু বলিলেন, 'তাহাই হউক' ।

তদভ্যদ্রবং তমভ্যবদ্ কোহসীতি বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবী-
ম্মাতবিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮ ॥

তস্মিংশ্চয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি অপীদং সৰ্ব্বমাদদীয়ং যদিদং
পৃথিব্যামিতি ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০ ॥

‘তং’ ইতি পূৰ্ববৎ । ‘বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি’ ইতি অব্রবীৎ, মাতবিশ্বা
বৈ অহম্ অস্মি’ ইতি । স্পষ্টমন্ত্যং পূৰ্ববৎ ॥ ৮ ॥

‘আদদীয়ম্’ আদদীয়, গৃহীযাম্ । স্পষ্টমন্ত্যং পূৰ্ববৎ ॥ ৯ ॥

‘আদৎস্ব’ গৃহাণ, ‘আদাতুম্’ গ্রহিতুম্ । স্পষ্টমন্ত্যং পূৰ্ববৎ ॥ ১০ ॥

৮। বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন,
‘তুমি কে?’ বায়ু বলিলেন, ‘আমি বায়ু, আমি মাতবিশ্বা’ (আকাশে
যাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ গমনাগমন ।)

৯। ব্রহ্ম বলিলেন, এমন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ গুণ ও নামযুক্ত যে তুমি,
তোমাতে কি শক্তি আছে? বায়ু উত্তর করিলেন, ‘পৃথিবীতে দাহ
কিছু আছে, আমি তৎসমুদায়ই গ্রহণ করিতে পারি’ ।

১০। ‘ইহা গ্রহণ কর’ এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন,
বায়ু সেই তৃণেব নিকটবর্তী হইয়া সমুদায় বালৈব সহিত চেষ্টা করিয়াও
উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন, ‘এই পৃজনীয়স্বরূপ কে, আমি তাহ
জানিতে পারিলাম না’ ।

অথেন্দ্রমক্রবন্ মঘবল্লতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি
তথেতি তদভ্যাদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১ ॥

স তস্মিন্বেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈম-
বতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়শ্বমিতি
ততো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

‘অথ [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অক্রবন্’ [হে] ‘মঘবন্’, ঐশ্বর্যাবন্, ‘এতৎ
বিজানীহি’ ইত্যাদি পৃষ্ঠবৎ । ‘তস্মাৎ’ ইন্দ্রাৎ [ব্রহ্ম] ‘তিরোদধে’
তিবোভূতম্ অভূৎ ॥ ১১ ॥

‘স’ ইন্দ্রঃ ‘তস্মিন্ এব আকাশে’ ‘স্ত্রিয়ম্’ স্ত্রীরূপাম ‘বহু-শোভমানাম্’
‘হৈমবতীম্’ স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্টাম্, হিমবচ্ছিত্তরে প্রাচুর্ভূতাম্ ইতি আহ
প্রাচাযাঃ সামগ্র্যমী, ‘উমাম্’ উমাকপিণী ব্রহ্মবিদ্যাম্ ‘আজগাম’ তাম্
প্রাচুর্ভূতাং দৃষ্ট্বা তস্মাঃ সর্গীপঃ জগাম । ‘তাং হ [সঃ] উবাচ কিম্ এতৎ
যক্ষম্ ইতি’ ॥ ১২ ॥

‘সা’ হৈমবতী উমা হ ‘উবাচ [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি’, ‘ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে’

১১ । তৎপব দেবতাবা ইন্দ্রকে বলিলেন, ‘হে মঘবন্ (ঐশ্বর্যাবিশিষ্ট),
এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস ।’ তিনি বলিলেন
‘তাহাই তউক ।’ এই বলিয়া তিনি তাহার নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু
ব্রহ্ম তাহার সম্মুখ হইতে তিবোধিত হইলেন ।

১২ । তিনি অথাৎ ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্য-
শালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূত দেখিয়া তাহার নিকটবর্তী হইলেন
বৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই পূজনীয়স্বরূপ কে ?’ ।

১ । তিনি বলিলেন, ‘ইনি ব্রহ্ম ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রদত্ত বিজয়েই

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবাণ্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বাযু-
রিন্দ্রস্তে হোনেন্নেদিষ্টং পম্পশুস্তে হোনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবাণ্যান্ দেবান্ স হোনেন্নেদিষ্টং
পম্পর্শ স হোনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

‘যুগ্ম’। ‘এতৎ’ এবং ‘মহীযধ্বম্’ মহিমানম্ প্রাপ্নুথ। ‘ততঃ’ তস্মাৎ
উমাবাক্যাৎ ‘হি’ ‘এষঃ’ ইন্দ্রঃ। [এতৎ] ‘ব্রহ্ম ইতি’ ‘বিদাঞ্চকার’
বিজজ্ঞৌ ॥ ১ ॥

‘যৎ’ যস্মাৎ হেতোঃ ‘অগ্নিঃ বাযুঃ ইন্দ্রঃ, তে হি’ ‘এনৎ’ এতৎ ব্রহ্ম
‘নেদিষ্টং সমীপম্’ ‘পম্পশুঃ’ স্পৃষ্টবন্তঃ, [যস্মাৎ চ হেতোঃ] ‘তে হি এনৎ’
‘প্রথমঃ’ প্রথমম্ [এতৎ] ব্রহ্ম ইতি ‘বিদাঞ্চকার’ বিদাঞ্চক্লুঃ, জজ্ঞুঃ,
‘তস্মাৎ বৈ এতে দেবাঃ অণ্যান্ দেবান্’ ‘অতিতরাম্’ অতিশয়েন শেবতে
‘ইব’ এব ॥ ২ ॥

‘সঃ’ ইন্দ্রঃ ‘হি’ যতঃ ‘এনৎ’ নেদিষ্টম্ পম্পর্শ, সঃ হি এনৎ প্রথমঃ
[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অণ্যান্ দেবান্
অতিতরাম [শেতে] ইব ॥ ৩ ॥

তোমরা একরূপ মহিমাম্বিত হইয়াছ। তাহা হইতেই অর্থাৎ উমার বাক্য
হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে ইনি ব্রহ্ম।

২। যে হেতু অগ্নি, বাযু ও ইন্দ্র এই দেবতারা তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের
নিকটবর্তী হইয়াছিলেন, এবং যে হেতু তাঁহারাই তাঁহাকে প্রথমে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অণ্যাত্ম
দেবতা হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন।

৩। যে হেতু তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র তাঁহার নিকটবর্তী হইয়াছিলেন

তস্মৈষ আদেশো যদেতদ্বিছ্যতো বাছ্যতদা ইতীন্ গমী-
মিষদা ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪ ॥

অথাধ্যাত্মং যদেতদগচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপস্মরতা-
ভীক্ষুং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫ ॥

‘তস্মা’ ব্রক্ষণঃ ‘এষঃ’ আদেশঃ উপমোপদেশঃ ‘যং’ ‘এতং’ প্রসিদ্ধং
লোকে ‘বিছ্যতঃ বছ্যতং’ বিছ্যোতনম্ ‘তং’ ‘আ’ তং ইব, আ—যথা,
উপমাথে ‘ইতি’ ‘ইং’ সমুচ্চারণঃ, [অযং চ অপবঃ তস্মা আদেশঃ]
‘গমীমিষং’ চক্ষুঃ গমীমিষং নিমেষং কৃতবং, ‘আ’ উপমার্থঃ আকারঃ,
চক্ষুষঃ নিমিষম্ ইব ইত্যর্থঃ, ‘ইতি’ অধিদৈবতম্ দেবতাবিময়ং ব্রক্ষণঃ
উপমানদর্শনম্ ॥ ৪ ॥

‘অথ’ ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মবিষয়ঃ উপদেশঃ উচ্যতে ‘যং মনঃ এতং ব্রক্ষ’
‘গচ্ছতি’ বিষয়ীকবোতি ‘ইব,’ ‘অনেন’ মনসা ‘চ এতং’ ‘অভীক্ষুং’ ভূশম্
[সাপেক্ষঃ] ‘উপস্মরতি’ [এষঃ] ‘সঙ্কল্পঃ’ [কর্তব্যঃ] ॥ ৫ ॥

এবং তাঁহাকে সক্ষপ্রথমে ব্রক্ষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু
ইন্দ্র নিশ্চয় অগ্ন্যাগ্ন দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন ।

৪ । ইহা সেই ব্রক্ষের একটি উপমা-উপদেশ অর্থাৎ ব্রক্ষের প্রকাশ ।
বিছ্যৎ প্রকাশের ন্যায়, এবং ইহা চক্ষুর নিমেষেব ন্যায় । ইহা ব্রক্ষের
দেবতাবিষয়ক একটি উপমান দর্শন ।

৫ । তৎপর আত্মবিষয়ক উপদেশ এই যে, মন যেন তাঁহাব
অর্থাৎ ব্রক্ষের নিকটে যায় অর্থাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় এবং ইহাদ্বারা
অর্থাৎ মনের দ্বারা যেন সাধক তাঁহাকে বার বার স্মরণ করেন, এই
সঙ্কল্প কর্তব্য ।

তদ্ব তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং
বেদাভিহৈনং সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংবাঙ্কন্তি ॥ ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রহ্মীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত
উপনিষদমক্রমেতি ॥ ৭ ॥

তস্মৈ তপো দমঃ কশ্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি
সূতামায়তনম্ ॥ ৮ ॥

‘তং হ’ ‘তদ্বনম্’ সন্তুজনীয়ম্ ‘নাম’ প্রখ্যাতম। [তস্মাৎ] ‘তদ্বনম্’
ইতি উপাসিতব্যম্। সঃ যঃ এতং এবং বেদ এনম্ হ সৰ্ব্বাণি ভূতানি’
‘অভিসংবাঙ্কন্তি’ বিশেষেণ প্রার্থ্যন্তে ॥ ৬ ॥

[হে শিষ্য, যদ্বা উক্তং] ‘ভো’ হে ভগবন্, ‘উপনিষদ’ ব্রহ্মী ইতি’,
[অতঃ এব] ‘তে’ তুভ্যম্ ‘উপনিষৎ উক্তা’, ‘বাব’ নিশ্চয়ং ‘তে’ ‘ব্রাহ্মী’
ব্রহ্মবিষয়িনীম্ ‘উপনিষদম্ অক্রম ইতি’ ॥ ৭ ॥

‘তস্মৈ’ তস্যাঃ উপনিষদঃ, ‘তপঃ’ কার্যোদ্ভিয়মনসাঃ সমাধানম্, ‘দমঃ’
চিত্তশৈথ্যং ‘কশ্ম, ইতি’ ‘প্রতিষ্ঠা’ পাদৌ ইব,—এমু হি সংস্কৃত ব্রহ্মবিজ্ঞা
প্রতিতিষ্ঠতি—এতানি তপ আদৌনি ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতানি

৬। তিনি সন্তুজনীয় নামে প্রখ্যাত, তিনি সন্তুজনীয়রূপে
উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এই রূপে জানেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী
বিশেষরূপে পাইতে ইচ্ছা করে।

৭। আচাৰ্য্য শিষ্যকে বলিলেন, “তুমি বলিয়াছিলে ‘হে ভগবন্,
আমাকে উপনিষদ্ বলুন।’ সেই হেতু তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইল,
নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িনী উপনিষদ্ বলিলাম।”

৮। তপস্যা অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ
চিত্তের শৈথ্য, এবং কশ্ম ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার

যো বা এতামেবং বেদাধিত্যাপ্যানমনন্তে স্বর্গে লোকে
জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

ইত্যর্থঃ। ‘বেদাঃ’ বেদাধ্যয়নম্ [তস্যাঃ] ‘সর্কান্নানি’ সহায়ভূতানি।
‘সত্যং’ [তস্যাঃ] ‘আশ্রয়নম্’ আশ্রয়ভূতম্ ॥ ৮

‘যঃ বৈ’ ‘এতাম্’ ব্রহ্মবিজ্ঞাম্ ‘বেদ, স.’ ‘প্যাপ্যানম’ ‘অপহিত্য’ বিধূয়
‘অনন্তে’ ‘জ্যেয়ে’ জ্যায়সি, সর্কমহত্তরে, ‘স্বর্গে লোকে’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’
প্রতিষ্ঠিতে। ভবতি। বাক্যশেষে পুনরুক্তিঃ নিশ্চয়তা-দ্যোতিকা,
গ্রন্থসমাপ্তিজ্ঞাপিকা চ ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়। বেদাধ্যয়ন ইহার সর্কান্ন
অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।

৯। যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন, তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
অনন্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। (শেষ বাক্যের পুনরুক্তি-
নিশ্চয়তা-প্রকাশক ও গ্রন্থসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥ ৯ ॥

ইতি কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

(কৃষ্ণযজুর্বেদীয়া)

অথ প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সৰ্ববেদসন্দদৌ ।

তস্ম হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাস্থ শ্রদ্ধাবিবেশ

সোহমমৃত ॥ ২ ॥

‘বাজশ্রবসঃ’ ‘উশন্’ যজ্ঞফলং কাময়মানঃ সন্ ‘হ বৈ’ [একস্মিন্ যজ্ঞে] ‘সৰ্ববেদসন্’ সৰ্বস্বং ‘দদৌ’ । তস্ম হ নচিকেতা নাম পুত্রঃ ‘আস’ বভূব ॥ ১ ॥

‘তং’ ‘কুমারঃ’ বালকম্ ‘হ’ অপি ‘সন্তং’ সাধুচিত্তং ‘দক্ষিণাস্থ’ দক্ষিণার্থাস্থ গোষু ‘নীয়মানাস্থ’ বিভাগেন উপনীযমানাস্থ সতীযু ‘শ্রদ্ধা’ আস্তিক্যানুন্ধিঃ ‘আবিবেশ’ প্রবিষ্টবতী . [ততঃ] ‘সঃ’ ‘অমমৃত’ চিন্তিতবান্ ॥ ২ ॥

১। বাজশ্রবস নামক কোন ব্যক্তি যজ্ঞফল লাভে ইচ্ছুক হইয়া এক যজ্ঞে আপনার সৰ্বস্ব দান করিয়াছিলেন । তাহার নচিকেতা নামক এক পুত্র ছিলেন ।

২। তিনি বালক হইলেও সাধুচিত্ত ছিলেন, অতএব দক্ষিণা প্রদানের সময় তাঁহার মনে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ধর্মভাব প্রবেশ করিল, তাহাতেই তিনি ভাবিলেন।—

পীতোদকা জঙ্ঘতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কশ্মৈ মান্দাস্ততীতি ।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

‘পীতোদকাঃ’ পীতম্ উদকম্ যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ উদকপানাসমর্থঃ, জীর্ণাঃ ইত্যর্থঃ ‘জঙ্ঘতৃণাঃ’ জঙ্ঘং তৃণং যাভিঃ তাঃ,—পুনঃ তৃণভক্ষণাসমর্থঃ, ‘দুগ্ধদোহাঃ’ দুগ্ধং দোহঃ ক্ষীরাণাঃ যাসাং তাঃ,—পুনঃ দুগ্ধদানাসমর্থঃ, ‘নিরিন্দ্রিয়াঃ’ অপ্রজননসমর্থঃ, ‘তাঃ’ ‘দদৎ’ দদন্ সঃ যজমানঃ ‘অনন্দাঃ’ অনানন্দাঃ, অস্তথাঃ ‘নাম তে লোকাঃ তান্ গচ্ছতি’ ॥ ৩ ॥

‘সঃ হ পিতরম্ উবাচ’ ‘তত’ হে তাত, [ভবান্] ‘মাং কশ্মৈ দাস্ততীতি ইতি’ [এতৎ বচঃ] ‘দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্’ [অপি উবাচ], [ততঃ তস্য পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তং হ উবাচ ‘ত্বা মৃত্যবে দদামি’ ইতি ॥ ৪ ॥

৩। যাহাদের জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধদান হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা এত জীর্ণ হইয়াছে যে পুনর্বার আব জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধদান করিতে পারিবে না এবং যাহারা সম্ভান-প্রজনন-শক্তি-বিহীন হইয়াছে, একপ গাভী যে যজমান দান করে, সে অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ নামক লোকসমূহে গমন কবে।

৪। তিনি পিতাকে বলিলেন, ‘হে পিতঃ! আমায় কাহাকে দিবেন?’ তিনি দ্বিতীয়বার এমন কি তৃতীয়বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘তোমায় মৃত্যুকে দিব।’

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ ।

কিং স্বিদ্ যমস্ম কৰ্ত্তব্যং যন্নয়াদ্য কৰিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূৰ্বে প্রতিপশ্য তথাপরে ।

শস্যমিব মৰ্ত্ত্যঃ পচ্যাতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

[এবমুক্তঃ নচিকেতা একান্তে ইথঃ পবিদেবযাক্কাব, -] ‘বহুনাম’, [শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা মনো অহং মুখায়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] ‘প্রথমঃ’ এমি’ গচ্ছামি,—ভবামি ইত্যর্থঃ, ‘বহুনাম’ [অহম্ মদাময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] ‘মধ্যমঃ’ এমি, [নাহং কনাচিদপি অদমঃ, তস্মাৎ নাহং মরণযোগ্যঃ, ততঃ ন জানে] ‘যমস্য’ ‘কিং স্বিৎ’ কিং চিৎ ‘কৰ্ত্তব্যং’ ‘কবণীয়ম্’ [অস্মি] ‘যং’ [মম পিতা] ‘অগ্গ ময়া কৰিষ্যতি’ ॥ ৫ ॥

ততো নচিকেতা পিতবমাহ,—‘পূৰ্বে’ পূৰ্বপুরুষাঃ মহাজনাঃ ‘যথা’ যেন প্রকারেণ [অনুষ্ঠিতবন্তঃ তং] ‘অনুপশ্য’ আলোচয়, ‘তথা’ ‘অপরে’ বৰ্ত্তমানাঃ সাধবঃ ‘যথা’ [অনুতিষ্ঠন্তি, তং সমম] ‘প্রতিপশ্য’ আলোচয় । তেষাং সাধনাং সত্যপালনং ইম্ অনুকৰ্ত্ত্বম্ অহংসি ইতি ভাবঃ । ‘মৰ্ত্ত্যঃ’

৫। [এই কথা শুনিয়া নচিকেতা একান্তে ভাবিতে লাগিলেন—] ‘আমি বহু পুত্রের বা শিষ্যের মনো উৎকৃষ্ট শিষ্যাদিগুণে প্রথম, অনেকের মনো মদ্যবিদ-শিষ্যাদিগুণে মধ্যম, (কদাচ অদম নহি, স্মৃতবাং মরণযোগ্য নহি,) অতএব জানি না যমের কি কাৰ্য্য কবণীয় আছে, যাহা অগ্গ পিতা আমাদ্বাৰা সম্পন্ন কৰিবেন’ ।

৬। তৎপর নচিকেতা পিতাকে বলিলেন, ‘পূৰ্ববর্ত্তী মহাজনগণ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন, এবং পৰবর্ত্তী অৰ্থাৎ বৰ্ত্তমান সাধুগণ যেরূপ অনুষ্ঠান কৰিতেছেন, তাহাও আলোচনা করুন, তাঁহাদের সত্য পালন আপনাব অনুকৰণীয় । মৰ্ত্ত্য্য ঋসোর ত্য্য

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্মৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥ ৭ ॥

মরণশীলঃ মনুষ্যাदिঃ ‘শস্তম্ ইব’ ‘পচাতে’ জীর্ণঃ সন্ ম্রিয়তে, [তিথ্য] ‘শস্তম্ ইব পুনঃ’ ‘আজায়তে’ আবর্ভবতি । ন চ মৃষাং কৃত্বা কশ্চিৎ অজরামরো ভবতি, অথ কিং মৃষা-করণেন,—পালয় আত্মনঃ সত্যম্,—প্রেময মাং যমালয়ম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ নচিকেতসং যমালয়ং প্রেরয়ামাস । সঃ তত্র গত্বা যমস্যা অন্ত্রপস্থিতিহেতুতঃ অনভ্যর্থিতঃ তিস্রঃ রাত্রীঃ উবাস । ততঃ স্বালয়ং প্রত্যাগতঃ যমঃ প্রতি তদাশ্রীয়াঃ উচুঃ,—‘অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ’ ‘বৈশ্বানরঃ’ অগ্নিঃ [ইব] ‘গৃহান্ প্রবিশতি’ । ‘তস্য’ অগ্নিরূপব্রাহ্মণস্য অতিথেঃ ‘এতা’ পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাঃ ‘শান্তিং’ শ্রমাপনোদনরূপাঃ [জন্যঃ] ‘কুর্বন্তি’, [অতঃ হে] ‘বৈবস্বত’ যম,—বিবস্বান্ সৃষাঃ, তস্যাপত্য, পুমান্, ‘উদকম্’ পাদ্যার্থঃ জলং ‘হর’ আহর ॥ ৭ ॥

জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং শস্যের দ্বারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, (অর্থাৎ মিথ্যা-ব্যবহার দ্বারা কেহ অজর বা অমর হইতে পারে না, অতএব মিথ্যা-ব্যবহারে প্রয়োজন কি ? আপনার সত্য পালন করুন, আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন)’ ।

৭। [পিতা তাহা শুনিয়া আপন সত্যপালন জ্ঞাত নচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ কবিলেন । তিনি তথায় যাইয়া যমের অন্ত্রপস্থিতি হেতু অনভ্যর্থিত ভাবেই তিন রাত্রি বাস করিলেন । তার পর যম প্রত্যাগত হইলে যমের আশ্রয়গণ যমকে বলিলেন,—] ‘অতিথি ব্রাহ্মণ অগ্নির দ্বারা গৃহে প্রবেশ করেন । লোকে তাঁহার এই রূপে [পাদ্যদানাদি-দ্বারা] শান্তি অর্থাৎ শ্রমাপনয়ন করিয়া থাকে । অতএব হে বিবস্বৎপুত্র, পাদ্যেব জ্ঞাত জল আনয়ন কর’ ।

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং স্মৃতা-

ক্ষেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূঞ্চ সৰ্বান্ ।

এতদ বৃঙ্ক্তে পুরুষশ্চাল্লমেধসো

যশ্চানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীৰ্যদবাৎসীগৃহে মে

শ্নান্ন ব্রহ্মরতিথিন'মশ্নাঃ ।

নমস্তেতস্ত ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেতস্ত

তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ ॥ ৯ ॥

‘যস্যা গৃহে ব্রাহ্মণঃ’ ‘অনশ্নন্’ অভুজানঃ ‘বসতি’, [তস্যা] ‘অল্লমেধসঃ’ অল্লপ্রজ্ঞস্য ‘পুরুষস্য’ ‘আশাপ্রতীক্ষে’ আশাম্ ইষ্টার্থপ্রার্থনাঃ চ, প্রতীক্ষাম্ অবিজ্ঞাতপ্রাপ্তার্থঃ প্রতীক্ষণঃ চ তে, ‘সঙ্গতং’ ‘সংসংযোগজং ফলং’ ‘স্মৃতাঃ’ প্রিয়া বাক, তন্নিমিত্তফলং, ‘চ’ ‘ইষ্টাপূর্ত্তে’ ইষ্টম্ যাগজম্ পুণ্যং পূর্ত্তম্ বাপীকৃপাদিখননজং পুণ্যং চ, তে ‘সৰ্বান্ পুত্রপশূন্’ পুত্রান্ চ পশূন্ চ তান, ‘এতং’ যথোক্তং ব্রাহ্মণানভ্যর্থনং, ‘বৃঙ্ক্তে’ বর্জয়তি, বিনাশয়তি ॥ ৮ ॥

ততো যমো নচিকেতসে উবাচ,—হে ‘ব্রহ্মন্’ ‘তে’ তুভাম্ ‘নমঃ’ [অস্তু] । ‘মে’ মম [ভবদন্তগ্রহেণ] ‘স্বস্তি’ শুভম্ ‘অস্তু’ । হে ‘ব্রহ্মন্’ ‘যং’ যস্মাৎ [ত্বম্] ‘অ তিথিঃ’ [অতঃ] ‘নমস্যাঃ’ [সন্ অপি] ‘মে’ মম ‘গৃহে অনশ্নন্

৮ । ‘যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকে, সেই অল্লবৃদ্ধি মনুষ্যের আকাজক্ষা ও প্রত্যাশার বিষয়, সাধু-সহবাস ও প্রিয়-বাক্যের ফল, যাগ যজ্ঞ ও বাপী কৃপাদি সাধারণ হিতকর দ্রব্য-প্রদানজনিত পুণ্য, পুত্র ও পশুসমূহ, এ সমস্তকে, ইহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনভ্যর্থনরূপ পাপ, বিনাশ করে।

৯ । তৎপর যম নচিকেতাকে বলিলেন, ‘হে ব্রহ্মন্, তোমাকে নমস্কার,

শান্তসঙ্কল্পঃ সূমনা যথা স্মাদ্

বীতমন্ত্যার্গৌতমো মাভিমৃতো ।

ত্বংপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত

এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

তিস্রঃ রাত্রীঃ ‘অবাংসীঃ’ উষিতবানসি, ‘তস্মাৎ’ [অনশনেন উপোষিতাম্
একৈকাং রাত্রিং] ‘প্রতি ত্রীন্ বরান্’ ‘বৃণীষ’ প্রার্থয়স্ব ॥ ৯ ॥

নচিকেতা উবাচ, - [হে মৃত্যো, অহং ত্রয়াঙ্গীকৃতানাং] ‘ত্রয়াণাং
বরাণাম্ এতৎ প্রথমং বরং, ‘বৃণে’ প্রার্থয়ে, ‘যথা’ যৎ ‘গৌতমঃ’ মম পিতা
‘মা অভি’ ‘মাং প্রতি’ ‘শান্তসঙ্কল্পঃ’ বিগতোংকণ্ডঃ ‘সূমনাঃ’ প্রসন্নমনাঃ
[তথা] ‘বীতমন্ত্যঃ’ বীতরোষঃ ‘স্মাৎ’ ভবেৎ । কিঞ্চ সঃ ‘প্রতীতঃ’
‘সঃ এব অয়ম্ মম পুত্রঃ পুনরাগতঃ ইতি এবং লক্ষ্মণ্যতিঃ নন্
‘ত্বংপ্রসৃষ্টং’ ত্বয়া পরিত্যক্তং, বিনিমুক্তম্ ‘মা’ মাম্ ‘অভিবদেৎ’ সাদরঃ
সম্ভাষেত ॥ ১০ ॥

ACC No

৭৫৪৫

Di

তোমার অনুগ্রহে আমার মঙ্গল হউক । হে ব্রহ্মন্, যেহেতু তুমি
অতিথি স্মতরাং নমস্ হইয়াও আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে বাস
করিয়াছ, তজ্জন্ত এক এক রাত্রির প্রতি এক একটি করিয়া তিনটি বর
প্রার্থনা কর’ ।

১০ । নচিকেতা বলিলেন, ‘হে মৃত্যো, আমি তোমার অঙ্গীকৃত তিন
বরের মধ্যে এই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা গৌতম
আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ
হউন, এবং তোমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত অর্থাৎ বিমুক্ত হইয়া যখন আমি গৃহে
ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ
করেন’ ।•

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত

ঔদালকিরাকুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ ।

সুখং বাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্ত্য-

স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি

ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি ।

উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

যমঃ উবাচ,—তব পিতা ‘ঔদালকিঃ আকুণিঃ’ ‘পুরস্তাৎ’ পুরুষম্ ‘যথা’ [স্নেহ-সমপ্নিতঃ আসীৎ, অধুনা] ‘মৎপ্রসৃষ্টঃ’ মঘাশুজ্ঞাতঃ সন্ [তথৈব] ‘ভবিতা’ ভবিষ্যতি, [কিঞ্চ] ‘প্রতীত’ লক্ষস্মৃতিঃ [ভবিষ্যতি, সঃ] ‘ভ্রাম্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্’ [সমুৎ] ‘দদৃশিবান্’ দৃষ্টবান্, [ততঃ] ‘বীতমন্ত্যঃ’ [স্যাৎ তথাচ] ‘বাত্রীঃ সুখং’ ‘শয়িতা’ সুপ্তঃ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

নচিকেতা উবাচ,—‘স্বর্গে লোকে ন কিঞ্চন ভয়ম্ অস্তি, তত্র ত্বম্ [মৃত্যুঃ] ন [অসি, লোকঃ তত্র] জরয়া ন বিভেতি’ । ‘অশনায়াপিপাসে’ অশনায়াঃ ক্ষুধাং চ পিপাসাং চ, ‘তে উভে’ ‘তীর্ত্বা’ অতিক্রমা ‘শোকাতিগঃ’ দুঃখবর্জিতঃ [সন্ লোকঃ] ‘স্বর্গলোকে’ ‘মোদতে’ হ্রস্বাতি ॥ ১২ ॥

১১ । যম বলিলেন, ‘তোমার পিতা ঔদালকি আকুণি পৃক্ষে যেকপ স্নেহ-সমপ্নিত ছিলেন, আমার আদেশে এখনও সেইরূপই থাকিবেন, এবং তোমাকে চিনিতে পাবিবেন । তিনি তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত দেখিয়া বিগতক্রোধ হইবেন এবং বাত্রিতে সুখে নিদ্রা দাইবেন’ ।

১২ । নচিকেতা বলিলেন, ‘স্বর্গলোকে কিছুই ভয় নাই, তুমি [মৃত্যু]

স হমগ্নিং স্বর্গামধ্যোষি মৃত্যো

প্রক্রহি তং শ্রদ্ধধানায় মহাম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত

এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে ববেণ ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তচ্চ মে নিবোধ

স্বর্গামগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ ।

অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং

বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহারাম্ ॥ ১৪ ॥

হে ‘মৃত্যো’, ‘স্বর্গাম্’ স্বর্গসাপনভূতম ‘অগ্নিং সঃ হম’ ‘অধোমি’ জানাসি, ‘শ্রদ্ধধানায়’ শ্রদ্ধাবতে ‘মহাং তন্ [অগ্নিং]’ ‘প্রক্রহি’ কথয়, [যেন অগ্নি সাপনে লোকাঃ] ‘স্বর্গলোকাঃ’ স্বর্গলোকবাসিনঃ সন্তঃ ‘অমৃতত্বম্’ অমরত্বং ‘ভজন্তে’ প্রাপ্নুবন্তি, [অহং ! ‘দ্বিতীয়েন ববেণ’ ‘এতং’ অগ্নিসম্বন্ধি বিজ্ঞানং ‘বৃণে’ প্রার্থয়ে ॥ ১৩ ॥

হমঃ উবাচ,—‘হে নচিকেতঃ’ [অহং] ‘স্বর্গাম্’ অগ্নিঃ ‘প্রজানন্’ বিজ্ঞাতঃ সন্ ‘তে’ তুভ্যাম্ ‘প্রব্রবীমি’ সবিশেষঃ কথয়ামি, ‘মে’ হম ‘তৎ উ’

সেখানে নাই, এবং সেখানে লোক জরাজনিত হয় পাষ না । ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় অতিক্রম করিয়া লোক স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে’ ।

১৩ । ‘হে মৃত্যো, স্বর্গপ্রাপ্তিব সাপনরূপ অগ্নি, যে অগ্নিদ্বারা লোকে স্বর্গলোকবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ কবে, তাহা তুমি অবগত আছ ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমাকে তাহা বল । আমি দ্বিতীয় বব দ্বারা এই অগ্নিব যজ্ঞীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান প্রার্থনা করি’ ।

১৪ । হম বলিলেন, ‘হে নচিকেতঃ, আমি স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়রূপ

লোকাদিমগ্নিঃ তমুবাচ তস্মৈ ”

যা ইষ্টকা যাবতীৰ্বা যথা বা ।

স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্ত-

মথাস্তু মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

বচনম্‌ এব ‘নিবোধ’ একাগ্রগনাঃ সন্‌ বুধ্যস্ব । ‘ত্বম্‌ এতম্‌ [অগ্নিম্‌]’ ‘অনন্তলোকাগ্নিম্‌’ অনন্তধাম-প্রাপ্তিসাধনম্‌, ‘অথো’ অপি ‘প্রতিষ্ঠাম্‌’ জগতঃ আশ্রয়ম্‌, [তথাচ] ‘গুহায়াম্‌’ বিদুষাঃ ক্রিয়াজ্ঞানবতাঃ বুদ্ধৌ ‘নিহিতম্‌’ নিবিষ্টম্‌ ‘বিদ্ধি’ জানীহি’ ॥ ১৪ ॥ .

[যমঃ] ‘তস্মৈ’ নচিকেতসে ‘তম্‌’ ‘লোকাদিং’ লোকানাম্‌ আদিং— প্রথমং সৃষ্টম্‌ ‘অগ্নিম্‌ উবাচ’, ‘যাঃ’ যজ্ঞপাঃ ‘ইষ্টকাঃ’ ‘যাবতীঃ’ যৎসংখ্যাকাঃ অগ্নিচয়নায় প্রযুক্তাঃ, ‘বা’ ‘যথা’ যেন প্রকারেণ অগ্নিঃ চীয়তে, [তৎসমস্তম্‌ উবাচ ।] ‘সঃ চ অপি যথোক্তঃ তৎ’ ‘প্রত্যবদৎ’ প্রত্যাচারিতবান্‌ । ‘অথ ‘মৃত্যুঃ [তস্মৈ প্রত্যাচারণেন] তুষ্টঃ [সন্‌] পুনঃ এব আহ’ ॥ ১৫ ॥

অগ্নির স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত আছি, আমি তোমাকে তাহা সবিশেষ বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । তুমি এই অগ্নিকে অনন্ত-লোকপ্রাপ্তির সাধন, জগতের আশ্রয় এবং গুহাতে অর্থাৎ ক্রিয়াতত্ত্বজ্ঞ-দিগের বুদ্ধিতে নিহিত বলিয়া জানিও ।’

১৫ । যম তাঁহাকে সৃষ্টবস্তুর আদি অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট অগ্নির বিষয় বলিলেন ; যেরূপ ও যত সংখ্যক ইষ্টক অগ্নিচয়নার্থ আবশ্যক এবং যে প্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, তৎসমস্ত বলিলেন । তিনিও যাহা বলা হইল তাহা পুনরুক্তি করিলেন ; যম তাঁহার পুনরুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন ।

তমব্রবীং প্রীয়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ ।

তবৈব নান্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ

সৃষ্টাক্ষেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিঃ

ত্রিকর্ষকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু ।

ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যং বিদিত্বা

নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

‘মহাত্মা’ [যমঃ] ‘প্রীয়মাণঃ’ নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতাং পশুন্ প্রীতিম্ অনুভবন্, ‘তং [নচিকেতসম্] অব্রবীং—‘ইহ’ অত্র বিষয়ে ‘অগ্ন’ ‘তব’ তুভ্যাম্ ‘ভূয়ঃ’ পুনরপি ‘বরং দদামি’। ‘অয়ম্ অগ্নিঃ তব এব নান্না’ ‘ভবিতা’ প্রসিদ্ধঃ ভবিষ্যতি ; ‘ইমাম্’ ‘অনেকরূপাং’ বিচিত্রাং ‘সৃষ্টাং’ শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং,—বহুফল-প্রদায়িনীং কশ্মময়ীং গতিম্ ইতি ভাবঃ, ‘চ গৃহাণ’ ॥ ১৬ ॥

‘ত্রিভিঃ’ মাতৃপিত্রাচার্যৈঃ সহ ‘সন্ধিঃ’ মিলনম্ ‘এত্য’ প্রাপ্য, - মাত্রাদেঃ অনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ, ‘ত্রিণাচিকেতঃ’ নাচিকেতঃ

১৬। মহাত্মা যম নচিকেতার শিষ্যযোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘এই বিষয়ে অগ্ন আমি তোমাকে আর এক বর দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে লোকে পরিচিত হইবেন, আর এই বিচিত্র শব্দবিশিষ্টা রত্নমালা অর্থাৎ বহু ফলপ্রদায়িনী কশ্মময়ী গতিও গ্রহণ কর।’

১৭। যিনি মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিন ব্যক্তির সহিত মিলন-পূরক অর্থাৎ তাঁহাদের অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া তিন বার অগ্নিচয়ন করেন,

ত্রিণাচিকৈতস্বয়মেতদ্বিদিদ্বা

য এবং বিদ্বাংশ্চিহ্নতে নাচিকৈতম্ ।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য

শোকাতীগো মোদতে স্বৰ্গলোকে ॥ ১৮ ॥

অগ্নিঃ বারব্রহ্ম চিতঃ যেন, [তথা] ‘ত্রিকর্ষকৃৎ’ ইজ্যাব্যয়নদানানাং
"কর্ত্তা ‘জন্মমৃত্যু’ ‘তবতি’ অতিক্রামতি । ‘ঈডাম্’ স্বতাম্ ‘ব্রহ্মজজ্ঞম্’
ব্রহ্মণঃ জাতঃ ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চামৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সৰ্ব্বজ্ঞঃ, তম্
‘দেবম্ [অগ্নিম্] বিদিদ্বা’ [তথা] ‘নিচাবা’ দৃষ্ট্বা ‘ইমাঃ’ সবুদ্ধি-প্রভাক্ষাঃ
‘শান্তিম্’ ‘অত্যন্তম্’ অতিশয়েন ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

‘যঃ ত্রিণাচিকৈতঃ বিদ্বান্’ ‘এতৎ ব্রহ্ম’ বা ঈষ্টকা বাবতীর্ক্য যথা বা,
‘বিদিদ্বা এবং নাচিকৈতম্ অগ্নিঃ চিহ্নতে, সঃ’ ‘পুরতঃ’ শরীরপাতাৎ
পূৰ্ব্বেনৈব ‘মৃত্যুপাশান্’ অধম্মাজ্ঞানবাগদেবাদিলক্ষণান্ ‘প্রণোদ্য’
অপহায় ‘শোকাতীগঃ’ শোকাতীতঃ সন্ ‘স্বৰ্গলোকে’ ‘মোদতে’
হুয়াতি ॥ ১৮ ॥

এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিন কৰ্ম্ম করেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম
করেন, এবং পূজনীয় ব্রহ্মজজ্ঞ দেবকে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
এবং সমুদায় বস্তু জানেন সেই অগ্নিদেবকে জানিয়া এবং দর্শন করিয়া
পরম শান্তি লাভ করেন ।

১৮ । তিন বার অগ্নিচয়নকারী যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই তিন বিষয়,—
যে প্রকার ও যত সংখ্যক ঈষ্টক অগ্নিচয়নে আবশ্যক এবং যে প্রকারে
অগ্নিচয়ন করিতে হয়—জানিয়া অগ্নিচয়ন কবেন, তিনি শরীরপাতের
পূর্বেই মৃত্যুবন্ধনসমূহ অর্থাৎ অধম্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বेष প্রভৃতি ছেদনপূর্বক
শোকাতীত হইয়া স্বৰ্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন ।

এব তেহগ্নিন্‌চিকিতঃ স্বর্গেয়া

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেন ।

এতমগ্নিঃ তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-

স্তুতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ ॥ ১৯ ॥

যেয়শ্চেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে-

হস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্বয়াহং

বরাণামেষ বরস্তুতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

হে ‘নচিকেতঃ’, ‘তে’ তুমাম্ ‘এমঃ’ ‘স্বর্গ্যঃ’ স্বর্গ-সাধনভূতঃ ‘অগ্নিঃ’ অগ্নিসম্বন্ধী বরঃ [দত্তঃ] ‘যন্ [বরঃ ভঃ] দ্বিতীয়েন বরেন’ ‘অবৃণীথা’ প্রার্থিতবানসি । ‘জনাসঃ’ জনাঃ ‘এতম্ অগ্নিঃ তব এব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি,’ হে ‘নচিকেতঃ, [অথ] ‘তৃতীয়ং বরং’ ‘বৃণীষ’ প্রার্থয়স্ব ॥ ১৯ ॥

ন চিকেতা উবাচ,—‘প্রেতে’ যতে মনুষ্যো, তদ্বিমষে, ‘না ইদম্’ ‘বিচিকিৎসা’ সংশয়ঃ [অস্তি,] ‘একে অস্তি ইতি, একে চ ন অয়ম্ অস্তি ইতি’ [কথয়ন্তি,] ‘অহং ব্রহ্মা’ ‘অনুশিষ্টঃ’ শিক্ষিতঃ সন্ ‘এতং’ ‘বিদ্যাম্’ বিজানীয়াম্; ‘বরাণাম্ এমঃ তৃতীয়ং বরং’ ॥ ২০ ॥

১৯ । হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরদ্বারা যাহা চাহিয়াছিলে, এই সেই স্বর্গ-সাধনরূপ অগ্নি সম্বন্ধীয় বর তোমাকে প্রদান করিলাম । লোকে এই অগ্নিকে তোমার নামে অভিহিত করিবে । হে নচিকেতা, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ।

২০ । নচিকেতা বলিলেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে,—কেহ বলেন ‘আছে’ কেহ কেহ বলেন ‘নাই’,—আমি তোমার উপদেশে এই বিষয় জানিতে চাহি; আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর ।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা

ন হি স্তুবিজ্ঞেয়মনুরেষ ধৰ্ম্মঃ ।

অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ

মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজেনম্ ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন স্তুবিজ্ঞেয়মাথ ।

বক্তা চাস্ত্ব ত্বাদৃগন্তো ন লভ্যো

নাত্তো বরস্তল্য এতস্ত্ব কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

যমঃ উবাচ,—‘অত্র’ এতস্মিন্ বিষয়ে ‘দেবৈঃ অপি’ ‘পুরা’ পূৰ্ব্বম্ ‘বিচিকিৎসিতম্’ সংশয়িতম্, ‘হি’ যতঃ ‘এষঃ ধৰ্ম্মঃ ন’ ‘স্তুবিজ্ঞেয়ম্’, স্তুবিজ্ঞেয়ঃ । পবন্তু । ‘অণুঃ’ স্তৃজ্ঞঃ’ । হে ‘নচিকেতঃ, অন্যং বরং’ ‘বৃণীষ’ প্রার্থয়স্ব, ‘মা’ মাম্ ‘মা উপরোৎসীঃ’ উপবোধম্ মাকাষীঃ, ‘মা’ মাম্ [অনুগ্রহণ] ‘এনম্’ [বরম্,] এতদ্ব্যবগ্রহণাভিলাষমিতি যাবৎ ‘অতিসূক্ষ্ণ’ বিমুঞ্চ ॥ ২১ ॥

নচিকেতা উবাচ,—হে ‘মৃত্যো,’ ‘অত্র’ ‘কিল’ নিশ্চিতং ‘পুরা দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতম্, যৎ [তত্ত্বম্] ত্বং চ ন স্তুবিজ্ঞেয়ম্’ ‘আথ’ বদসি । ‘অস্ত্ব তত্ত্বস্ত্ব বক্তা চ’ ‘ত্বাদৃক্’ তত্ত্বতুল্যঃ ‘অন্যঃ ন লভ্যঃ’, [অতঃ] ‘ন এতস্ত্ব তুল্যঃ অন্যঃ কঃ চিৎ বরঃ [অস্তি]’ ॥ ২২ ॥

২১ । যম বলিলেন, এই বিষয়ে দেবতারাও পূৰ্বে সংশয়যুক্ত ছিলেন, “যে হেতু এই ধৰ্ম্ম স্তুবিজ্ঞেয় নহে, ইহা স্তৃজ্ঞ । হে নচিকেতা, অন্য বর প্রার্থনা কর,—আমাকে উপরোধ করিও না ; আমাকে অনুগ্রহ করত এই বর-গ্রহণের অভিলাষ ত্যাগ কর ।

২২ । নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যো, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে পূৰ্বে

শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণীষ

বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্ ।

ভূমেমহদায়তনং বৃণীষ

স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং

বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ ।

মহাভূমৌ নচিকেতস্তুমেপি

কামানাস্ত্রা•কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥

যমঃ উবাচ, ‘শতায়ুষঃ’ শতবর্ষাণি আগুংসি যেমাং তান্, ‘পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ, [তথা] বহূন্ ‘পশূন্’ গবাদীন্ ‘হস্তিহিরণ্যম্’ অনঘোঃ সমাহবঃ,— হস্তিনং হিরণ্যং চ ইত্যর্থঃ ‘অশ্বান্’ [চ], ‘ভূমেঃ’ পৃথিব্যাঃ ‘মহতং’ বৃহতং ‘আয়তনম্’ মণ্ডলং, রাজ্যং [চ বৃণীষ] ‘চ’ অপি ‘স্বয়ং যাবৎ’ ‘শবদঃ’ বর্ষাণি [জীবিতুম্] ‘ইচ্ছসি’ [তাবৎ] ‘জীব’ জীবনং ধাবয় ॥ ২৩ ॥

‘যদি [কঞ্চিদপি অন্তঃ] বরম্’ ‘এতত্তুল্যম্’ এতেন সমানং ‘মন্যসে,’ [যথা—] ‘বিত্তং’ হিরণ্যাদিকং ‘চ’ অপি ‘চিরজীবিকাং’ ‘চিরজীবনোপায়ম্’ দেবতারাও সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, ভূমিও বলিতেছে—‘ইহা স্তবিজ্ঞেয় নহে,’ এই বিষয়ে তোমার তুল্য অন্ত বক্তাও পাওয়া যাইবে না । অতএব ইহার তুল্য অন্ত কোন বর নাই ।

২৩ । যম বলিলেন, শত বর্ষায়ু পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর, বহু পশু, হস্তী, স্বর্গ, অশ্ব এবং পৃথিবীর বৃহৎ অংশ অর্থাৎ রাজ্য প্রার্থনা কর, এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ কর ।

২৪ । যদি অন্ত কোন বর ইহার তুল্য মনে কর, যথা—বিত্ত

যে যে কামা ছল'ভা ম'র্ত্যালোকে

সৰ্বান্ কামাংছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা

ন হীদৃশা লন্তনীয়া মনুষ্যৈঃ ।

আভিম'প্রভাভিঃ পরিচারয়স্ব

নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৪ ॥

[তদা তম্] 'ব্রূণীষ' । হে 'নচিকেতঃ,' 'মহাভূমো' মহত্যাং ভূমো 'তম্'
[রাজা] 'এনি' ভব, [অহং যমঃ] 'হা' হাং 'কামানাং' কাম্যবস্তৃনাং
'কামভাজং' কামভাগিনং 'করোমি' করিষ্যামি ॥ ২৪ ॥

'যে যে' 'কামাঃ' কাম্যপদার্থাঃ 'মর্ত্যালোকে' ছল'ভাঃ, [তান্] সৰ্বান্
কামান্ 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতঃ 'প্রার্থয়স্ব' । 'ইমাঃ' 'সরথাঃ' 'রথৈঃ সহ বর্তন্তে
ইতি, 'সতূর্যাঃ' তূর্যৈঃ বাদিত্রৈঃ সহ বর্তন্তে ইতি, 'রামাঃ' রমণাঃ,
'ঈদৃশাঃ' ঈদৃশাঃ 'ন হি মনুষ্যৈঃ' 'লন্তনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ । 'মংপ্রভাভিঃ'
ময়া দত্তাভিঃ 'আভিঃ' [সরথ-সতূর্য-রামাভিঃ আত্মানম্] 'পরিচারয়স্ব'
আত্ম-শুশ্রূষাং কারয়, হে 'নচিকেতঃ,' 'মরণম্' মরণবিষয়কং প্রশ্নম্ 'মা
অনুপ্রাক্ষী,' ন পৃচ্ছ ॥ ২৫ ॥

এবং চিরজীবিকা, তাহা প্রার্থনা কর । হে নচিকেতা, তুমি প্রশস্ত
ভূ'মখণ্ডের উপর রাজা হও, আমি তোমাকে সমুদায় কামনার কামভাগী
করিব ।

২৫। মর্ত্যালোকে যে যে কাম্যবস্তৃ ছল'ভ, সেই সমুদায় ইচ্ছানুসারে
প্রার্থনা কর । এই সকল রথযুক্তা ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীগণ—একুপ
রমণীসমূহ মনুষ্যেরা পায় না । আমার প্রদত্ত এই সকল পরিচাবিণী-
কর্তৃক পরিচারিত হও ; হে নচিকেতা, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না ।

শোভাবা মর্ত্যস্ত যদন্তু কৈতং

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জ্বরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বজীবিতমল্লমেব

তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ১৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্য চেত্বা ।

জীবিস্যামো যাবদৌশিষ্ঠ্যসি হং

বরস্তু মে.বরণীয়ঃ স এব ॥ ১৭ ॥

নচিকেতা উবাচ,—হে ‘অন্তক’ যম, [অদুঃখাঃ ভোগাঃ] ‘শোভাবাঃ’
স্বঃ কল্যা স্বাস্যন্তি ন স্বাস্যন্তি বা ইতি সন্দিহমানাঃ এব ভাবাঃ যেমাং
তে ; [কিঞ্চ] ‘মর্ত্যাসা’ মরণশীলস্য মনুষ্যাদেঃ ‘সর্বেন্দ্রিয়াণাং যং তেজঃ
এতং’ ‘জ্বরয়ন্তি’ অপক্ষয়ন্তি । ‘অপি সর্বং’ জীবসমষ্টিরূপি-অপরব্রক্ষণঃ
অপি ‘জীবিতং’ জীবনম্ ‘অল্লম্ এব’, [অতঃ তব] ‘বাহাঃ’ অশ্বাঃ
‘নৃত্যগীতে’ নৃত্যং চ গীতং চ তে, ‘তব এব’ [তিষ্ঠদ্ধ] ॥ ১৬ ॥

‘মনুষ্যাঃ বিত্তেন ন’ ‘তর্পণীযাঃ’ ত্রোষণীয়ঃ । বয়ং । ‘চেৎ’ বদা ‘ত্বা’ ত্বাম্
‘অদ্রাক্ষ্য’ দৃষ্টবন্তঃ স্ম, [তদা] ‘বিতং’ । নৃনং । ‘লপ্যামহে’ প্রাপ্যামহে ।

২৬। নচিকেতা বলিলেন, হে যম, তোমার বর্ণিত ভোগসকল কল্যা
থাকিবে কি থাকিবে না একরূপ সন্দিহমান, এবং মনুষ্যাণ্ডির সর্কেন্দ্রিয়ের
যে তেজ, তাহাকে ক্ষয় করে । সমগ্র (অথাৎ জীবন-সমষ্টিরূপী অপর
ব্রক্ষের) জীবনও অল্লক্ষণ স্থায়ী, অতএব তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত
তোমারই থাকুক ।

২৭। মনুষ্যা বিত্তে পরিতপ্ত হইতে পারে না, আমরা যখন

অজীৰ্য্যতামমৃতানামুপেত্য

জীৰ্য্যান্ মৰ্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন্ বৰ্ণরতিপ্রমোদা-

নতিদীৰ্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

[তথৈব] ‘যাবৎ হম্’ ‘ঈশিয়ানি’ ‘ঈশিয়াসে’ প্রভুঃ সাঃ [তাবৎ বয়ং]
‘জীবিয়ামঃ’ ‘তু’ কিন্তু ‘সঃ’ পূৰ্ব্বোক্তঃ ‘বরঃ এব’ ‘মে’ মন ‘বরণীয়ঃ’
প্রার্থনীয়ঃ ॥ ২৭ ॥

‘কধঃস্থঃ’ কু-অধঃ-স্থঃ— স্বর্গাদিলোকাপেক্ষয়া। নিম্নতরায়াম্ পৃথিব্যাং
স্থিতঃ ‘জীৰ্য্যান্’ ‘জরাধীনঃ’ ‘কঃ মৰ্ত্যঃ’ ‘অজীৰ্য্যতাম্’ ‘অজরাণাম্’
‘অমৃতানাম্’ অমবাণাং [সকাশম্] ‘উপেত্য’ উপগম্য [আত্মনঃ উৎকৃষ্ট-
তরম প্রয়োজনান্তরম্ প্রাপ্তবাম্ অস্তি, তেভ্যঃ ইতি] ‘প্রজানন্’ ‘বর্ণরতি-
প্রমোদান্’ রূপাৎ চ প্রণয়াৎ চ প্রসূতান্ সূতান্ ‘অভিধ্যায়ন্’ তেষাম্
অনবস্থিততাং চিন্তয়ন্ ‘অতিদীৰ্ঘে’ ‘জীবিতে’ জীবনে ‘রমেত’ আনন্দম্
অনুভবেৎ ? ২৮ ॥

তোমাকে দেখিযাছি, তখন বিত্ত অবশ্যই পাইব, এবং তুমি যত দিন প্রভু
থাকিবে তত দিন জীবিত থাকিব ; কিন্তু সেই অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বরই
আমার প্রার্থনীয় ।

২৮ । স্বর্গাদি লোকাপেক্ষা নিম্নতর পৃথিবীতে অবস্থিত, জরাধীন,
এবং মরণশীল কোন্ ব্যক্তি অজর অমরদিগের নিকটে গমনপূর্বক,
‘আত্মার উৎকৃষ্টতর প্রয়োজন ও প্রাপ্তব্য বস্তু আছে’ ইহা [তাঁহাদের
নিকট] অবগত হইয়া, এবং রূপ ও প্রণয়জাত সূতের অস্থিরতা চিন্তা
করিয়া, অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দানুভব করিতে পারে ?

যস্মিন্দিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো।

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্রহি নস্তৎ ।

যোহয়ং বরো গৃঢ়মনু প্রবিষ্টে।

নাশ্রুতস্মান্‌নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

হে ‘মৃত্যো’ ‘যস্মিন্’ [পরলোক-বিষয়ে লোকাঃ] ‘ইদম্’ বিচিকিৎসনম্
‘বিচিকিৎসন্তি’ সংশয়ং কুরুন্তি, [তস্মিন্] ‘মহতি’ ‘সাম্পরায়ে’ পরলোকে
নং [অন্তি], ‘তৎ’ ‘নঃ’ অস্মভ্যাম্ ‘ক্রহি’ । যঃ অয়ম্ বরঃ ‘গৃঢ়ং’ দুর্বিজ্ঞেয়ং
পরলোকভাবম্ ‘অনুপ্রবিষ্টঃ’ [স্যাৎ] বদ্ববলাভেন পরলোকভাবঃ স্পষ্টং
প্রকাশিতঃ ভবেৎ, ইত্যর্থঃ ‘তস্মাৎ অন্তঃ [বরং] নচিকেতা ন’ ‘বৃণীতে’
প্রার্থয়তে ॥ ২৯ ॥

২৯ । যে পরলোক বিষয়ে লোক এই সংশয় করিয়া থাকে, সেই
মহান্ পরলোকে যাহা আছে, তদ্বিষয় আমাদেরকে বল । এই যে বর,
যাহা দুর্বিজ্ঞেয় পরলোক ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ যে
বদ্ববলাভে পরলোক ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে
পৃথক্ বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না ।

ইতি প্রথমা বল্লী সমাপ্তা ।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রয়োহনুত্বৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ম সাধু

ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো ব্রণীতে ॥ ১ ॥

প্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীতা বিবিনক্তি ধীরঃ ।

যমঃ উবাচ—‘শ্রেয়ঃ’ মঙ্গলম্ [প্রেয়সঃ] ‘অনুত্ব’ পৃথক্ ‘উত’ তথা ‘প্রেয়ঃ’ স্তম্ভকরম্ [শ্রেয়সঃ] ‘অনুত্ব এব’, ‘তে উভে’ ‘নানার্থে’ বিভিন্নে প্রয়োজনে সতি ‘পুরুষঃ’ মনুষ্যঃ ‘সিনীতঃ’ বস্ত্রীতঃ । ‘তয়োঃ’ ‘শ্রেয়ঃ আদদানস্ম’ শ্রেয়ঃ-গ্রহিতুঃ ‘সাধু’ শিবম্ ‘ভবতি, যঃ উ প্রেয়ঃ’ ‘ব্রণীতে’ গৃহ্ণাতি, [সঃ] ‘অর্থঃ’ পরমার্থঃ ‘হীয়তে’ বিচ্যুতঃ ভবতি ॥ ১ ॥

‘শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ মনুষ্যম্’ ‘এতঃ’ আ-ইতঃ প্রাপ্ত , ‘ধীরঃ’ জ্ঞানী ‘এতৌ’ ‘সম্পরীতা’ সম্যক্ মনসা আলোচ্য, ‘বিবিনক্তি’ পৃথক্‌তয়া

১। শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ স্তম্ভকর পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে জীবকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহাব মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

২। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ১ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-

নভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

নৈতাং সৃক্ষাং বিত্তময়ীমবাপ্তো

যশ্চাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

জানাতি । ‘ধীরঃ প্রেয়সঃ’ [উত্তমঃ মন্তা] ‘শ্রেয়ঃ’ ‘হি’ এব ‘অভিবৃণীতে’
গৃহ্ণাতি, ‘মন্দঃ’ অল্পবুদ্ধিঃ ‘যোগক্ষেমাৎ’ অপ্রাপ্তবস্ত-প্রাপ্তেঃ তথা প্রাপ্তবস্ত
রক্ষণশ্চ অভিনাষাৎ ‘প্রেয়ঃ বৃণীতে’ ॥ ২ ॥

হে ‘নচিকেতা, সঃ ত্বম্’ ‘প্রিয়ান্’ রম্যান্, পুত্রাদীন্ ‘প্রিয়রূপান্’
আপাতরমণীয়ান্ অপরঃ প্রভৃতি রক্ষণান্ ‘চ কামান্’ ‘অভিধ্যায়ন্’ তেনাম্
অনিত্যত্বম্ অসাবিত্তাদিকং চ দোষান্ চিন্তয়ন্ [তান্] ‘অত্যশ্রাক্ষীঃ’
পরিত্যক্তবান্ অসি, [তথা] ‘ন এতাম্ বিত্তময়ীঃ’ ‘সৃক্ষাং’ সৃতিম্, পণ্ডানম্
‘অবাপ্তো’ গৃহীতবান্ অসি, ‘যশ্চাম্’ [সৃতো] ‘বহবঃ মনুষ্যাঃ’ ‘মজ্জন্তি’
নিমগ্নাঃ ভবন্তি ॥ ৩ ॥

বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানেন । তিনি
প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি
যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিনাষে
প্রেয়কে গ্রহণ কবে ।

৩ । হে নচিকেতা, তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তুসমূহেব
অনিত্যত্ব ও অসাবিত্তাদি দোষ চিন্তা করিয়া তৎসমস্তকে পরিত্যাগ
করিয়াছ, এবং এই বিত্তময় পথ, যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হইতেছে,
তাহা অবলম্বন কর নাই ।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী

অবিজ্ঞা যা চ বিজ্ঞেতি জ্ঞাতা ।

বিজ্ঞাভীষ্মিনং নচিকেতসং মন্ত্বে

ন হা কামা বহবো লোলুপন্তঃ ॥ ৪ ॥

অবিজ্ঞায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতস্মৃত্যমানাঃ ।

দন্দ্রমামাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাহন্ধাঃ ॥ ৫ ॥

অবিজ্ঞা যা চ বিজ্ঞা ইতি জ্ঞাতা, এতে 'দূরম্' দূবেণ, মহতান্তবেণ, 'বিপরীতে' 'বিষূচী' বিষূচৌ.—নানাগতী, ভিন্নফলে; [অহং] 'নচিকেতসম্' 'বিজ্ঞাভীষ্মিনং' বিজ্ঞাখিনম্ 'মন্ত্বে', [বতঃ] 'হা' 'হাম্' 'বহবঃ কামাঃ ন' 'লোলুপন্তঃ' প্রলুক্ণ কৃতবন্তঃ ॥ ৪ ॥

'অবিজ্ঞায়াম্' 'অন্তবে' মধ্যে 'বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্' 'মন্ত্যমানাঃ', মননশীলাঃ 'মূঢ়াঃ' 'দন্দ্রমামাণাঃ' অত্যাধঃ কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তঃ 'পরিয়ন্তি' পবিগচ্ছন্তি, 'যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ' [পবিগচ্ছন্তি] ॥ ৫ ॥

৪। অবিজ্ঞা আর বিজ্ঞা বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধা ইহারা পরস্পর অতি বিপরীত এবং ভিন্ন-গতি অর্থাৎ ভিন্ন-ফলপ্রদা; আমি নচিকেতাকে বিজ্ঞাব প্রার্থী বলিয়া মনে করি, যে হেতু তোমাকে অনেক কাম্য বস্তুও প্রলুক্ক করিতে পারে নাই ।

৫। যাহাবা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে কবে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তির দন্দ্রমামোণ অর্থাৎ

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
 প্রমাণন্তং বিভ্রমোহেন মূঢ়ম্ ।
 অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
 পুনঃ পুনর্ব্বশমাপত্যতে মে ॥ ৬ ॥
 শ্রবণায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যঃ
 শৃণ্বন্তোহপি বহবো যন্ন বিদ্যাঃ ।
 আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ম লব্ধা-
 শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টাঃ ॥ ৭ ॥

‘প্রমাণন্তম্’ প্রমাদম্ অনবধানতাঃ কৃষ্ণন্তং, চিন্তাবিহীনম্, ‘বিভ্রমোহেন’ বিভ্রনিমিত্তেন অবিবেকেন ‘মূঢ়ম্’ তমসচ্ছন্নম্, ‘বালম্’ অবিবেকিনম্ প্রতি ‘সাম্পরায়ঃ’ পারলৌকিকঃ বিষয়ঃ ‘ন ভাতি’ ন প্রকাশতে । [সঃ অবিবেকৌ] ‘অয়ম্ [এব] লোকঃ’ [অস্তি, ! ‘পরঃ’ [লোকঃ] ‘নাস্তি ইতি’ ‘মানী’ মননশীলঃ সন্ ‘পুনঃ পুনঃ’ ‘মে’ মম, মৃত্যোঃ ‘বশম্’ ‘আপত্যতে’ আগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

‘যঃ [আত্মা]’ ‘শ্রবণায়’ শ্রবণার্থম্ ‘অপি বহুভিঃ ন লভ্যঃ’ যস্য আত্মনঃ প্রসঙ্গস্য শ্রবণোপায়ঃ অপি বহুনাম্ মনুষ্যাণাং নাস্তি ইত্যর্থঃ ‘যঃ শৃণ্বন্তঃ’ অতিশয় কুটিলভাবে নানা পথে চালিত হইয়া অন্ধকর্ত্তক নীয়মান অন্ধদিগের গ্রাম পরিভ্রমণ করে ।

৬। চিন্তাহীন এবং ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না, কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আগার অর্থাৎ মৃত্যুব অধীন-হয় ।

৭। ,অনেকে যাহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত 'এষ

সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।

অনন্তাপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-

গীযান্ হতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

অপি বহুধঃ ন বিদ্যাঃ, 'অশ্র [আশ্রনঃ] বক্তা' 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্বুতবৎ, দুর্লভঃ, 'কুশলঃ' নিপুণঃ [এব] 'অশ্র [আশ্রনঃ] লব্ধা' [ভবতি] । 'কশাণেন' নিপুণেন আচাৰ্য্যেণ 'অন্তশিষ্টঃ' উপদিষ্টঃ 'জ্ঞাতা' 'আশ্চর্য্যঃ' দুর্লভঃ ॥ ৭ ॥

'এষঃ [আশ্রা]' 'অববেণ' হীনেন 'নরেণ' 'প্রোক্তঃ' উপদিষ্টঃ 'ন সুবিজ্ঞেয়ঃ' [ভবতি ; যস্মাৎ এষঃ অনেকৈকঃ] 'বহুধা' অস্তি নাস্তি, কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা, শুদ্ধঃ অশুদ্ধঃ ইত্যাদি অনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' [ভবতি] । 'অনন্তাপ্রোক্তে' অন্তেন, হীনাচাৰ্য্যভিন্নেন, শ্রেষ্ঠাচাৰ্য্যেণ, অকথিতে সতি 'অত্র' আশ্রবিষয়ে 'গতিঃ' অবগতিঃ 'নাস্তি', 'হি' যস্মাৎ [সঃ] 'অণুপ্রমাণাৎ' অণুপরিমাণাৎ [অপি] 'অগীযান্' সূক্ষ্মঃ, [অপি] 'অতর্ক্যম্' 'অতর্ক্যঃ' তর্কেণ অপ্রাপ্যঃ ॥ ৮ ॥

যাহাব বিষয়ে উপদেশ-লাভও শুদুর্লভ, যাহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে জানিতে পারে না, তাহাব বক্তা দুর্লভ । নিপুণ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পাবেন । নিপুণ আচাৰ্য্য কতক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ ।

৮ । ইনি অর্থাৎ আশ্রা হীন মন্ত্ৰদ্বারা উপদিষ্ট হইলে সুবিজ্ঞেয় হন না, যে হেতু অনেকে তাহাকে অনেক প্রকারে ভাবে । হীনাচাৰ্য্য হইতে অন্তদ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচাৰ্য্য দ্বারা উক্ত না হইলে এই বিষয়ে অর্থাৎ আশ্রবিষয়ে গতি নাই অর্থাৎ আশ্রাকে জানা যায় না ; যে হেতু ইনি অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য ।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া

প্রোক্তান্নেনৈব সূক্ষ্মানায় প্রেষ্ঠ ।

যাস্ত্বনাপঃ সত্যধৃতির্কৃতাসি

স্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্চিকিতঃ প্রেষ্ঠা ॥ ৯ ॥

জানামাহং শেবধিরিত্যনিত্যং

ন হৃদ্বৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ

ততো ময়া নাচিকিতশ্চিতোহগ্নি-

রনিতৈর্দ্রবৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥

‘মাম্’ [আত্মনি মতিম্ । ‘অম্ আপঃ,’ [প্রাপ্তবান্ অসি] ‘এয়া’ ‘মতিঃ’
বুদ্ধিঃ ‘তর্কেণ ন’ ‘আপনেয়া’ প্রাপণীয়া, হে ‘প্রেষ্ঠ’ প্রিয়তম, [এয়া]
‘অন্যেন’ অভিজ্ঞেন আচাৰ্য্যেণ ‘প্রোক্তা’ [সতী] ‘সূক্ষ্মানায়’ সূবোধায়
[ভবতি] সূবিজ্ঞেয়া ভবতি ইত্যর্থঃ ; [অম্] ‘বত’ নূনম্ ‘সত্যধৃতিঃ’
স্থিরসঙ্কল্পঃ ‘অসি’ ; হে ‘নচিকিতঃ,’ ‘নঃ’ অস্মাকম্ ‘স্বাদৃঙ্’ স্বং-তুল্যঃ
‘প্রেষ্ঠা’ প্রশংসকর্তা, জিজ্ঞাসুঃ ‘ভূয়াং,’ [সদা ইতি ভাবঃ] ॥ ৯ ॥

‘অহং জানামি’ ‘শেবধিঃ’ নিধিঃ, পঞ্চাদি ধনম্ ‘ইতি’ অসৌ ‘অনিত্যম্’ ।
‘হি’ যস্মাৎ ‘অধ্রুবৈঃ’ অ‘নিত্যৈঃ’ ‘তৎ ধ্রুবম্’ পরমাত্মা ‘ন প্রাপ্যতে’ ।

৯। তুমি যে আত্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্য
নহে ; হে প্রিয়তম, অগ্ৰকৃত্বক অর্থাৎ অভিজ্ঞ আচাৰ্য্যকৃত্বক উক্ত হইলে
তাহা সূবিজ্ঞেয় হয় ; তুমি নিশ্চয়ই স্থির-সঙ্কল্প ব্যক্তি ; হে নচিকিত,
আমরা যেন সর্বদাই তোমার মত জিজ্ঞাসু পাই ।

১০। আমি জানি পঞ্চাদি ধন অনিত্য ; যেহেতু অধ্রুব বস্তুদ্বারা সেই
ধ্রুব বস্তুকে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না । সেই জগুই আমি

কামশ্চাপ্তিজগতঃ প্রতিষ্ঠাং

ক্রেতোরানন্ত্যমভয়শ্চ পারম্ ।

স্তোমশ্চহুরুগায়শ্চপ্রতিষ্ঠাং

দৃষ্ট্বা ধৃত্য ধীরো নচিকেতোহত্যাশ্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥

তন্দুদর্শঙ্গুটমনুপ্রবিষ্টঃ

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্ ।

‘ততঃ’ তস্মাৎ [এব] ‘ময়া’ ‘অনিতৈঃ’ দ্রব্যৈঃ’ পশ্বাদিভিঃ ‘নাচিকেতঃ
অগ্নিঃ চিতঃ’ [তেন] ‘নিত্যম্’ আপেক্ষিকং নিত্যং [যাগ্যপদম্] ‘প্রাপ্তবান্
অস্মি’ ॥ ১০ ॥

হে ‘নচিকেতঃ,’ ‘কামশ্চ’ ‘আপ্তিঃ’ সমাপ্তিঃ, ‘জগতঃ’ ‘প্রতিষ্ঠাম্’ আশ্রয়ঃ
‘ক্রেতঃ’ যজ্ঞশ্চ ‘আনন্ত্যম্’ অনন্তকলং হিরণ্যগর্ভপদম্, ‘অভয়শ্চ’ ‘পারম্’
পরং নির্ভাং ‘স্তোমঃ’ স্তুতাম্ প্রশংসনীয়ম্ ‘মহং’ ‘উরুগায়ম্’ বিস্তীর্ণাং
‘গতিম্,’ ‘প্রতিষ্ঠাম্’ আশ্রয়নঃ উত্তমাং স্থিতিং দৃষ্ট্বা [অপি হুম্! ‘ধীরঃ’
দীমান্ সন্ ‘ধৃত্য’ ধৈর্যেণ [সকলম্ এতং কস্মাকাণ্ডেন অঙ্গীকৃতং স্তথজাতম্]
‘অত্যাশ্রাক্ষীঃ’ অতিমৃষ্টবান্ অসি ॥ ১১ ॥

অনিত্য দ্রব্য পশ্বাদিদ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া নিত্য
অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে নিত্য যমজ লাভ করিয়াছি ।

১১ । হে নচিকেত, কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত
কল হিরণ্যগর্ভপদ, অভয়ের পার অর্থাৎ অভয়প্রদ স্থান, প্রশংসনীয় মহং
বিস্তীর্ণ গতি অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান এবং আগ্নার বিশ্রামস্থল, এই সমস্ত
দেখিয়াও তুমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া ধৈর্যের সহিত এই সকল (কস্মাকাণ্ডে
অঙ্গীকৃত) স্তথ পরিত্যাগ করিয়াছ ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ

প্রবৃহা ধর্ম্যামণুমেতমাপ্য ।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা

বিবৃতং সন্ন নচিকেতসম্মত্তে ॥ ১৩ ॥

‘তং’ ‘দুর্দর্শং’ দুঃখেন দর্শনম্ অস্যা ইতি, ‘গৃঢ়ং’ গহনম্ ‘অনুপ্রবিষ্টম্’ প্রচ্ছন্নম্, প্রতিবিষয়াস্তরে প্রবিষ্টম্ ইতি বা, ‘গুহাহিতম্’ গুহায়াং হৃদয়ে আহিতং স্থিতং ‘গহ্বরেষ্ঠং’ গহ্বরে দুর্গমস্থানে, ইন্দ্রিয়াতীতস্থানে তিষ্ঠতি ইতি ‘পুরাণং দেবম্’ ‘অধ্যাত্মযোগাধিগমেন’ অধ্যাত্ম-যোগ-ঘটিত-জ্ঞানেন ‘মহা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ হর্ষশোকৌ’ ‘জহাতি’ অতিক্রামতি ॥ ১২ ॥

‘মর্ত্যঃ’ ‘এতং’ পরমাত্মানং ‘শ্রদ্ধা’ ‘সম্পরিগৃহ্য’ সম্যক্ অবধারণ্য, [তথা] ‘ধর্ম্যং’ গুণবিশিষ্টং, ধর্ম্যং অনপেতম্ বা, [আত্মানং] ‘প্রবৃহা’ শরীরাদেঃ পৃথক্ কৃৎস্না [এবং চ] ‘এতম্’ ‘অণুম্’ সূক্ষ্মবস্ত্ত ‘আপ্য’ প্রাপ্য [সঃ] ‘মোদনীয়ং’ হর্ষণীয়ম্ [পরমাত্মানম্] ‘লব্ধ্বা’ ‘মোদতে’ আনন্দং লভতে । ‘নচিকেতসম্’ [প্রতি অহং] ‘সন্ন’ ব্রহ্ম-ভবনম্ ‘বিবৃতম্’ অপাবৃত-দ্বারম্ ‘মত্তে’ ॥ ১৩ ॥

১২ । সেই দুর্দর্শ অর্থাৎ ষাঁহাকে সহজে দেখা যায় না, গৃঢ়, প্রতিবিষয়াস্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম জ্ঞানমাত্রগ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগঘটিত জ্ঞানদ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হন ।

১৩ । মূর্ত্তব্য ইহার অর্থাৎ পরমাত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্যক্ রূপে অবধারণ করিয়া, গুণবিশিষ্ট বা পবিত্র বস্ত্ত আত্মাকে শরীরাদি-

অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাত্ ॥

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাত্চ যত্ত্বং পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥

সৰ্বে বেদা যৎপদমামনন্তি

তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যধরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রাহেণ ব্রবীম্যামিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

নচিকেতা উবাচ,—‘ধৰ্ম্মাৎ’ ‘অন্যত্র’ পৃথক্-ভূতম্, ‘অধৰ্ম্মাৎ অন্যত্র
অস্মাৎ’ ‘কৃতাকৃতাত্’ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধাৎ জগতঃ ‘অন্যত্র’ [তথা] ‘ভূতাত্’
অতিক্রান্তাত্ ‘ভব্যাত্’ ভবিষ্যতঃ ‘চ অন্যত্র যৎ পশ্যসি তৎ বদ’ ॥ ১৪ ॥

যমঃ উবাচ,—‘সৰ্বে বেদাঃ যৎ’ ‘পদম্’ পদনীয়ম্ পূজনীয়ম্ ‘আমনন্তি’
কীৰ্ত্তয়ন্তি, ‘সৰ্ব্বাণি তপাংসি চ যৎ বদন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ’ [ব্রহ্মজ্ঞানার্থিনঃ]
ব্রহ্মচর্য্যং ‘চরন্তি’ অনুষ্ঠীয়ন্তে, ‘তৎ পদম্’ [অহং] ‘সংগ্রাহেণ’ সংক্ষেপতঃ
‘ব্রবীমি ওম্ ইতি এতৎ’ ॥ ১৫ ॥

হইতে পৃথক্ করিয়া এবং এই রূপে এই সূক্ষ্ম বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দ-
কর পরমাত্মাকে লাভ করতঃ আনন্দিত হন । আমার বোধ হয় ব্রহ্ম-
ভবন নচিকেতার প্রতি মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে ।

১৪ । নচিকেতা বলিলেন, ধৰ্ম্ম হইতে পৃথক্, অধৰ্ম্ম হইতে পৃথক্,
এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ জগৎ হইতে পৃথক্ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ
হইতে পৃথক্, এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল ।

১৫ । যম বলিলেন, সমুদায় বেদ যে পূজনীয়কে কীৰ্ত্তন করে, সমুদায়
তপশ্চা যাহাকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্ত্যর্থ অনুষ্ঠিত, যাহাকে
লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্থীরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন,
তাহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ও ।

এতদ্ব্যবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্ ।

এতদ্ব্যবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তং ॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং

কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

‘এতং অক্ষরং হি এব ব্রহ্ম, এতং অক্ষরম্ এব পরম্, এতং অক্ষরম্ এব জ্ঞাত্বা যঃ যং ইচ্ছতি তস্য তং [ভবতি]’ ॥ ১৬ ॥

‘এতং’ ‘আলম্বনম্’ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ অবলম্বনম্ ‘শ্রেষ্ঠম্’; ‘এতং আলম্বনম্’ ‘পরম্’ উচ্চতমম্, ‘এতং আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা [সাধকঃ] ব্রহ্মলোকে মহীয়তে’ ॥ ১৭ ॥

‘বিপশ্চিৎ’ মেধাবী, জ্ঞানবান্ আত্মা ‘ন জায়তে’ ন উৎপত্তিতে ‘ম্রিয়তে বা’; ‘অয়ং’ ‘কুতশ্চিৎ’ কারণান্তরাৎ ‘ন বভূব’; [অস্মাৎ চ আত্মনঃ] ‘কঃ চিৎ’ [অপর-পদার্থঃ] ‘ন বভূব’। ‘অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ’ ‘শাস্বতঃ’ অপক্ষয়বিবর্জিতঃ [তথা] ‘পুরাণঃ’। ‘শরীরে হন্যমানে’ [সতি অপি অয়ং] ‘ন হন্যতে’ ॥ ১৮ ॥

১৬। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পবব্রহ্ম, এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহা হয়।

১৭। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্ত এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ। এই অবলম্বন উচ্চতম; এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

১৮। জ্ঞানবান্ আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; ইনি কোন বস্তু

হস্তা চেন্মগ্নতে হস্তং হতশ্চেন্মগ্নতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হগ্নতে ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-

নাআশ্র জন্তোৰ্নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

‘হস্তা’ ‘চেন্’ যদি ‘হস্তম্’ এতং হনিষ্যামি ইতি ‘মগ্নতে,’ হতঃ চেন্
[আত্মানম্] ‘হতম্ মগ্নতে’ [তদা] ‘তৌ উভৌ’ [আত্মলক্ষণং] ‘ন
বিজানীতঃ,’ [যতঃ] ‘অয়ম্ [আত্মা] ন হস্তি, ন হগ্নতে’ [চ] ॥ ১৯ ॥

অণোঃ’ সূক্ষ্মাং ‘অণীযান্’ সূক্ষ্মতরঃ, ‘মহতঃ’ ‘মহীযান্’ মহত্তরঃ ‘আত্মা
অশ্র’ ‘জন্তোঃ’ প্রাণিজাতশ্র ‘গুহায়াং’ হৃদি ‘নিহিতঃ’। ‘অক্রতুঃ’
অকামঃ, ‘বীতশোকঃ’ বিগতশোকঃ ‘ধাতুপ্রসাদাং’ মন-আদি-শরীরধার-
কাণাম্ ইন্দ্রিয়গণাম্ প্রসন্নাবস্থা-হেতোঃ ‘তম্ [আত্মানম্] আত্মনঃ
মহিমানম্ [চ] পশ্যতি’ ॥ ২০ ॥

হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইঁহা হইতেও অগ্নি কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই।
ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত (অপক্ষয়-বজ্জিত) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট
হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

১৯। হস্তা যদি মনে করে আমি ইহাকে হনন করিব, হত ব্যক্তি
যদি আত্মাকে হত মনে করে, তবে উভয়ই আত্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ,
যেহেতু ইনি অর্থাৎ আত্মা হননও করেন না, হতও হন না।

২০। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রাণিসমূহের
হৃদয়ে অবস্থিত। অকাম ও বিগতশোক ব্যক্তি শরীরধারক মন-আদি
ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থা হইলে সেই আত্মাকে এবং আত্মার মহিমা দর্শন
করেন।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ ।

কস্তমদামদন্দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥

অশরীরং শরীরেষু অবস্থিতম্ ।

মহান্তং বিভূমান্নানং মদ্রা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ ॥

নাযমান্না প্রবচনেন লভ্যে

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তৃষ্টৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ২৩ ॥

[আত্মা] ‘আসীনঃ’ অবস্থিতঃ, স্থিরঃ [অপি সন্] ‘দূরম্’ ‘ব্রজতি’ গচ্ছতি, ‘শয়ানঃ’ অচলঃ [অপি সন্] ‘সর্বতঃ যাতি’ । ‘তম্’ ‘মদামদম্’ হৃদাহর্ষম্, আপাত-বিরুদ্ধধর্মবস্তম্ ‘দেবম্’ ‘মং’ মত্ৰঃ [অন্তঃ] ‘কঃ জ্ঞাতুম্’ ‘অর্হতি’ সমর্থঃ ভবতি ॥ ২১ ॥

‘অনবস্থেষু’ অনিত্যেষু ‘শরীরেষু’ অবস্থিতম্, [বস্তুতঃ] ‘অশরীরম্’ মহান্তম্, ‘বিভূম্’ সর্বব্যাপিনম্ ‘আত্মানম্’ ‘মদ্রা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ ন শোচতি’ শোকযুক্তঃ ন ভবতিঃ ॥ ২২ ॥

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘প্রবচনেন’ বেদাধ্যাপনেন ‘ন লভ্যঃ,’ ‘মেধয়া’ গ্রন্থার্থ-ধারণশক্ত্যা, ‘বহুনা’ ‘শ্রুতেন’ শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ] ‘ন লভ্যঃ,’ । ‘যম্’

২১ । আত্মা আসীন অর্থাৎ স্থির হইয়াও দূরে যান, শয়ান অর্থাৎ অচল হইয়াও সর্বত্র যান । সেই হৃদাহর্ষ অর্থাৎ আপাতবিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত দেবতাকে আমি ব্যতীত অন্য কে জানিতে পারে ?

২২ । অনিত্য শরীরে অবস্থিত, বস্তুতঃ অশরীরী, মহৎ এবং সর্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোকাতীত হন ।

২৩ । এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্ ।

মৃত্যুর্যশ্চোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

সাধকম্ 'এষঃ' পরমাত্মা [আত্মদর্শনায়] 'বৃণুতে' বরয়তি, 'তেন' বৃতেন 'সাধকেন [এব এষঃ পরমাত্মা] 'লভাঃ' ; 'তস্মা' বৃতশ্চ সাধকশ্চ [সমীপে] 'এষঃ' পরমাত্মা 'স্বাং' স্বকীয়ং 'তন্' স্বরূপম্ 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি ॥ ২৩ ॥

'দুশ্চরিতাং অবিরতঃ, অশান্তঃ, অসমাহিতঃ, অশান্ত-মানসঃ বা [জনঃ] প্রজ্ঞানেন অপি এনম্ [আত্মানম্] ন আপ্নুয়াৎ' ॥ ২৪ ॥

'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণঃ, 'ক্ষত্রং' ক্ষত্রিয়ঃ 'চ' 'উভে যশ্চ [আত্মনঃ] 'ওদনম্' অন্নম্ 'ভবতঃ,' 'মৃত্যুঃ যশ্চ' 'উপসেচনম্' দুগ্ধ-ঘৃতাদিক্রূপম্ উপকরণম্, 'সঃ' আত্মা 'যত্র' [অস্তি, তং] 'কঃ' [পুরুষঃ] 'ইথা' এবম্ ইতি 'বেদ' জানাতি ? ॥ ২৫ ॥

বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহাদ্বারা ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তন্ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

২৪। দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ।

২৫। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ দুগ্ধঘৃতাদিক্রূপ উপকরণ, সেই আত্মা যেখানে, তাহা 'এই রূপ' ইহা কে জানে ?

ইতি দ্বিতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বঙ্গী

— : 0 : 0 : 0 —

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতশ্চ লোকে

গুহাম্ভ্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্দ্ধে ।

ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি

পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যং পরম্।

অভয়ং তিতীৰ্ষতাপ্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

‘লোকে’ অস্মিন্ জগতি ‘পরমে’ সর্বোৎকৃষ্টে ‘পরার্দ্রে’ পরমশ্র ব্রহ্মণঃ
অর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্রং হার্দ্রাকাশং তস্মিন্, ‘গুহাং’ হৃদয়গহ্বরং ‘প্রবিষ্টৌ,’
‘স্বকৃতশ্চ’ স্বয়ং কৃতশ্চ কর্মণঃ ‘স্বতং’ সতাম্, অবশ্যস্তাবিত্ত্বাং ফলম্
‘পিবন্তৌ’ ভুঞ্জানৌ [জীব পরমৌ] ‘ব্রহ্মবিদঃ ছায়াতপৌ [ইব] বদন্তি’ ;
‘যে চ’ পঞ্চাগ্নয়ঃ অম্বাহার্যাপচন-গাহ-পত্য-আহবনীয়-সভ্য-আবসথ্য ইতি
পঞ্চাগ্নিসম্পন্নাঃ গৃহস্থাঃ ত্রিণাচিকেতাঃ’ ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ
যৈঃ [তে অপি এবং বদন্তি] ॥ ১ ॥

‘যঃ ঈজানানাং’ যজ্ঞমানানাং ‘সেতুঃ’ [ইব তং] ‘নাচিকেতম্’ [অগ্নিঃ
যং] ‘তিতীষতাং’ তৰ্ভুমিচ্ছতাম্ ‘অভয়ম্ পারম্ পরম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম’
[তং চ] ‘শকোমহি’ শকোমহি [বয়ং জ্ঞাতুম্ ইতি শেষঃ] ॥ ২ ॥

১। এই জগতে ব্রহ্মের সর্বোৎকৃষ্ট স্থানরূপ হৃদয়গুহাতে অর্থাৎ হৃদয়গহ্বরে প্রবিষ্ট এবং নিজ কর্মফল ভোগকারী [জীব পরম দুঃজনকে] ব্রহ্মবিদগণ ছায়াতপের ন্যায় (নিত্যযুক্ত) বলেন। ত্রিণাটিকেতা অর্থাৎ তিন বার অগ্নিচয়নকারী পঞ্চাগ্নিসম্পন্ন গৃহস্থগণও এরূপ বলেন।

২। যিনি ষজ্জমানদিগের সেতুস্বরূপ, সেই নাচিকেত অগ্নি, এবং

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাছবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মণীষিণঃ ॥ ৪ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি ছুষ্টাশ্বা ইব সারথোঃ ॥ ৫ ॥

‘আত্মানং রথিনং’ ‘বিদ্ধি’ জানীহি, ‘শরীরং রথম্’ এব তু [বিদ্ধি]
বুদ্ধিঃ তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ ‘প্রগ্রহং’ রশনাম্ ‘এব চ’ [বিদ্ধি] ॥ ৩ ॥

‘মনীষিণঃ ইন্দ্রিয়ানি’ ‘হয়ান্’ অশ্বান্ ‘আছঃ’ ‘তেষু’ ইন্দ্রিয়েষু
[গৃহীতান্] বিষয়ান্ রূপরসাদীন্ ‘গোচরান্’ মার্গান্ [আছঃ] ‘ইন্দ্রিয়-
মনোযুক্তম্’ আত্মানম্ ‘ভোক্তা’ রথী ‘ইতি আছঃ’ ॥ ৪ ॥

‘যঃ তু সদা’ ‘অযুক্তেন’ অসমাহিতেন ‘মনসা সহ’ ‘অবিজ্ঞানবান্’
অবিবেকী ‘ভবতি,’ ‘তস্মৈ ইন্দ্রিয়ানি সারথোঃ ছুষ্টাঃ অশ্বাঃ ইব অবশ্যানি’
[ভবন্তি] ॥ ৫ ॥

যিনি ত্রাণার্থীদিগের অভয় পার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অক্ষর ব্রহ্ম, এই উভয়কেই
আমরা জানিতে সক্ষম হইব ।

৩। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে
বশনা (লাগাম) বলিয়া জান ।

৪। মনীষীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপরসাদি বিষয়-
সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া
থাকেন ।

৫। যে সর্বদা অসমাহিতমনা ও অবিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ
সারথির ছুষ্টাশ্বের ন্যায় অবশ হয় ।

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদস্থা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।

ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারকাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথিযন্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥ ৯ ॥

‘যঃ তু সদা যুক্তেন মনসা সহ বিজ্ঞানবান্ ভবতি, তস্মৈ ইন্দ্রিয়ানি সারথেঃ সদস্থাঃ ইব বশ্যানি’ [ভবন্তি] ॥ ৬ ॥

‘যঃ তু অবিজ্ঞানবান্,’ ‘অমনস্কঃ’ অসমাহিত-মনাঃ, ‘সদা শুচিঃ’ ভবতি, সঃ’ ‘তৎ’ অক্ষরম্ ‘পদম্’ ব্রহ্মপদং ‘ন আপ্নোতি’ ; [সঃ] সংসারং’ ‘চ’ এব ‘অধিগচ্ছতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

‘যঃ তু বিজ্ঞানবান্, সমনস্কঃ, সদা শুচিঃ’ ভবতি, সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি যস্মাৎ’ ‘ভূয়ঃ’ পুনঃ ‘ন জায়তে’ ॥ ৮ ॥

‘যঃ তু’ বিজ্ঞান-সারথিঃ’ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানং সারথিঃ যন্তু

৬। যে সর্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির উত্তম অশ্বের গায় বশবর্তী হয় ।

৭। যে অবিবেকী, অসমাহিতমনা ও সর্বদা শুচি, সে সেই অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয় ।

৮। যে বিবেকী, সমাহিতমনা ও সর্বদা শুচি, কেবল সেই সেই পদ প্রাপ্ত হয় যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

৯। বিজ্ঞান যাহার সারথি; মন যাহার প্রগ্রহ (অর্থাৎ অশ্বসংযমন-

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

তাদৃশঃ [তথা] মনঃ-প্রগ্রহবান্' মনঃ প্রগ্রহঃ অশ্বসংযমনরজ্জুঃ যস্তা তাদৃশঃ
'নরঃ সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারম্' পারম্ ইব 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য
ব্রহ্মণঃ 'তং পরমম্ পদম্ আপ্নোতি' ॥ ৯ ॥

'অর্থাঃ' ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ 'হি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' 'পরাঃ' শ্রেষ্ঠাঃ, 'অর্থেভ্যঃ চ
মনঃ পরম্, মনসঃ চ বুদ্ধিঃ পরা, বুদ্ধেঃ মহান্ আত্মা পরঃ' ॥ ১০ ॥

'মহতঃ' 'অব্যক্তং' সর্বস্য জগতঃ বীজভূতম্ 'পরম্', 'অব্যক্তাং
পুরুষঃ পরঃ, পুরুষাং ন কিঞ্চিৎ পরম্ [অস্তি]', 'সা [এব]' 'কাষ্ঠা'
পর্যাবসানম্, 'সা [এব] পরা গতিঃ' ॥ ১১ ॥

রজ্জুস্বরূপ) সেই মনুষ্য সংসারপথের পাবস্বরূপ বিষ্ণুর (অর্থাৎ সর্বব্যাপী
ব্রহ্মের) সেই পরম পদ লাভ করে ।

১০ । ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে
মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা
শ্রেষ্ঠ ।

১১ । মহৎ হইতে জগতের বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে
পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; তিনি শেষ, তিনি
পরা গতি ।

এষ সৰ্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াৱ্য ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্ৰায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

যচ্ছেদাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ।

ক্ষুরশ্চ ধারা নিশিতা ছরত্যয়া

দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

‘এষঃ আত্মা সৰ্বেষু ভূতেষু’ ‘গৃঢ়ঃ’ প্রচ্ছন্নঃ [অস্তি], ‘ন প্রকাশতে’ ।
[সঃ] ‘তু সূক্ষ্মদর্শিভিঃ’ ‘অগ্রায়া’ তীক্ষ্ণয়া [তথা] ‘সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা দৃশ্যতে’ ॥১২॥

‘প্রাজ্ঞঃ’ ‘বাক্’ বাচম্ ‘মনসি’ ‘যচ্ছেৎ’ উপসংহরেৎ, ‘তৎ’ মনঃ ‘জ্ঞানে’
প্রকাশস্বরূপে ‘আত্মনি’ বুদ্ধৌ ‘যচ্ছেৎ’, ‘জ্ঞানম্’ বুদ্ধিমে ‘মহতি আত্মনি’
জীবভূতে আত্মনি ইত্যর্থঃ, ‘নিযচ্ছেৎ’ ‘তৎ’ [চ মহান্তম্ আত্মানম্]
‘শান্তে’ সৰ্ব-বিকার-শূন্তে পরমে ‘আত্মনি যচ্ছেৎ’ ॥ ১৩ ।

[হে জন্তবঃ, অজ্ঞাননিদ্রাতঃ] ‘উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,’ ‘বরান্’ প্রকৃষ্টান্
আচার্যান্ ‘প্রাপ্য’ [পরমাআনম্] ‘নিবোধত’ অবগচ্ছত । ‘ক্ষুরস্য’

১২ । এই আত্মা সৰ্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না , কিন্তু
সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করেন ।

১৩ । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী
আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ
জীবাআতে সংযত করিবেন, এবং ইহাকে শান্ত অর্থাৎ সৰ্ববিকারশূন্ত
পরমাআতে সংযত করিবেন ।

১৪ । [হে জীবগণ, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে] উত্থান কর, জাগ্রত
হও, উৎকৃষ্ট, আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া [পরমাআকে] জ্ঞাত হও ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ং

তথাহরসনিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাद्यনন্তমহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায়া তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যাতে ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

‘নিশিতা’ তীক্ষ্ণীকৃত। ‘ধারা’ [যথা] ‘দুরত্যা’ দুঃখেন অত্যাঃ অতিক্রমঃ
যস্যাঃ — পদ্ম্যাং দুর্গমণীয়া ইত্যর্থঃ, [তথা] ‘তৎ’ তন্ম ‘পথঃ’ তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণম্
পস্থানম্ ‘কবয়ঃ’ পণ্ডিতাঃ ‘দুর্গং’ দুর্গমং ‘বদন্তি’ ॥ ১৪ ॥

“যৎ অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অবায়ম্, তথা অরসম্, নিত্যম্
অগন্ধবচ্চ চ, অনাদি অনন্তম্, ‘মহতঃ’ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ মহত্ত্বাৎ পরং বিলক্ষণম্,
‘ধ্রুবম্, তৎ’ ‘নিচায়া’ অবগম্যা [সাধকঃ] ‘মৃত্যুমুখাৎ’ ‘প্রমুচ্যাতে’ মুক্তঃ
ভবতি ॥ ১৫ ॥

‘মৃত্যুপ্রোক্তং’ ‘নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তম্’ ‘সনাতনম্ উপাখ্যানম্’
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে’ ॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই [তত্ত্বজ্ঞানরূপ]
পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন ।

১৫ । যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়, অবস, নিত্য, গন্ধহীন,
এবং অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধিনামক মহত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে
জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন ।

১৬ । মৃত্যুকর্তৃক উক্ত ও নচিকেতাকর্তৃক শ্রুত সনাতন উপাখ্যান
বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন ।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি ।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে

তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭ ॥

‘যঃ’ ‘প্রযতঃ’ শুচিঃ ভূত্বা ‘ইমং পরমং’ ‘গুহ্যং’ গুহ্যার্থযুক্তম্
‘উপাখ্যানম্’ ‘ব্রহ্মসংসদি’ ব্রাহ্মণানাং সভায়াং ‘শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ’
‘তং’ শ্রাবণং শ্রাদ্ধং বা ‘তস্যা’ ‘আনন্ত্যায়’ অনন্তফলায় ‘কল্পতে’ সমর্থ্যতে ॥
শেষবাক্যস্য দ্বির্বচনম্ অধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই পরম গুহ্য (অর্থাৎ গুহ্যার্থযুক্ত
উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সমাজে বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁহার পক্ষে তাহা
(অর্থাৎ সেই শ্রাবণ বা শ্রাদ্ধ) অনন্ত ফল উৎপাদক হয়। (শেষ বাক্যে
দ্বিবচন অধ্যায়-সমাপ্তি-ব্যাঙ্গক)।

ইতি তৃতীয়া বল্লী ।

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'প্রথমা বল্লী' (আদিতঃ চতুর্থী বল্লী)

পরাঙ্কি খানি ব্যতৃণং স্বয়ন্তু-

স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্চতি নান্তরাঅন্ ।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাআনমৈক্ষ-

দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালা-

স্তে মৃত্যোর্যাস্তি বিততস্ত পাশম্ ।

‘স্বয়ন্তুঃ’ [ইন্দ্রিয়াণাং] ‘খানি’ দ্বারানি ‘পরাঙ্কি’ পরা অঙ্কন্তি গচ্ছন্তি ইতি, বহিস্মু খানি ইত্যর্থঃ, ‘ব্যতৃণং’ ব্যধাং, ‘তস্মাৎ’ [মনুষ্যাঃ] ‘পরাঙ্’ অনাঅভূতান্ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ‘পশ্চতি, ন’ ‘অন্তরাঅন্’ অন্তরাআনম্ [পশ্চতি] । ‘কঃ চিৎ বীরঃ’ ‘আবৃত্তচক্ষুঃ’ বিষয়েভ্যঃ নিবৃত্তচক্ষুঃ সন্ ‘অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্’ ‘প্রত্যক্’ প্রত্যক্ষম্ ‘আআনম্’ ‘ঐক্ষৎ’ ঐক্ষত, অপশ্চৎ, পশ্চতি ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘বালাঃ’ অল্পপ্রজাঃ ‘পরাচঃ’ বহির্গতান্ ‘কামান্’ বিষয়ান্ ‘অনুয়ন্তি’ অনুগচ্ছন্তি ; [তস্মাৎ] ‘তে’ ‘বিততস্য’ বিস্তীর্ণস্য, সর্বতঃ ব্যাপ্তস্য ‘মৃত্যোঃ’

১। স্বয়ন্তু ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহিস্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জগুই মনুষ্য বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাআকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্ত-চক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

২। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে, এই জগুই

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ॥

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে । এতদ্বৈতং ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্ত্বেভৌ যেনানুপশ্যতি ।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

পাশম্ ‘যন্তি’ গচ্ছন্তি, পাশেন বধ্যন্তে ইত্যর্থঃ । ‘অথ’ পক্ষান্তরে ‘ধীরাঃ ধ্রুবম্ অমৃতত্বম্ বিদিত্বা ইহ অধ্রুবেষু [কিঞ্চিদপি] ন প্রার্থয়ন্তে’ ॥ ২ ॥

‘যেন এতেন’ আত্মনা ‘রূপং, রসং, গন্ধং, শব্দান্,’ ‘মৈথুনান্ স্পর্শান্’ মৈথুন-নিমিত্তান্ স্মৃথ-স্পর্শান্ ‘চ’ [লোকঃ] ‘বিজানাতি,’ [তস্মিন্ জ্ঞাতে] কিং [জ্ঞাতব্যম্] ‘অত্র’ অস্মিন্ লোকে ‘পরিশিষ্যতে’ অবশিষ্যতে । [যং ত্বম্ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছসি,] ‘এতং বৈ তং’ আত্মতত্ত্বম্ ॥ ৩ ॥

‘স্বপ্নান্তম্’ স্বপ্ন-মধ্যং, স্বপ্ন-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, [তথা] জাগরিতান্তম্ জাগরিত-মধ্যং, জাগরিত-বিজ্ঞেয়ং বস্তুজাতম্, ‘চ উভৌ যেন [লোকঃ] তাহারা সর্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয় । কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাজক্ষা করেন না ।

৩ । ষাঁহাদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও মৈথুন স্পর্শ জানা যায়, [সেই আত্মাকে জানিলে] এখানে কি জানিবার অবশিষ্ট থাকে ? তুমি ষাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর ইনিই সেই আত্মা ।

৪ । ষাঁহাদ্বারা লোকে স্বপ্ন-মধ্যস্থ ও জাগরণ-মধ্যস্থ বস্তুসমূহ দেখিতে পায়, সেই মহান্ সর্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী শোকাভীত হন ।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাং ।

ঈশানন্তৃতভব্যাস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈতং ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্বন্তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়তঃ ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যাপশ্যত । এতদ্বৈতং ॥ ৬ ॥

অনুপশ্যতি তম্ মহান্তম্ ‘বিভুং,’ সর্বব্যাপিনম্ ‘আত্মানম্’ মত্বা ধীরঃ ন শোচতি’ ॥ ৪ ॥

• ‘যঃ ইমম্’ ‘মধ্বদং’ মধু-অদম্’ মধু-পাতারং, কর্মফলভুজম্ ইত্যর্থঃ জীবম্ ‘আত্মানম্’ ‘অন্তিকাং’ অন্তিকে, সমীপে, [তথা পরমার্থতঃ] ‘ভূতভব্যাস্য’ ভূতভবিষ্যতোঃ ‘ঈশানং’ নিয়ন্তারম্ ‘বেদ’ জানাতি, [সঃ] ‘ততঃ’ তদ্বিজ্ঞানাং উর্দ্ধং [কিঞ্চিদপি] ‘ন বিজুগুপ্সতে’ ন গোপাঘিতুম্ ইচ্ছতি, আত্মনঃ সর্বজ্ঞত্বাং । ‘এতং বৈ তং’ ॥ ৫ ॥

‘পূর্বং’ প্রথমং ‘তপসঃ’ ব্রহ্মণঃ সংকল্পাং ‘জাতম্,’ [তথা সর্বপ্রাণিনঃ] ‘গুহাং’ হৃদয়াকাশং ‘প্রবিশ্য’ ‘ভূতেভিঃ’ পঞ্চভূতৈঃ সহ, ‘তিষ্ঠন্তং’ [হিরণ্য-গর্ভং,]—‘যঃ’ [হিরণ্যগর্ভঃ] ‘অন্ত্যঃ পূর্বম্’ অজায়ত,’ [তং যঃ] ‘ব্যাপশ্যত’ পশ্যতি [সঃ তস্য কারণরূপং ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি শেষঃ] ‘এতং বৈ তং’ ॥ ৬ ॥

৫। যিনি এই মধুপায়ী অর্থাৎ কর্ম-ফল-ভোগী জীবরূপ আত্মাকে নিকটস্থ [এবং পরমার্থতঃ] ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি তৎপরে অর্থাৎ একরূপ জ্ঞানলাভান্তে কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনিই সেই আত্মা।

৬। ব্রহ্মের তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প হইতে প্রথমে জাত এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চভূতের সহিত অবস্থিত [হিরণ্যগর্ভঃ] যিনি জলের পূর্বে জন্মিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন]। ইনিই সেই আত্মা।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভিবা জায়ত । এতদৈতৎ ॥ ৭ ॥

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা

গৰ্ভ ইব স্মৃভূতো গৰ্ভিণীভিঃ ।

দিবো দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-

ইবিষ্মদ্বিম্নুষ্যোভিরগ্নিঃ । এতদৈতৎ ॥ ৮ ॥

‘যা’ দেবতাময়ী’ সৰ্বদেবাত্মিকা ‘অদিতিঃ’ ‘প্রাণেন’ হিরণ্যগৰ্ভরূপেণ ‘সম্ভবতি’ জায়তে, ‘যা’ [চ] ‘ভূতেভিঃ’ পঞ্চভূতৈঃ সহ ‘ব্যজায়ত’ উৎপন্ন বভূব, [সৰ্বপ্রাণিনঃ] গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং [তাম্ যঃ পশ্যতি, সঃ তস্যাঃ কারণম্ ব্রহ্ম এব পশ্যতি ইতি] । ‘এতৎ বৈ তৎ’ ॥ ৭ ॥

৮ । ‘অবণ্যোঃ’ অগ্নিপ্রজ্জ্বলন-কাষ্ঠঘোঃ ‘নিহিতঃ’ স্থাপিতঃ ‘গৰ্ভিণীভিঃ গৰ্ভঃ ইব’ ‘স্মৃভূতঃ’ স্মরক্ষিতঃ ‘জাগৃবদ্ভিঃ’ জাগরণশীলৈঃ, অপ্রমত্তৈঃ, ‘ইবিষ্মদ্বিঃ’ ইজ্যাদিমদ্বিঃ ‘ম্নুষ্যোভিঃ’ ম্নুষ্যৈঃ ‘দিবো দিবো’ অহ্নি অহ্নি ‘ঈড্যোঃ’ স্মৃতাঃ ‘অগ্নিঃ’ । ‘এতৎ বৈ তৎ (কাৰ্য্যকারণযোঃ মৌলিকৈকত্বাৎ) ॥ ৮ ॥

৭ । যে সৰ্বদেবাত্মিকা অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ রূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূত সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, আর যিনি সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন, [তিনি তাঁহার কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন] । ইনিই সেই আত্মা ।

৮ । অগ্নিপ্রজ্জ্বলন-কাষ্ঠঘরের মধ্যে স্থাপিত, গৰ্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গৰ্ভের স্তায় স্মরক্ষিত, জাগরণশীল অর্থাৎ অপ্রমত্ত ও যজ্ঞীয় সামগ্র্যাदि-সম্পন্ন ম্নুষ্যাগণ কর্তৃক প্রতিদিন স্তবনীয় অগ্নি, ইনিই সেই আত্মা (কাৰ্য্যকারণের মৌলিক একত্ববশতঃ ।)

যতশ্চাদেতি সূর্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সৰ্ব্বৈ অৰ্পিতাস্তু নাত্যেতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদগ্নিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃতুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥ ১১ ॥

‘যতঃ চ সূর্য্যঃ উদেতি, যত্র চ অস্তং গচ্ছতি, তং সৰ্ব্বৈ দেবাঃ’
‘অপিতাঃ’ স্থিতাঃ ; ‘তং উ কশ্চন ন’ ‘অত্যেতি’ অতিক্রামতি । ‘এতং
বৈ তং’ ॥ ৯ ॥

‘যং এব ইহ, তং এব অমুত্র, যং অমুত্র তং অনু ইহ ।’ ‘যঃ’ ‘ইহ’
ব্রহ্মণি ‘নানা ইব পশ্যতি, সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুং আশ্নোতি’ ॥ ১০ ॥

‘মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্, ন ইহ কিঞ্চন নানা অস্তি । যঃ ইহ নানা
ইব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুং গচ্ছতি’ ॥ ১১ ॥

৯ । যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন, আর যাহাতে অস্ত যান,
তাহাতে সমুদায় দেবতা স্থিত রহিয়াছেন, তাহাকে কেহই অতিক্রম
করিতে পারে না । ইনিই সেই আত্মা

১০ । যিনি এখানে, তিনিই সেখানে ; যিনি সেখানে তিনিই
এখানে । যে ইহাকে নানারূপে দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয় ।

১১ । ইনি মনদ্বারাই প্রাপ্তব্য, ইহাতে নানা ভাব কিছুই নাই । যে
ইহাকে নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ
পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয় ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আংগুনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈতং । ১২ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাচ্চ স উ শ্বঃ । এতদ্বৈতং । ১৩ ।

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি ।

এবং ধস্মান্ পৃথক্ পশ্যাংস্তানেবানুবিধাবতি । ১৪ ।

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ’ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ, হৃদয়- স্তম্ভ-ব্যাপী, অতঃ তৎপরিমাণঃ ইব ‘পুরুষঃ’ ‘মধ্যে আংগুনি’ শরীরস্য মধ্যে ‘তিষ্ঠতি’ । [সঃ হি । ‘ভূতভব্যস্য’ ভূতভবিষ্যতোঃ ‘ঈশানঃ’ নিয়ন্তা । [তং জ্ঞাত্বা সাধকঃ] ‘ততঃ ন বিজুগুপ্সতে’ ॥ ১২ ॥

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অধুমকঃ জ্যোতিঃ ইব [প্রকাশমানঃ, তথা ‘ভূত-ভব্যস্য ঈশানঃ’ । ‘সঃ এব’ ‘অচ্চ’ ইদানীম্ [বর্তমানঃ], ‘সঃ উ’ ‘শ্ব’ পরদিনে [বর্তিষ্যতে] ‘এতৎ বৈ তৎ’ ॥ ১৩ ॥

‘যথা উদকম্’ ‘দুর্গে’ দুর্গমে উচ্ছ্রিতে দেশে ‘বৃষ্টম্’ সিক্তম্ ‘পর্বতেষু’

১২ । অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অর্থাৎ হৃদয়চ্ছিদ্রব্যাপী বলিয়া যেন তৎপরিমাণ পুরুষ শরীরমধ্যে স্থিতি করিতেছেন । ইনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা ; ইহাকে জানিয়া সাধক কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না । ইনিই সেই আত্মা ।

১৩ । অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ ধুমশূণ্য জ্যোতির গায় প্রকাশমান এবং ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা । তিনি অচ্চ আছেন, কল্যাণ থাকিবেন । ইনিই সেই আত্মা ।

১৪ । জল উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্ট হইলে যেমন পর্বত সমূহ দিয়া

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবম্মুনেৰ্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৭ ॥

‘বিধাবতি’ বিকীর্ণং ধাবতি, ‘এবঃ’ ‘বস্মান্’ সত্ত্বাদি-গুণান্ [আত্মনঃ :
‘পৃথক্ পশ্যন্’ ‘তান্’ গুণান্ ‘এব’ ‘বিধাবতি’ অন্তর্বর্ততে, পুনঃ পুনঃ
শরীরভেদম্ প্রতিপত্ততে, ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে ‘গৌতম,’ যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে [উদকে] ‘আসিক্তম্’ বৃষ্টম্ তাদৃক্
এব ভবতি, এবং ‘বিজানত’, একত্বং জানতঃ ‘মুনেঃ আত্মা’ [তাদৃক্ এব,
আত্মভূতঃ এব] ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেই রূপ যে সত্ত্বাদি গুণসমূহকে আত্মা হইতে
পৃথক্ করিয়া দেবে, সে তাহাদেরই অর্থাৎ গুণসমূহেরই অন্তর্বর্তন করে
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শরীরভেদ প্রাপ্ত হয় ।

১৫ । যেমন নিম্নল জলে নিম্নল জল বৃষ্টি হইলে সেই রূপই থাকে,
এই রূপ যে মুনি একত্ব জানেন, তাঁহাব আত্মা সেই রূপই অর্থাৎ
আত্মভূতই থাকে ।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

আদিতশ্চতুর্থী বল্লী সমাপ্তা ।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

(আদিতঃ পঞ্চমী বল্লী)

— ০ঃ০ঃ০ —

পুরমেকাদশদ্বারমজস্রাবক্রচেতসঃ ।

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে । এতদ্বৈতং ॥ ১ ॥

হংস শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-

দ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসং ।

নৃষদ্ বরসদৃতসদ্যোমসদজা

গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ ॥ ২ ॥ (ঋক্ ৪।৪০।৫)

‘অজস্র’ জন্ম-বহিতস্র ‘অবক্রচেতসঃ’ নিতা-প্রকাশরূপস্য [আত্মনঃ]
‘একাদশদ্বারম্’ ‘পুবং’ নগরম্ [অস্থি] | অস্য পুবস্য স্বামিনম্ | ‘অনুষ্ঠায়’
ধ্যাত্বা [সাধকঃ] | ‘ন শোচতি’ ‘চ’ অপি ‘বিমুক্তঃ’ অবিচারিতৈঃ কামকণ্ঠ-
বন্ধনৈঃ বিযুক্তঃ সন্ [সংসাৰাং] ‘বিমুচ্যতে’ । ‘এতং বৈ তং’ ॥ ১ ॥

[সঃ আত্মা] ‘শুচিষং’ শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি, ‘হংসঃ’ হস্তি
গচ্ছতি ইতি সূচ্যঃ, ‘অন্তরিক্ষসং’ অন্তরিক্ষে সীদতি বসতি ইতি ‘বসুঃ’

১। জন্মবহিত ঐ অবক্রচেতা অর্থাৎ নিতা-প্রকাশরূপ আত্মার
একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। এই নগরস্বামীকে ধ্যান করিয়া
সাধক বীতশোক হইয়া থাকেন এবং অবিচারিত কামকণ্ঠবন্ধন হইতে
বিযুক্ত হইয়া সংসাৰ হইতে মুক্তি লাভ করেন । ইনিই সেই আত্মা ।

২। সেই আত্মা আকাশবাসী সূচ্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী
অগ্নি ঐ কলম্বুবাসী সোমবস । তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ঐ আকাশে

উর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্মৃতি ।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥

অস্ম্য বিশ্বংসমানস্ম শরীরস্থস্ম দেহিনঃ ।

দেহাদ্বিমুচ্যমানস্ম কিমত্র পরিশিষ্যতে । এতদ্বৈতং ॥ ৪ ॥

বায়ুঃ ‘বেদিষং’ বেদ্যাং সীদতি ইতি, ‘হোতা’ অগ্নি, ‘দুরোণসং’ দুরোণে কলসে সীদতি ইতি, ‘অতিথিঃ’ সোমঃ, ‘নৃষং’ নৃষু মনুষ্যেষু সীদতি ইতি, ‘বরসং’ বরেষু দেবেষু সীদতি ইতি, ‘ঋতসং’ ঋতে যজ্ঞে সীদতি ইতি, ‘ব্যোমসং’ ব্যোম্মি আকাশে সীদতি ইতি, ‘অজ্ঞা’ অপ্সু শঙ্খশুক্তিমকরাদি-রূপেণ জায়তে ইতি, ‘গোজাঃ’ গবি পৃথিব্যাম্ ব্রীহিষবাদিরূপেণ জায়তে ইতি, ‘ঋতজাঃ’ যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়তে ইতি, ‘অদ্রিজাঃ’ পর্বতোভ্যঃ নগাদি-রূপেণ জায়তে ইতি, [সঃ] ‘ঋতং’ সত্যং ‘বৃহৎ’ মহান্ [চ] ॥ ২ ॥

[সঃ আত্মা] ‘প্রাণম্’ প্রাণবায়ুম্ ‘উর্দ্ধম্’ উন্নয়তি’ উর্দ্ধং গময়তি, ‘অপানম্’ অপানবায়ুম্ ‘প্রত্যক্’ অধঃ ‘অস্মাতি’ ক্ষিপ্যতি । ‘মধ্যে’ হৃদয়াকাশে ‘আসীনঃ’ [তম্] ‘বামনং’ সম্ভজনীয়ং ‘বিশ্বে’ সর্কে ‘দেবাঃ’ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণাঃ ‘উপাসতে’ ॥ ৩ ॥

‘অস্ম্য শরীরস্থস্য’ ‘বিশ্বংসমানস্য’ ভ্রংশমানস্য, ‘দেহাং’ বিমুচ্যমানস্য’ আছেন । তিনি শঙ্খ, শুক্তি, মকরাদিরূপে জলে উৎপন্ন হন, ব্রীহি-যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হন, যজ্ঞাঙ্গরূপে যজ্ঞে উৎপন্ন হন, এবং নগাদিরূপে পর্বতে উৎপন্ন হন । তিনি সত্য ও মহান্ ।

৩ । সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধগামী করেন ও অপানবায়ুকে ‘অধোগামী’ করেন । মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে আসীন সেই বামনকে অর্থাৎ সম্ভজনীয়কে সমুদায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করে ।

৪ । এই শরীরস্থ ভ্রংশমান আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে ইহাতে অর্থাৎ দেহেতে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? ইনিই সেই আত্মা ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্তো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

যোনিমন্ত্রে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্থানুমন্ত্ৰেহনুসংযন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাক্রমতম্ ॥ ৭ ॥

‘দেহিনঃ’ আত্মনঃ ‘অত্র’ দেহে ‘কিম্’ ‘পরিশিষাতে’ অবশিষাতে ? ন
কিঞ্চন ইত্যর্থঃ । ‘এতং বৈ তং’ ॥ ৪ ॥

‘কঃ চন মর্ত্তাঃ’ ন প্রাণেন ন অপানেন জীবতি’ । [সৰ্ব্বৈ এব মর্ত্তাঃ]
‘ইতরেণ’ অগ্নেন, পরমাত্মনা ইত্যর্থঃ, ‘জীবন্তি,’ ‘যস্মিন্’ [পরমাত্মনি]
‘এতৌ’ প্রাণাপানৌ ‘উপাশ্রিতৌ’ স্থিতৌ ॥ ৫ ॥

হে ‘গৌতম’ গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, ‘হন্ত’ ইদানীম্ [অহং] ‘তে’
তুভাম্ ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম, যথা চ মরণম্ প্রাপ্য আত্মা ভবতি’ [তং]
‘প্রবক্ষ্যামি’ কথয়িম্যামি ॥ ৬ ॥

‘যথা কৰ্ম্ম’ যৈঃ যাদৃশং কৰ্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদনুসারেণ ‘যথাক্রমতং’

৫ । কোনও জীব প্রাণ বা অপান অর্থাৎ উদ্ধাধোগামী বায়ুদ্বারা
জীবনধারণ করে না । ইহারা অত্র এক জন অর্থাৎ পরমাত্মাদ্বারা জীবিত
থাকে, যাহাতে এই দুই বায়ু আশ্রিত রহিয়াছে ।

৬ । হে গৌতমবংশীয় নচিকেতঃ, এখন আমি তোমাকে এই গুহ্য
সনাতন ব্রহ্মের বিষয় এবং মৃত্যুর পর আত্মা কিরূপ হয় তাহা বলিব ।

৭ । আপন আপন কৃত কৰ্ম্ম ও আপন আপন উপাজ্জিত বিজ্ঞান
অনুসারে কোনও কোনও আত্মা শরীর গ্রহণার্থ প্রাণিগর্ভে প্রবেশ করে,
অত্র কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় ।

য এষ স্নপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বৈ

তহু নাভ্যেতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥ ৮ ॥

অগ্নিৰ্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সৰ্বভূতান্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥ ৯ ॥

যৈঃ ষাদৃশং বিজ্ঞানম্ উপাজ্জিতং তদনুসারেণ, ‘অগ্নে’ কেচিং দেহিনঃ
‘শরীরদ্বায়’ শরীরগ্রহণার্থং ‘যোনিম্’ প্রাণিগর্ভং ‘প্রপতন্তে’ প্রবিশন্তি ।
‘অগ্নে’ ‘স্থানুম্’ স্থাবরভাবম্ ‘অনুসংযন্তি’ অনুগচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

[সৰ্ব-প্রাণিষু] ‘স্নপ্তেষু’ [সংস্ন] ‘যঃ এষঃ পুরুষঃ’ কামং কামং
কাম্যবস্তপবম্পবাং ‘নিশ্চিমাণঃ’ নিষ্পাদয়ন্ ‘জাগর্তি, তং এব’ ‘শুক্রম্’
উজ্জলং, ‘তং এব ব্রহ্ম, তং এব অমৃতম্ উচ্যতে’ । তস্মিন্ ‘সৰ্বৈ
লোকাঃ’ পৃথিব্যাদয়ঃ ‘শ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ, ‘কঃ চন লোকঃ তং উ ন,
অতি-এতি’ অতিক্রামতি । ‘এতং বৈ তং ॥ ৮ ॥

‘যথা একঃ অগ্নিঃ ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ [সন্] ‘রূপং রূপং’ দাহবস্তুরূপ-

৮ । যখন সমুদায় প্রাণী নিদ্রিত থাকে, তখন যে পুরুষ জাগ্রৎ
থাকিয়া কাম্যবস্ত পবম্পরা নিশ্চয় করেন, তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ম,
তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন । পৃথিব্যাदि সমুদায় লোক তাঁহাতে
আশ্রিত রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।
ইনিই সেই আত্মা ।

৯ । যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহবস্তুর রূপভেদে

বায়ুর্ঘথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রূপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিক্রূপো বহিঃ ॥ ১০ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু

ন লিপ্যতে চাক্ষুশৈবাহাদোমৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

ভেদেন ‘প্রতিক্রূপঃ’ তৎ-তৎ-রূপঃ বভূব’ ‘তথা একঃ’ ‘সর্বভূত-অন্তরায়া’
সর্বেষাম্ ভূতানাম্ অভ্যন্তরঃ আয়া ‘রূপং রূপং নানাবস্তুভেদেন ‘প্রতি-
রূপঃ’ তৎ-তৎ রূপঃ বভূব’, [সর্বভূতানাম্] ‘বহিঃ চ’ [তিষ্ঠতি] ॥ ৯ ॥

‘যথা একঃ বায়ুঃ ইত্যাদি সমুদায় পদার্থেব ॥ ১০ ॥

‘সর্বলোকস্য চক্ষুঃ সূর্যঃ, যথা’ ‘চাক্ষুশৈঃ’ চক্ষু-গ্রাহ্যঃ ‘বাহাদোমৈঃ’
বহিঃস্থৈঃ অন্তর্ভূত-বস্তুভিঃ সহ ন লিপ্যতে, ‘তথা একঃ সর্বভূতান্তরায়া

তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্বভূতেব এক অন্তরায়া নানা বস্তুভেদে
তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন, এবং সমুদায় পদার্থের বাহিবেও আছেন ।

১০ । যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ
হইয়াছেন, তেমনি সর্বভূতের একই অন্তরায়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তু-
রূপ হইয়াছেন, এবং সমুদায় পদার্থের বাহিবেও আছেন ।

১১ । সর্বলোকেব চক্ষুস্বরূপ সূর্য যেমন চক্ষু-গ্রাহ্য বাহ্য অন্তর্ভূত
বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরায়া জগৎসম্বন্ধ
দুঃখেব সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব ।

একো বশী সৰ্বভূতান্তরাং

একং রূপং বহুধা যঃ কৰোতি ।

তমাশ্বং যেহনুপশ্চন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাশ্বং যেহনুপশ্চন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩ ॥

লোকদুঃখেন [সহ] ন লিপাতে , [যতঃ সঃ] 'বাহুঃ' নিলিপ্তঃ স্বতন্ত্র-
স্বভাবঃ ॥ ১১ ॥

'একঃ' 'বশী' নিয়ন্তা 'সৰ্বভূতান্তরাং', যঃ [তস্ম] একং রূপং বহুধা
কৰোতি, তং যে ধীরাঃ আশ্বং অনুপশ্চন্তি, তেষাম্ [এব] 'শাস্বতং'
নিত্যং 'সুখম্' [ভবতি] , 'ন ইতরেষাম্' অপরেষাং তং ন ভবতি ॥ ১২ ॥

'অনিত্যানাম্ [মধ্যে] নিত্যঃ,' 'চেতনানাং' চেতনবতাং 'চেতনঃ'
যঃ একঃ বহুনাং' 'কামান্' কাম্যবস্তুনি 'বিদধাতি' দদাতি, 'তম্' যে ধীরাঃ
আশ্বং অনুপশ্চন্তি তেষাং শাস্বতীঃ শান্তিঃ, ন ইতরেষাম্' ॥ ১৩ ॥

১২ । যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সৰ্বভূতের অন্তরাং, যিনি
স্বীয় এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে
দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্তের নহে ।

১৩ । যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্-
দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান
করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই
নিত্য শান্তি, অপরের নহে ।

তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দেশ্যম্পরমং সূখম্ ।

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং

তস্মা ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

[যতঃ যৎ ব্রহ্ম] ‘তৎ এতৎ ইতি’ [মত্ৰা] অনির্দেশ্যং পরমং সূখং মন্যন্তে, তৎ [অহং] কথং নু বিজানীয়াম্ ? [তৎ] ‘কিম্ উ’ ‘ভাতি’ স্বতঃ দীপ্যতে ‘বা’ ‘বিভাতি’ প্রকাশান্তরেণ দীপ্যতে ? ॥ ১৪ ॥

‘তত্র’ ব্রহ্মণি ‘সূর্য্যঃ ন ভাতি,’ তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, ‘চন্দ্র-তারকং ন ভাতি, ইমাঃ বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি, অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ’ ? ‘তম্’ ‘ভাস্তম্’ দীপ্যমানম্ ‘এব সৰ্ব্বম্’ ‘অনুভাতি’ অনুদীপ্যতে, ‘তস্মা’ [ব্রহ্মণঃ এব] ‘ভাসা’ দীপ্ত্যা ‘সৰ্ব্বম্ ইদম্ বিভাতি’ ॥ ১৫ ॥

১৪ । যোগিগণ ষাহাকে ‘তিনি এষ্ট’ এরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া অনির্বিচলিত পরম সূখ অনুভব করেন, তাঁহাকে আমি কি রূপে জানিব ? তিনি স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তি পান কি অন্তের জ্যোতিতে দীপ্তি পান ?

১৫ । সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহও প্রকাশ পায় না । এ অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে ? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে ।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

(আদিতঃ ষষ্ঠী বল্লী)

—○—

উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাথ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে

তচ্ছ নাতোতি কশ্চন । এতদ্বৈতং ॥ ১ ॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহদ্বয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

‘উর্দ্ধমূলঃ’ উর্দ্ধং সৰ্ব্বাতীতং ব্রহ্ম মূলম্ অশ্ব ইতি, ‘অবাক্ষাথঃ’
অবাচ্যঃ নিম্নগামীশ্চ শাখাঃ অস্যা ইতি, ‘এনঃ’ ‘সনাতনঃ’ অনাদিত্বাৎ
চিরপ্রবৃত্তঃ, ‘অশ্বথঃ’ সংসারব্রহ্মঃ । যৎ এতৎ সংসারব্রহ্মস্য মূলম্ তৎ এব
ইত্যাদি পূৰ্ব্ববৎ । পঞ্চমবল্লী অষ্টম শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

‘যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সৰ্ব্বম্ [প্রাণস্বরূপাৎ ব্রহ্মণঃ] নিঃসৃতম্ [সং]
‘প্রাণে’ [এব] ‘এজতি’ কম্পতে, প্রচলতি, নিয়মেণ চেষ্টতে, [তৎ ব্রহ্ম]

১। উর্দ্ধমূল অর্থাৎ সৰ্ব্বাতীত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও নিম্নগামী
শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বথ অর্থাৎ সংসার-ব্রহ্ম । এই সংসার ব্রহ্মের
মূল যিনি, তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হন ।
পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে
অতিক্রম করিতে পারে না । ইনিই সেই আত্মা ।

২। এই সমস্ত যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত

ভয়াদশ্মাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুপ্রাক্ শরীরস্য বিশ্রমঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

যথাদর্শে তথাঅনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

‘উগতঃ বজ্রম্ ইব মহৎ’ ‘ভয়ম্’ ভয়ানকম্ । ‘যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃত্যুঃ ভবন্তি’ ॥ ২ ॥

‘অস্য ভয়াং অগ্নিঃ’ ‘তপতি’ জলতি, [অস্য এব] ‘ভয়াং সূর্য্যঃ’ ‘তপতি’ তাপং দদাতি, [অস্য এব] ‘ভয়াং ইন্দ্রঃ চ বায়ু চ [চত্বাবঃ তথা] ‘পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ’ ‘ধাবতি’ স্বকীয়ং কন্ম করোতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

‘চেৎ’ যদি ‘ইহ শরীরস্য’ ‘বিশ্রমঃ’ অবশ্রংসনাং, পতনাং, ‘প্রাক্’ পূর্ব্বম্ [জীবঃ ব্রহ্ম] বোদ্ধুম্ ‘অশকৎ’ ন শক্লুয়াং, ‘ততঃ’ [সঃ] ‘সর্গেষু’ সৃজ্যন্তে যেসু সৃষ্টব্যঃ প্রাণিনঃ ইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ, তেষু লোকেষু ‘শরীরত্বায়’ শরীরভাবায় ‘কল্পতে’ সমর্থঃ ভবতি, শরীরং গৃহ্ণাতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া প্রাণে অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে অর্থাৎ যথানিয়মে প্রবর্তিত হইতেছে । তিনি উগত বজ্রেব গ্ৰায় অতি ভয়ানক । যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হন ।

৩ । ইহার ভয়ে অগ্নি জলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এই চারি এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছে অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ।

৪ । যদি এখানে শরীর-পতনের পূর্বে জীব ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে সৃষ্ট জীবের আবাসভূমিরূপ লোক সমূহে সে পুনরায় শরীর ধারণ করে ।

যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধৰ্বলোকে

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়ানাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ ।

পৃথগ্ভূতপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যাক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

‘যথা আদর্শে’ [লোকঃ প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানম্ পশ্যতি] ‘তথা আত্মনি’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], ‘যথা স্বপ্নে’ [জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূতম্ আত্মদর্শনম্ ভবতি] ‘তথা পিতৃলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি], যথা অপ্সু’ [লোকঃ আত্মানম্] ‘পরিদদৃশে’ পশ্যতি ‘ইব, তথা গন্ধৰ্বলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি এবং চ] ‘ছায়াতপয়োঃ|আত্মদর্শনম্] ইব ব্রহ্মলোকে’ [ব্রহ্মদর্শনম্ ভবতি] ॥৫॥

‘পৃথক্ উৎপত্তমানানাং ইন্দ্রিয়াণাম্ পৃথক্ ভাবম্, যৎ চ [তেষাম্] ‘উদয়াস্তময়ৌ’ জাগ্রত-নিদ্রে, [তৎ মত্বা] ‘ধীরঃ ন শোচতি’ ॥ ৬ ॥

‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ’ ‘পরং’ শ্রেষ্ঠম্, ‘মনসঃ’ ‘সত্ত্বং’ বুদ্ধিঃ ‘উত্তমং’ শ্রেষ্ঠতমং,

৫। যেমন আদর্শে লোক প্রতিবিম্বরূপে আপনাকে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়, যেমন স্বপ্নে জাগ্রদ্বাসনোদ্ভূত আত্মদর্শন হয়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়; যেমন জলে লোকে আত্মরূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধৰ্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়, এবং ছায়াতপ আত্মদর্শনের ন্যায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়।

৬। পৃথক্ৰূপে উৎপত্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক্ ভাব, আর তাহাদের যে উদয়াস্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থা, তাহা জানিয়া জ্ঞানী শোকাভীত হন।

৭। ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,

অব্যক্তাত্ম পুরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিক্সপ্তো

য এতদ্বিত্তুরমৃতাত্মে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

‘সত্বাং মহান্ আত্মা’ ‘অধি’ ‘অধিকঃ’, ‘মহতঃ’, [আত্মনঃ] অব্যক্তম্
‘উত্তমং’ শ্রেষ্ঠতমম্ ॥ ৭ ॥

‘অব্যক্তাং তু ব্যাপকঃ’ ‘অলিঙ্গঃ’ অশরীরঃ ‘এব চ পুরুষঃ পুরঃ’, যং
জ্ঞাত্বা জন্তুঃ মুচ্যতে অমৃতত্বং চ ‘গচ্ছতি’ প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

‘অস্যা’ আত্মনঃ ‘রূপং’ ‘সন্দর্শে’ দর্শনবিষয়ে ‘ন তিষ্ঠতি, কঃ চন
এনং চক্ষুষা ন পশ্যতি’ । ‘হৃদা’ ‘মনীষা মনঃ ঙ্গে ইতি মনীট্, সংশয়রহিতা
বুদ্ধিঃ, তয়া, ‘মনসা’ মননরূপেণ সম্যাক্-দর্শনেন [সং] ‘অভিক্সপ্তঃ’
প্রকাশিতঃ [ভবতি] । ‘যে’ ‘এতং’ এতম্ আত্মানম্ ‘বিদুঃ,’ তে অমৃতাত্মাঃ
ভবন্তি ॥ ৯ ॥

সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা অধিক, মহং অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে
অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ।

৮ । অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাহাকে
জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ।

৯ । ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাহাকে চক্ষুদ্বারা
দেখিতে পায় না । হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বারা তিনি
প্রকাশিত হন । যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হন ।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্ঠতে তামাত্তঃ পরমাজ্জতিম্ ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যায়ো ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

‘যদা পঞ্চ’ ‘জ্ঞানানি’ চক্ষুরাদৌনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ‘মনসা সহ’ অবতিষ্ঠন্তে, বুদ্ধিঃ চ ন’ ‘বিচেষ্ঠতে’ স্বব্যাপারং চেষ্ঠতে, ব্যাপ্রিয়তে, ‘তাম্’ [অবস্থাং] [জ্ঞানিনঃ] ‘পরমাং গতিম্ আত্মঃ’ ॥ ১০ ॥

‘তাং স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং’ [যোগতত্ত্বজ্ঞাঃ] ‘যোগম্ ইতি মন্যন্তে’ । ‘তদা [যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘যোগঃ’ ‘প্রভবাপ্যায়ো’ উৎপত্ত্যপায়দম্বকঃ । অপায়-পরিহাবায় অপ্রমাদঃ কল্পব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

[পরমাত্মা] ‘ন এব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা প্রাপ্তুং শক্যঃ’ । [সঃ] ‘অস্তি ইতি ক্রবতঃ’ অস্তিত্ববাদিনঃ ‘অন্যত্র’ ভগতঃ মূলম্ আত্মা নাস্তি ইতি মন্যমানে ‘কথম্ তং উপলভ্যতে’ ॥ ১২ ॥

১০ । যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনেব সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয় চেষ্টা কবে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পবম গতি বলেন ।

১১ । সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে । তখন যোগী অপ্রমত্ত হন । যেহেতু যোগ উৎপত্তি ও অপায়দম্বাত্মক অর্থাৎ যোগের উৎপত্তিও আছে, অপায়ও আছে, অতএব অপায় পরিহাবের জন্য অপ্রমত্ত থাকা উচিত ।

১২ । পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহারা ‘তিনি আছেন’ এরূপ বলেন, তাহারা ব্যতীত অন্তেবা অর্থাৎ নাস্তিকেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?

অস্তীত্যোবোপলক্কব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যোবোপলক্কস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

যদা সর্বের প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতাত্ৰ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

যদা সর্বের প্রভিধ্যন্তে হৃদয়শ্চেহ গ্রন্থয়ঃ ॥

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতোতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥

[পরমাশ্রা] ‘অস্তি ইতি উপলক্কবাঃ’, ‘তত্ত্বভাবেন’ চিন্নয়মাত্রভাবেন ‘চ’ [উপলক্কবাঃ], ‘উভয়োঃ’ সোপাধিক-নিকপাধিকয়োঃ [ভাবঃ জ্ঞাতব্যঃ] । [পূর্বম্] ‘অস্তি’ সোপাধিকরূপেণ, বিপ্লরূপেণ, অস্তি, ‘ইতি উপলক্কস্য’ [পবনাত্মনঃ] ‘তত্ত্বভাবঃ’ নিকপাধিক-চিন্নয়মাত্রভাবঃ পশ্চাৎ ‘প্রসীদতি’ অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

‘যে কামাঃ’ ‘অস্য’ মর্ত্যস্য ‘হৃদি’ ‘শ্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ ‘তে সর্বের যদা’ ‘প্রমুচ্যন্তে’ বিশীযান্তে, বিনশন্তি, ‘অথ’ তদা ‘মর্ত্যঃ অমৃতঃ’ ভবতি, ‘অত্র’ ইহ এব ‘ব্রহ্ম’ ‘সমশ্নুতে’ প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

১৩ । ‘তিনি আছেন’, এই রূপে তাঁহাকে উপলক্ষি করিতে হইবে, এবং তত্ত্বভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট চিন্নয়মাত্রভাবেও উপলক্ষি করিতে হইবে। সোপাধিক ও নিকপাধিক, এই উভয় ভাবই জ্ঞাতব্য। পূর্বে ‘আছেন’ অর্থাৎ সোপাধিক রূপে, বিপ্লরূপে, আছেন, এই রূপে উপলক্ষি করিলে তাঁহার তত্ত্বভাব অর্থাৎ নিকপাধিক চিন্নয়মাত্রভাব পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়।

১৪ । যে সকল কামনা মর্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

শতকৈকা চ হৃদয়শ্চ নাড্য-

স্তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি

বিষঙ্ক্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোত্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাত্ প্রবৃহেৎ মৃগাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

‘যদা ইত হৃদয়শ্চ সর্বে গ্রন্থয়ঃ প্রভিদ্যন্তে, অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি, এতাবৎ’ [এব অস্ত্র শাস্ত্রশ্চ] ‘অন্ত্যশাসনম্’ উপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

‘হৃদয়শ্চ’ ‘শতম্’ শত-সংখ্যাকাঃ ‘চ একা চ নাড্যঃ’ [সন্তি], ‘তাসাম্’ একা [স্বষ্মা নাম] মূর্দ্ধানম্ [ভিত্তা অভিনিঃসৃত]। ‘তথা উর্দ্ধম্’ ‘আয়ন্’ আগচ্ছন্ [মর্ত্যঃ] ‘অমৃতত্বম্’ ‘এতি’ প্রাপ্নোতি। ‘বিষক্’ নানাবিধগতয়ঃ ‘অন্ত্যঃ’ [নাড্যঃ] ‘উৎক্রমণে’ বহির্গমনে, সংসারগতি-প্রাপ্তৌ [নিমিত্তম্] ‘ভবন্তি’ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা জনানাং হৃদি সদা সন্নিবিষ্টঃ [অস্তি] ।

১৫। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, এইমাত্র এই শাস্ত্রের উপদেশ।

১৬। হৃদয়ের এক শত এক নাড়ী আছে তাহাদের মধ্যে (স্বষ্মানাত্মী)। একটা নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। [অন্তকালে] জীব এই নাড়ীদ্বারা উর্দ্ধে আসিয়া অমরত্ব লাভ করে। নানাবিধ গতিবিশিষ্টা অন্ত্যাত্ম নাড়ী বহির্গমনের অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্তির কারণ হয়।

১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট

মৃত্যুপ্রাপ্তাং নচিকেতাঃ নক্ল।

বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কুংস্রম্।

ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমুতা-

ব্রহ্মোতপ্যাবং যো বিদধ্যাত্মেনবম্ ॥ ১৮ ॥

‘মুঞ্জাং’ মুঞ্জত্বাং ‘ইযৌকাং’ মুঞ্জত্বকাক্ষিকাম্ ‘ইব’ ‘তং’ ‘স্বাং’ স্বকীয়্যং ‘শবীরাং’ ধৈর্যোগ। সহ। ‘প্রবর্তেং’ পৃথককৃত্বাং, প্রভেদেন জানীবাং ইত্যর্থঃ। ‘তং’ শুক্রম্ ‘অমৃতম্’ [চ] ‘বিদ্যাং’। ‘তম্’ বিজ্ঞাং ইত্যাদি দ্বির্ভচনম্ উপনিষৎ-সমাপ্তার্থমিতি ॥ ১৭ ॥

‘অথ নচিকেতা মৃত্যুপ্রাপ্তাং এতাং বিজ্ঞাং’ ‘কুংস্রম্’ সৰ্বং ‘যোগবিধিঞ্চ নক্ল। ব্রহ্মপ্রাপ্ত’ [সন্] ‘বিরজঃ’ নিম্মলঃ ‘বিমুতাঃ’ অমবঃ [চ] ‘অভূং’। ‘অতঃ নঃ এবম্’ ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মবিদ্যাম্ ‘বিং’ বিজ্ঞানাত্তি, [স] ‘অপি এবম্’ [ভবিষ্যতি] ॥ ১৮ ॥

বর্ণিত্যছেন। মুঞ্জা হইতে ইযৌকা গ্রহণেব গ্ৰাম আপনাব শবীর হইতে তাহাকে দৈবাপৃক্ষক পৃথক করিবে অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিবে। তাঁহাকে উজ্জল ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাহাকে উজ্জল ও অমৃত বলিয়া জানিবে। (শেষ বাক্যের দ্বির্ভচন উপনিষৎ-সমাপ্তি-বাক্যক)।

১৮। তৎপরে নচিকেতা মৃত্যু-কথিত এই বিদ্যা এবং সমুদয় যোগবিধি লাভ করিয়া এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া নিম্মল ও অমর হইলেন। অতঃ যো ব্যক্তি এইরূপে আত্মবিদ্যা লাভ করিবে, সে ব্যক্তিও এরূপ হইবে।

ইতি তৃতীয়া বল্লী, আদিতঃ যষ্ঠী বল্লী।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইতি কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

প্রশ্নোপনিষৎ

(অথর্ববেদীয়া)

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

স্বকেশা চ ভরদ্বাজঃ শৈবাশ্চ সত্যকামঃ সৌম্যায়ণী চ
গার্গাঃ কৌশল্যাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদৰ্ভিঃ কবন্ধী
কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা
এষ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তুঃ
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

ভরদ্বাজঃ' ভরদ্বাজ-পুত্রঃ 'স্বকেশা' 'চ' তথা 'শৈবাঃ' শিবি-পুত্রঃ 'চ'
সত্যকামঃ' 'সৌম্যায়ণী' সৌম্য-পুত্রঃ ; ঙ্কারঃ ছান্দসঃ , 'গার্গাঃ' গর্গ-
গোত্রোৎপন্নঃ 'অশ্বলায়নঃ' অশ্বল-পুত্রঃ 'কৌশল্যাঃ' চ 'ভার্গবঃ' ভৃগুপুত্রঃ
'বৈদৰ্ভিঃ' বিদতে প্রভবঃ যজ্ঞ, 'কাত্যায়নঃ' কতাপুত্রঃ 'কবন্ধী,' তে হ এতে
ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' [আসন্], 'তে হ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ' পরব্রহ্মণঃ
অন্বেষণং কুৰ্ব্বাণাঃ 'এষঃ হ বৈ তৎ সৰ্বং বক্ষ্যতি' ইতি' । যত্না । 'সমিৎ-
পাণয়ঃ' সমিদ্ধার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তুঃ 'ভগবন্তু পৃজাবন্তু' 'পিপ্পলাদম্'
'উপসন্নাঃ' উপজগ্মঃ, তস্য সমীপং গতবন্তুঃ ॥ ১ ॥

১। ভরদ্বাজ-পুত্র স্বকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌম্যপুত্র গার্গা,
অশ্বল-পুত্র কৌশল্যা, ভৃগু-পুত্র বৈদৰ্ভি (বিদতে জাত) কত্য-পুত্র কবন্ধী,
ইহারা ব্রহ্মপরাষণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ-পর
হইয়া 'ইনি আমাদেরকে সেই সমস্ত বলিবেন' এই ভাবিয়া ভগবান্
পিপ্পলাদের নিকট সমিৎ-হস্তে উপস্থিত হইলেন ।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যোণ শ্রদ্ধয়া
সংবৎসরং সংবৎসাথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্তামঃ
সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

অথ কবক্ষী কাত্যায়ন উপেতা পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুতো হ
বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তু ইতি ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহ-
তপাত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে । বয়িঞ্চ প্রাণাঙ্কে-
তোতো মে বলধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥ ৪ ॥

‘সঃ ঋষিঃ তান্ হ উবাচ,—ভূয়ঃ এব তপসা ব্রহ্মচর্যোণ শ্রদ্ধয়া চ সঃ
সংবৎসরং’ ‘সংবৎসাথ’ তিষ্ঠত, [ততঃ] ‘যথাকামং প্রশ্নান্’ ‘পৃচ্ছথ’ পৃচ্ছত ;
‘যদি বিজ্ঞাস্তামঃ’ [তদা] সর্বং হ’ ‘বঃ’ শৃণ্বান্ ‘বক্ষ্যামঃ ইতি’ ॥ ২ ॥

‘অথ’ সংবৎসবাদৃদ্ধম্ ‘কাত্যায়নঃ কবক্ষী [ঋষিম্] উপেতা পপ্রচ্ছ,—
‘ভগবন্, কুতঃ হ বৈ ইমাঃ’ ‘প্রজাঃ’ প্রাণিনঃ ‘প্রজায়ন্তে’ উৎপদ্যন্তে
‘ইতি’ ॥ ৩ ॥

‘সঃ তস্মৈ হ উবাচ,—প্রজাপতিঃ বৈ’ ‘প্রজাকামঃ’ প্রাণি-স্বক্ষুঃ সন্
‘সঃ’ ‘তপঃ অতপাত’ সঙ্কল্পং কৃতবান্, ইত্যর্থঃ, ‘সঃ তপঃ তপ্ত্বা—এতো মে

২ । সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, ‘পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও
শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিও, যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব ।’

৩ । তৎপর কত্যা-পুত্র কবক্ষী ঋষির নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
‘ভগবন্, এই প্রাণীসকল কোথা হইতে জন্মে ?’

৪ । তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—প্রজাপতি প্রজাকাম অর্থাৎ প্রাণী-
দের উৎপত্তিবিষয়ে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সঙ্কল্প

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়িক্বা এতৎ
সর্বং যন্ মূর্ত্ত্বকামূর্ত্ত্বক তস্মান্ মূর্ত্ত্বিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

অথাদিত্য উদয়ন যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন
প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে । যদ্ দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং
যদুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তর্য দিশো যৎ সর্বং প্রকাশয়তি
তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬ ॥

বহুধা প্রজ্ঞাঃ করিস্যতঃ—ইতি [মদ্রা] সং ‘রয়িম্’ অন্নম্ আদিভূতং চ
‘প্রাণং’ চৈতন্যং ‘চ’ [এতৎ] ‘মিথুনম্’ ‘উৎপাদয়তে’ অমৃজং ॥ ৪ ॥

‘আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ, রয়িঃ এব চন্দ্রমাঃ । যৎ মূর্ত্ত্বম্ অমূর্ত্ত্বং চ
এতৎ সর্বং বৈ রয়িঃ । তস্মান্ মূর্ত্ত্বিঃ রয়িঃ এব ।’ মূর্ত্ত্বসাম্প্রতিত্যাং অমূর্ত্ত্বমপি
যৎ রয়িঃস্বেন গৃহ্যতে, তৎ মূর্ত্ত্বঃ রয়িঃ কাশ্বি বক্তব্যতা,—ইতি আচাৰ্য্য-
সামলম্বি-সম্মতঃ ব্যাখ্যা ॥৫ ॥

‘অথ আদিত্যঃ উদয়ন’ ‘যৎ’ যদা প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,’ [তদা সং]
‘তেন’ স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা ‘প্রাচ্যান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু] রশ্মিষু’ ‘সন্নিধত্তে’
সন্নিবেশয়তি, আন্নভূতান্ করোতি । ‘যৎ’ যদা [সং] দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং
করিলেন, তিনি তপস্যা করিয়া ‘ইহারা আমার জন্ম বহুবিধ প্রাণ
উৎপাদন করিবে’ এই ভাবিয়া রয়ি অর্থাৎ আদিভূত এবং প্রাণ অর্থাৎ
চৈতন্য, এই মিথুন উৎপাদন করিলেন ।

৫ । আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি, মূর্ত্ত্ব ও অমূর্ত্ত্ব সংশ্লিষ্ট যাত্ৰ;
কিছু এই সমস্তই রয়ি; তন্মধ্যগত মূর্ত্ত্ববস্তু ত রয়ি বটেই ।

৬ । যখন আদিত্য উদিত হইয়া পূর্বদিকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি
তদ্বারা অর্থাৎ স্বপ্রকাশব্যাপ্তিদ্বারা পূর্বদিকস্থ প্রাণসমূহকে তাঁহার
রশ্মিতে গ্রহণ কবেন । যখন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ এবং

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাগোঃগ্নিরুদয়তে । তদেতদৃচা-
ভাক্তম্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং

পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্ ।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ

প্রাণঃ প্রজানামুদয়তোষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

যং উদীচীং যং অধঃ যং উক্লং যং ‘অন্তরাঃ দিশঃ’ কোণদিশঃ, অবান্তর-
দিশঃ ‘যং সর্ব্বং প্রকাশয়তি [তদা সঃ] তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ [তদীয়েষু]
রশ্মিযু সন্নিধে’ ॥ ৬ ॥

‘সঃ এষঃ’ ‘বৈশ্বানরঃ’ সর্ব্বজীবাত্মকঃ, ‘বিশ্বরূপঃ’ সর্ব্বপ্রপঞ্চাত্মকঃ
‘প্রাণঃ অগ্নিঃ’ সূর্য্যঃ ‘উদয়তে’ উদেতি । ‘তং এতং’ স্বচা ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রেণ
‘অভাক্তম্’ বিশিষ্টম্ উক্তম্ ॥ ৭ ॥

‘বিশ্বরূপং’ ‘হরিণং’ রশ্মিমন্ত্ৰং ‘জাতবেদসং’ জাতপ্রজ্ঞানম্ ‘পরায়ণং’
সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং ‘জ্যোতিবেকং’ সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতম্ অদ্বিতীয়ং ‘তপন্তম্’
তাপক্রিয়াং কুর্ক্কাণং [সূর্য্যং ব্রহ্মবিদঃ বিজ্ঞাতবন্তঃ] । ‘এষঃ সহস্র-
রশ্মিঃ’ ‘শতধা’ প্রাণিভেদেন অনেকধা ‘বর্তমানঃ প্রজানাম্ প্রাণঃ সূর্য্যঃ’
‘উদয়তি’ উদেতি ॥ ৮ ॥

অবান্তর দিক্ সকল এই সমুদায় প্রকাশ করেন, তখন তদ্বারা সমুদায়
প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন ।

৭ । এই সেই সর্ব্বজীবাত্মক, সর্ব্বপ্রপঞ্চাত্মক প্রাণ ও অগ্নিরূপ সূর্য্য
উদিত হইতেছেন । ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রদ্বারা এই বিষয় কথিত হইয়াছে ।

৮ । ‘বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জ্ঞানবান্, পরমাশ্রয়, অদ্বিতীয় জ্যোতি ও
তাপক্রিয়াকারী সূর্য্যকে [ব্রহ্মবিদেরা জানেন] । এই সহস্ররশ্মি,

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তৃষ্ণায়নে দক্ষিণাংকোত্তরঞ্চ । তদ্
যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে । তে চান্দ্রমসমেব লোক-
মভিজয়ন্তে । ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা
দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে । এষঃ হ বৈ রয়িষ্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াত্মানমগ্নিষ্যাদি-
ত্যমভিজয়ন্তে এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ
পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেয নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

‘সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য দক্ষিণং চ উত্তরং চ’ [ইতি হে]
‘অয়নে’ মার্গেণ [স্থঃ] । ‘যে হ বৈ’ ‘তৎ’ তত্র ‘ইষ্টাপূর্ত্তে’ ইষ্টং যাগাদি
কস্ম, পূর্ত্তং বাপীকুপ-গমনাদি কস্ম, ‘কৃতম্’ ক্যবাম্ ‘ইতি’ [মত্ৰা]
‘উপাসতে’ অনুতিষ্ঠন্তি, ‘তে চান্দ্রমসং লোকম্ এব’ অভিজয়ন্তে’ লভন্তে ।
‘তে পুনঃ এব’ ‘আবর্ত্তন্তে’ প্রত্যাগচ্ছন্তি, তস্মাৎ এতে’ প্রজাকামাঃ’
সন্তানার্থিনঃ ‘ঋষয়ঃ দক্ষিণং [মার্গম্] ‘প্রতিপদ্যন্তে’ গচ্ছন্তি । ‘এষঃ হ
বৈ রয়িষ্যঃ যঃ’ ‘পিতৃযাণঃ’ পিতৃণাং পত্না ॥ ৯ ॥

‘অথ পক্ষান্তরে [অন্ত্রে] ‘তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়া আত্মানম্
অগ্নিষা উত্তরেণ মার্গেণ’ ‘আদিতাং’ সূর্যালোকম্ ‘অভিজয়ন্তে’ । ‘এতৎ’
প্রাণিভেদে ষতদা বহুমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণ সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছেন ।

৯ । সংবৎসরই প্রজাপতি, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়ন
অর্থাৎ পথ আছে । যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তকে কাব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন,
তাহারা কেবল চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হন এবং তাহারা পুনরাবর্ত্তন কবেন,
অতএব সন্তানার্থী ঋষিবা দক্ষিণমার্গে গমন করেন । এই রয়িই পিতৃযাণ
অর্থাৎ পিতৃগণের পথ ।

১০ । কিন্তু অন্তরে ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অগ্নেমণ

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আলঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্ ।
অথোমে অন্ত উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে বড়র আলরপিতমিতি ॥ ১১ ॥

(পাক্, ১১৬৪।১২)

এষঃ সৃষ্যালোকঃ 'বৈ প্রাণানাম' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ, 'এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্'
এতৎ 'পরায়ণম্' পরা গতিঃ, 'এতস্মাৎ ন [কশ্চিৎ] পুনঃ আবর্তন্তে, ইতি'
[অতঃ] 'এষঃ' নিরোধঃ' নিকৃদ্ধা 'অনেন সংসারগতিঃ' ইতি, নিকৃদ্ধাঃ
অস্মাৎ অবিদ্বাংসঃ—ইতি ভাষ্যভাবঃ । 'তৎ' তস্মিন অর্থে 'এসঃ শ্লোকঃ'
[কথিতঃ] ॥ ১০ ॥

[কালবিদঃ এতম্ সৎবৎসরাত্মনাম্ আদিত্যম্] 'পঞ্চপাদং' পঞ্চ ঋতবঃ
পাদাঃ ইব যস্য ইতি, হেমন্ত-শিশিবৌ একীকৃত্য ইযং কল্পনা, 'দ্বাদশা-
কৃতিং দ্বাদশ মাসাঃ আকৃতিঃ' ইব যস্য ইতি 'পিতরং' [তথা] 'দিবঃ'
দ্যালোকস্য 'পরে অর্দ্ধে' 'পুরীষিণম্' উদকগৃষ্টি-কারিণম্ 'আলঃ' । 'অথ
অন্তো ইমে' 'বিচক্ষণং' নিপুণং, জ্ঞানিনম্ [আদিত্যং] 'সপ্তচক্রে বড়-অবে'
[রথে] 'অর্পিতং' স্থিতম্ 'ইতি আলঃ' ॥ ১১ ॥

কবির উত্তরমাগদ্বারা সৃষ্যালোক লাভ করেন, ইহা অর্থাৎ সৃষ্যালোকই
সমুদায় প্রাণের আশ্রয়, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা পরম আশ্রয়, ইহা
হইতে কেহ পুনর্বাবর্তন করেন না, অতএব ইহা শেষ গতি । এতদর্থে
এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে ।

১১ । কালবিদেরা এই সৎবৎসরাত্মক আদিত্যকে পঞ্চপাদ ও
দ্বাদশাকৃতি পিতা এবং দ্যালোকের পরাৰ্দ্ধে উদকগৃষ্টিকারী বলিয়া থাকেন ।
কিন্তু অন্তেরা জ্ঞানী আদিত্যকে সপ্তচক্র ও বড়-অর-যুক্ত রথে স্থাপিত
বলিয়া বলেন । ('পঞ্চপাদ'—হেমন্ত ও শিশিবকে এক পরিয়া পঞ্চ ঋতু
বাহার পাদ-স্বরূপ । 'দ্বাদশাকৃতি'—দ্বাদশ মাস বাহার আকৃতি স্বরূপ) ।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্ম্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়ি শুক্লঃ প্রাণ-
স্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ষ্বন্তীতর ইতরস্মিন্ ॥ ১১ ॥

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্মাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব
রয়িঃ প্রাণঃ বা এতে প্রস্কন্দন্তি । যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে
ব্রহ্মচর্য্যামেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ
প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪ ॥

‘মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্ম্য কৃষ্ণপক্ষঃ এব রয়িঃ’ ‘শুক্লঃ’ শুক্লপক্ষঃ
‘প্রাণঃ’ । ‘তস্ম্যং এতে ঋষয়ঃ শুক্লে’ ‘ইষ্টিং’ যাগং ‘কুর্ষ্বন্তি,’ ‘ইতরে’ অগ্নে
‘ইতরস্মিন্’ অগ্নিস্মিন্, কৃষ্ণপক্ষে, ইত্যর্থঃ, [ইষ্টিং কুর্ষ্বন্তি] ॥ ১২ ॥

‘অহোরাত্রঃ বৈ প্রজাপতিঃ, তস্ম্য অহঃ এব প্রাণঃ, রাত্রিঃ এব রয়িঃ ।
যে দিবা অহনি রত্যা সংযুজ্যন্তে এতে প্রাণঃ বৈ’ ‘প্রস্কন্দন্তি’ নির্গময়ন্তি ।
‘দং’ যে ‘রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে’ ‘তং’ তে ‘ব্রহ্মচর্য্যাম্ এব [আচরন্তি] ॥ ১৩ ॥

‘অন্নম্ বৈ প্রজাপতিঃ, ততঃ হ বৈ তং’ ‘বেতঃ’ শুক্রম্ [জায়তে]
‘তস্ম্যং’ [বেতসঃ] ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি’ ॥ ১৪ ॥

১২ । মাসই প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষই ইহার রয়ি, এবং শুক্লপক্ষ প্রাণ ।
অতএব এই ঋষিরা শুক্লপক্ষে যাগ কবেন, এবং অগ্নেরা অপব পক্ষে
করেন ।

১৩ । অহোরাত্রই প্রজাপতি, অহঃই ইহার প্রাণ এবং রাত্রিই রয়ি ।
যাহারা দিবসে রতিক্রিয়া কবে তাহারা স্বীয় প্রাণক্ষয় করে, আর যাহারা
রাত্রিতে রতিক্রিয়া করে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যই আচরণ করে ।

১৪ । অন্নই প্রজাপতি, তাহা হইতে সেই রেত অর্থাৎ শুক্র উৎপন্ন
হয় এবং ইহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মে ।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে ।
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকে। যেষাং তপো। ব্রহ্মচর্য্যঃ যেষু সত্যং
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো। ব্রহ্মলোকে। ন যেষু জিহ্মম্নতং মায়া
চেতি ॥ ১৬ ॥

‘তৎ’ তস্মাৎ হেতোঃ ‘যে হ তৎ’ ‘প্রজাপতিব্রতং’ স্বতঃ ভাষ্যাগমনং
‘চরন্তি’ অতিষ্ঠন্তি ‘তে’ ‘মিথুনম্’ পুত্রং দুহিতরং চ ‘উৎপাদয়ন্তে’ ।
‘তেষাম্’ এব এষাঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’ চান্দ্রমসঃ পিতৃনাগলক্ষণঃ ‘যেষাং তপঃ
ব্রহ্মচর্য্যঃ [চ অস্তি] যেষু [চ] সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্’ ॥ ১৫ ॥

‘তেষাম্ অসৌ’ ‘বিরজঃ’ শুদ্ধঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’ দেবযানলক্ষণঃ সূর্যালোকঃ
‘ন যেষু’ জিহ্মঃ কোটিল্যাম্ ‘অনৃতম্’ মায়া চ ইতি’ ॥ ১৬ ॥

১৫ । অতএব যাহারা সেই প্রজাপতি-ব্রত । স্বত্বকালে ভাষ্যাগমন ।
অনুষ্ঠান করেন, তাহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উৎপাদন করেন । যাহাদের
তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যা আছে, এবং যাহাদিগের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে,
এই ব্রহ্মলোক (অর্থাৎ পিতৃনাগলক্ষণ চন্দ্রলোক) তাহাদেরই । ১৫ ।

১৬ । সেই শুদ্ধ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দেবযানলক্ষণ সূর্যালোক তাহাদের,
যাহাদের মধ্যে কোটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—ঃ(০)ঃ—

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কতে্যব দেবাঃ
প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেবাং বরিষ্ঠ
ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ
পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি
বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২ ॥

‘অথ হ এনম্’ এতন্ পিঙ্গলাদম্ ‘ভার্গবঃ’ বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্,
‘কতি’ কিয়ংসংখ্যাকাঃ ‘এব’ ‘দেবাঃ’ শক্তয়ঃ ‘প্রজাম্’ প্রাণিশরীরম্
‘বিধারয়ন্তে’ ? ‘কতরে’ বুদ্ধৌদ্ভিদ-কস্মৈন্দিয়াণাং মধ্যে কে ‘এতৎ’
[প্রকাশনং] স্বমাহাত্ম্য-প্রথাপনম্ ‘প্রকাশয়ন্তে’ ? ‘কঃ পুনঃ এবাং’ ‘বরিষ্ঠঃ’
শ্রেষ্ঠতমঃ ‘ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ,—আকাশঃ হ বৈ এষঃ দেবঃ, বায়ুঃ, অগ্নিঃ,
আপঃ, পৃথিবী, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ । তে [একদা স্বস্বমাহাত্ম্যাম্]
প্রকাশ্য অভিবদন্তি, বয়ম্ এতৎ ‘বাণম্’ ‘বীণাং’, শরীরম্ ইত্যর্থঃ ‘অবষ্টভ্য’
বাপ্য ‘বিধারয়ামঃ’ ॥ ২ ॥

১। তৎপব তাঁহাকে অর্থাৎ পিঙ্গলাদ ঋষিকে ভৃগু-পুত্র বৈদভি
বলিলেন, “ভগবন্, কত সংখ্যক শক্তি প্রাণি-শরীরকে ধারণ করে,
তাঁহাদেব মনো কোন্ কোন্ শক্তি স্বস্বমাহাত্ম্য প্রকাশ করে, এবং
ইহাদের মনো কোন্ শক্তিই বা শ্রেষ্ঠতম ?”

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “সেই সকল শক্তি আকাশ, বায়ু, অগ্নি,
জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র । ইহারা একদা নিজ নিজ

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ । মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতং
পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যেতদ্ বাণমবষ্টভা বিধারয়ামীতি
তেহশ্রদ্ধদানা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

মোহভিমানাদুর্দ্ধমুংক্রামত ইব তস্মিন্ উংক্রামত্যেতরে
সৰ্ব্ব এবোংক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে ।
তদুথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুংক্রামন্তঃ সৰ্ব্বা এবোংক্রামন্তে
তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বায়ুনশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণঃ স্তবন্তি ॥ ৪ ॥

[তদা] ‘বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ তান্ উবাচ,—মা মোহম্’ ‘আপদ্য’ আপদ্যত্,
প্রাপ্নত, অবিবেকতয়া মিথ্যাভিমানং মা কুরুত, ইত্যর্থঃ । ‘মোহম্’ এব
‘এতৎ’ এতম্ আত্মানম্ ‘পঞ্চধা’ প্রবিভজ্য এতৎ বাণম অবষ্টভা
বিধারয়ামি ইতি’ । ‘তে’ । প্রানোক্তে বিষয়ে] ‘অশ্রদ্ধদানাঃ’ অবিগ্রসনঃ
‘বভূবুঃ’ ॥ ৩ ॥

[তদা] ‘সঃ অভিমানাং উর্দ্ধম্’ ‘উংক্রামতে’ উংক্রামতি, উর্দ্ধম্ বহিঃ
গচ্ছতি ‘ইব’ । ‘তস্মিন্ উংক্রামতি’ [সতি] ‘অথ’ তদা ‘ইতবে সন্নে এব’
মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্বক বলিলেন, ‘আমরা প্রত্যেকে এই বীণা অর্থাৎ
শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি’ ।

৩ । তখন শ্রেষ্ঠতম প্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন, ‘মোহ প্রাপ্ন হইও
না অর্থাৎ অবিবেক-বশতঃ মিথ্যাভিমান করিও না, আমিই আপনাকে
পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ব্যাপিয়া রক্ষা করিতেছি ।’
তাহারা এই কথা প্রত্যয় করিলেন না ।

৪ । তাহাতে তিনি অভিমান-বশতঃ যেন উংক্রান্ত অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে
বহির্গত হইলেন । তিনি উংক্রান্ত হওয়াতে অন্য সকলেই উংক্রান্ত

এযোঃগ্নিস্তপতোষ সূর্য্য এষ পৰ্জ্জন্তো। মঘবানেষ বায়ুরেষ
পৃথিবী রয়ির্দেব সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

‘উংক্রামন্তে’ উংক্রামন্তি, ‘তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানো সৰ্ব্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে।
তং যথা মধুকর-রাজানাম্ উংক্রামন্তং সৰ্ব্বাঃ এব [মক্ষিকাঃ] উংক্রামন্তে,
তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানো সৰ্ব্বাঃ এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং
চ [অকুর্দ্বন। অতঃ] তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তবন্তি’ ॥ ৪ ॥

এষঃ অগ্নিঃ [সন্] তপতি, এষঃ সূর্য্যঃ, এষঃ ‘পৰ্জ্জন্তো’ মেঘঃ ‘এষঃ’
‘মঘবান্’ ইন্দ্রঃ, ‘এষঃ বায়ুঃ, এষঃ পৃথিবী, [এষঃ] দেবঃ ‘রয়িঃ’ চন্দ্রঃ।
যৎ ‘সৎ’ মৃতম্, ‘অসৎ’ অমৃতম্, ‘অমৃতং চ’ [এষঃ তং এব] ॥ ৫ ॥

‘বথনাভৌ’ অরাঃ ইব প্রাণে সৰ্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্। ঋচঃ, যজুংষি,
সামানি, যজ্ঞঃ, ‘ক্ষত্রঃ’ ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণঃ, ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মণ্যঃ বর্ণঃ ‘চ’ [ইতি সৰ্বম্
প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্] ॥ ৬ ॥

হইলেন, তিনি স্থির হওয়াতে সকলেই স্থির হইলেন। যেমন মধুকর-
রাজ উড্ডীন হইলে সমুদয় মধুমক্ষিকাউ উড্ডীন হয়, এবং সে স্থির হইলে
সকলেই স্থির হয়, বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্রও তাহাই করিলেন। অতঃপর
তাহারা প্রীত হইয়া প্রাণেব স্তব করিতে লাগিলেন। ৪।

৫। ইনি অগ্নি রূপে প্রজ্জ্বলিত হন, ইনি সূর্য্য, ইনি পৰ্জ্জন্ত অর্থাৎ
মেঘ, ইনি ইন্দ্র, ইনি বায়ু, এই দেব রয়ি অর্থাৎ চন্দ্র, যাহা সৎ অর্থাৎ
আকারযুক্ত, অসৎ অর্থাৎ আকারশূন্য এবং অমৃত, তাহাও তিনি।

৬। যেমন রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ সংলগ্ন থাকে, তেমনি সমস্তই
প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋক্, যজু, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ
সকলেই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাপতিশ্চবসি গতে ত্বমেব প্রতিজায়সে ।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্তিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭ ॥

দেবানামসি বহিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।

ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ষাঙ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্তং প্রাণ ভোজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা ।

ত্বমহুরিক্ষে চরসি সূর্যাস্তং জ্যোতিবাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥

‘ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ, [ত্বম্ এব] গতে চবসি,’ [ত্বম্ এব] ‘প্রতিজায়সে’
পিতৃঃ মাতৃঃ চ প্রতিকৃপঃ সন্ জায়সে । তে ‘প্রাণ, বঃ’ ‘প্রাণৈঃ’ চক্ষুবাদিভিঃ
ইন্দ্রিযৈঃ সত ‘প্রতিতিষ্ঠসি,’ ‘ইমাঃ প্রজাঃ’ ‘তু’ পাদপূরণে, ‘তুভ্যং’ ঐদর্থং
চক্ষুবাদিদ্ভাবৈঃ। ‘বলিং’ দৃশ্যাদি-ভোগ্য-পদার্থনিচয়ঃ ‘হরন্তি’ আহবন্তি ॥ ৭ ॥

। ত্বম্ । ‘দেবানাম্’ ‘বহিতমঃ’ হবিষাঃ শ্রেষ্ঠতমঃ বাহকঃ । তথা ।
‘পিতৃণাম্ প্রথমা’ ‘স্বধা’ নান্দীমুখে শ্রীক্ষে পিতৃভাঃ যৎ অন্নং দীয়তে তৎ
দেবপ্রদানম্ অপেক্ষা প্রথমং ভবতি, তন্ম অপি পিতৃভাঃ প্রাপয়িতা ত্বম্
এব ইত্যর্থঃ । [ত্বং] ‘ঋষীণাং চরিতং সত্যং’ ঋষীণাং সত্যচরণং, তন্ম
কাবণম্ ইত্যর্থঃ । অথবা ঋষীণাং চক্ষুবাদীনাং চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্
অবিতথং ‘দেঃ দাবণাদি-উপকাব-লক্ষণম্’ ইতি ভাষ্যকারঃ । । ত্বম্ ।
‘আঙ্গিরসাম্’ অঙ্গিরসভূতানাং ঋষীণাম্ ‘অথর্ষা অসি’ ॥ ৮ ॥

৭ । তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গন্তম্যো বিচরণ কর, এবং পিতা মাতার
প্রতিকৃপ হইয়া জন্মগ্রহণ কব । তে প্রাণ, যে চক্ষুদি-ইন্দ্রিয়গণ সত বাস
করিতেছ, তোমার জন্মই এই প্রাণিসমূহ চক্ষুদি-যোগে বলি অর্থাৎ
দৃশ্যাদি ভোগ্য বস্তু আহরণ করে ।

৮ । তুমি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠতম হবি-বাহক, তুমি পিতৃদিগের প্রথম
স্বধা অর্থাৎ স্বধা-বাহক । তুমি ঋষিদিগের সত্যচরণ স্বরূপ অর্থাৎ সত্য-
চরণেব কারণ, এবং আঙ্গিরস ঋষিদিগের মধ্যে তুমিই অথর্ষা ।

যদা হুমভিবর্ষস্বাথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ ।

আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকস্বামিরক্তা বিশ্বস্ত্বং সম্পতিঃ ।

বয়মাগম্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥ ১১ ॥

৩ে ‘প্রাণ, ত্বং’ ‘তেজসা’ বীৰ্যোণ ‘ইন্দ্রঃ,’ [‘দ্রম্’] ‘পরিরক্ষিতা রুদ্র-
[অসি]’ । ‘দ্রম্’ অন্তরীক্ষে চরসি, ত্বং জ্যোতিষাম্ পতিঃ [সূর্য্যঃ]’ ॥ ৯ ॥

৩ে ‘প্রাণ, যদা [পর্জন্ত্যঃ ভূত্বা বারি] অভিবর্ষসি, ‘অথ তে ইমাঃ
প্রজাঃ’ ‘কামায়’ ইচ্ছাতঃ ‘অন্নং’ ভবিষ্যতি ইতি [মদ্বা । আনন্দরূপাঃ
[সত্যঃ] তিষ্ঠন্তি’ । অথবা ‘প্রাণতে ইতি পাঠে, ‘ইমাঃ প্রজাঃ’ ‘প্রাণতে’
প্রাণচেষ্টাং কুর্ষন্তি ॥ ১০ ॥

৩ে ‘প্রাণ, ত্বম্’ ‘ব্রাত্যঃ’ প্রথমজাত্যং অন্ত্যস্ত্বং সম্পত্ত্বং; অভাবাৎ
অসংস্কৃতঃ স্বভাবতঃ এব শুদ্ধঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ । ‘একসিঃ’ অথর্কণাং
প্রসিদ্ধঃ একসিঃ নাম অগ্নিঃ, ‘বিশ্বস্ত্বং’ সর্বস্ত্বং ভক্ষদ্রব্যস্ত্বং ‘অত্রা’ ভক্ষকঃ,
[তথা] ‘সম্পতিঃ’ । ‘বয়ং’ [তব] ‘আগম্য’ ভক্ষদ্রব্যস্ত্বং ‘দাতারঃ, ত্বং’
‘মাতরিশ্বনঃ, বায়োঃ ‘পিতা,’ অথবা পাঠান্তরে, ৩ে ‘মাতরিশ্বন্,’ [ত্বং] ‘নঃ’
অস্মাকম ‘পিতা’ ॥ ১১ ॥

৯ । ৩ে প্রাণ, বনে তুমি ইন্দ্র, বক্ষকরূপে রুদ্র । তুমি অন্তরীক্ষে
বিচরণ কর, তুমি সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতিস্বরূপ সূর্য্য ।

১০ । যখন তুমি মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ কর, তখন তোমার সৃষ্ট এই
প্রাণিসমূহ ‘ইচ্ছান্তরূপে অন্ন হইবে’ এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় ।

১১ । হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য অর্থাৎ অসংস্কৃত,—প্রথমজাত বলিয়া অগ্নি
সংস্কার-কর্ত্তার অভাবে অসংস্কৃত, অর্থাৎ স্বভাবতঃই শুদ্ধ,—তুমি একসি
অর্থাৎ অথর্কদিগের একসি নামক অগ্নি, সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যের ভক্ষক,
এবং সম্পতি । আমরা তোমার ভক্ষ্যদ্রব্যের দাতা । তুমি বায়ুর পিতা
(অথবা, পাঠান্তরে,) হে বায়ো, তুমি আমাদের পিতা ।

যা তে তনুর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি ।

যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২ ॥

প্রাণশ্বেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩ ॥

‘যা’ ‘তে’ তব ‘তনুঃ’ বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি
[প্রতিষ্ঠিতা] যা চ মনসি ‘সন্ততা’ সমন্তগতা, ব্যাপ্তা, ‘তাং’ [তনুং].
‘শিবাং’ শান্তাং ‘কুরু, মা উৎক্রমীঃ’ ॥ ১২ ॥

‘ইদং সর্বং, যং’ [চ] ‘ত্রিদিবে’ তৃতীয়শ্রাং দিবি, স্বর্গে ইত্যর্থঃ
‘প্রতিষ্ঠিতং’, [তং সর্বং] ‘প্রাণশ্চ বশে’ [অস্তি] । [হে প্রাণ, ত্বম
অস্মান্] ‘মাতা পুত্রান্ ইব রক্ষস্ব’, ‘নঃ’ অস্মভাং ‘শ্রীঃ’ শ্রিয়ঃ ‘চ প্রজ্ঞাং
চ’ ‘বিধেহি’ বিধংস্ব ‘ইতি’ ॥ ১৩ ॥

১২ । তোমার যে তনু বাক্যে, শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে, যাহা মনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই তনুকে শান্ত কর, তুমি
উৎক্রান্ত হইও না ।

১৩ । এই সমস্ত, এবং যাহা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সমস্তই
প্রাণের বশে আছে । হে প্রাণ, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন,
তেমনি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর । আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান
কর ।

ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

—:~:—

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুত এষ
প্রাণো জায়তে কথমায়াতাস্মিঞ্জুরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং
প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহুমভিধত্তে কথমধ্যাত্ম-
মিতি । ১ ।

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি
তস্মাত্তেহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

‘অথ হ এনম্ আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ চ পপ্রচ্ছ, ভগবন্, কুতঃ এষঃ
প্রাণঃ জায়তে ? কথম্ অস্মিন্ শরীরে আয়াতি ? কথং বা আত্মানম্
প্রবিভজ্য’ ‘প্রাতিষ্ঠতে’ প্রতিতিষ্ঠতি ? ‘কেন’ [বৃত্তি-বিশেষেণ অস্মাৎ
শরীরাত্] ‘উৎক্রমতে’ উৎক্রামতি, বহির্গচ্ছতি ? ‘কথম্’ ‘বাহম্’ ভূতানি
দেবতান্, ‘কথম্’ ‘অধ্যাত্মম্’ ‘অন্তর্ভূতান্’ জীবাশ্চ : ‘অভিধত্তে’
ধারণতি ? ‘ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ’,—‘অতিপ্রশ্নান্’ বিযমান্ প্রশ্নান্ ‘পৃচ্ছসি’ ।
‘ব্রহ্মিষ্ঠ অসি, ইতি তস্মাৎ তে অহম্ ব্রবীমি’ ॥ ২ ॥

১। তৎপর অশ্বল-পুত্র কৌসল্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ভগবন্, এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মে ? এই শরীরে কিরূপে আসে ?
আপনাকে বিভাগ করিয়া কিরূপেই বা থাকে ? কোন্ বৃত্তিবিশেষ-দ্বারা
এই শরীর হইতে উৎক্রামণ করে ? কিরূপে বাহু বস্তু অর্থাৎ ভূত ও
দেবতাদিগকে এবং আধ্যাত্মিক বস্তু অর্থাৎ জীবাশ্চাদিগকে ধারণ করে ?”

২। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিতেছ ? তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ, স্মতরাং আমি তোমাকে বলিতেছি” ।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে'। যথেষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেত-
দাততং মনোকৃতেনায়াতাস্মিঞ্জরীরে। ৩।

যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে। এতান্ গ্রামানেনাং
গ্রামানধিতিষ্ঠস্বৈত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক
পৃথগেব সন্নিধন্তে। ৪।

পায়ুপস্থেহপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং
প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধূতমন্নং সমং নয়তি
তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি। ৫।

‘আত্মনঃ এষঃ প্রাণঃ জায়তে। যথা পুরুষে এষা ছায়া, [তথা]
এতস্মিন্ [আত্মনি] ‘এতৎ’ এষঃ প্রাণঃ ‘আততম্’ বিদ্বতম্, আশ্রিতম্।
[এষঃ] ‘মনোকৃতেন’ মনঃকৃতেন, মনসঃ সঙ্কলেন, সন্ধিঃ আর্দঃ, ‘অস্মিন্
শরীরে আয়াতি’ ॥ ৩ ॥

‘যথা সম্রাট্ এব’ ‘অধিকৃতান্’ ভূতান্, কৰ্ম্মচারিণঃ, ‘এতান্ গ্রামান্,
এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব ইতি’ ‘বিনিযুক্তে’ আজ্ঞাপয়তি, ‘এবম্ এব
এষঃ প্রাণঃ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথক্ এব’ ‘সন্নিধন্তে’ সন্নিবেশয়তি ॥ ৪ ॥

‘পায়ুপস্থে’ পায়ু মলদ্বারে, উপস্থে জনেন্দ্রিয়ে, ‘অপানং’ [সন্নিবেশ-
য়তি]; ‘প্রাণঃ স্বয়ম্ মুখনাসিকাভ্যাং [নির্গচ্ছন্] চক্ষুঃ শ্রোত্রে প্রাতিষ্ঠতে’।

৩। প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে। যেমন মহুয্যের এই ছায়া, তেমনি
ইহাতে অর্থাৎ আত্মাতে ইহা বিদ্বত অর্থাৎ আশ্রিত রহিয়াছে। মনের
সঙ্কলবশতঃ ইহা এই শরীরে আসে।

৪। যেমন সম্রাট্ কৰ্ম্মচারিদিগকে ‘এই সকল গ্রাম শাসন কর, এই
সকল গ্রাম শাসন কর’ এই বলিয়া আদেশ করেন, তেমনি এই প্রাণ
অগাণ্ড প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করেন।

৫। মলদ্বার ও জনেন্দ্রিয়ে অপানকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন;

হৃদি হোষ আত্মা । অত্রৈতাদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং
শতং শতমেকৈকশ্রাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী
সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি । ৬ ।

‘নদো তু সমানঃ’ [অবস্থিতঃ] । ‘এষঃ হি এতং’, ‘হৃতম্’ জঠরাগ্নৌ
প্রক্ষিপ্তম্ ‘অন্নং’ ‘সমং নয়তি’, সমভাগেন শরীরংশেষে বহতি, ‘তস্মাৎ’
অশিত-পীতেক্ষনাং অগ্নেঃ ঔদায্যঃ ‘এতাঃ’ ‘সপ্তাচ্চিষঃ’ সপ্তসংখ্যাকাঃ
দীপ্তয়ঃ, “দর্শনদ্বয়ং শ্রবণদ্বয়ং প্রাণদ্বয়ং মূথকৈকমিতি সপ্তাচ্চিষঃ” ইতি
আনন্দগিরিঃ, ‘ভবন্তি’ ॥ ৫ ॥

‘হৃদি হি এষঃ আত্মা’ [অস্তি] । ‘অত্র’ অস্থি হৃদয়ে ‘নাড়ীনাং এতং’
‘একশতং’ একোত্তর শতং [অস্তি তাসাং, নাড়ীনাম্] ‘এক-একশ্রাং’ [শতং
শতং শাখাভূতম্ অস্তি, তাসাং চ] ‘প্রতিশাখানাড়ী’ এক-একশ্রাং শাখা-
নাড়ীং প্রতি ‘দ্বাসপ্ততিঃ’ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি, [নাডাঃ] ‘ভবন্তি, আসু’
[নাড়ীষু] ‘ব্যানঃ’ ব্যাপনাং, সর্বদেহং সংব্যাপ্য বর্ততে ইতি, ‘চরতি’ ॥ ৬ ॥

প্রাণ স্বয়ং মূথ ও নাসিকাদ্বারা নির্গত হইয়া চক্ষু ও কর্ণে বাস করেন ।
মধ্যে সমান অবস্থিত । ইনিই জঠরাগ্নিতে হৃত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অন্ন সমান
করেন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীরংশে সমানভাবে বহন করেন, তাহা
হইতেই অর্থাৎ উদরস্থ অন্নরূপ ইন্ধন হেতুক উদরাগ্নির উত্তাপ বশতঃ সপ্ত
দীপ্তি হয় । (সপ্তদীপ্তি—চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ভ্রাণদ্বয় ও মূথ) ।

৬ । হৃদয়েই এই আত্মা আছেন । এখানে অর্থাৎ হৃদয়ে এই
একোত্তর শত নাড়ী আছে, সেই নাড়ীসমূহের এক একটীতে এক শত
করিয়া শাখা-নাড়ী আছে, আবার তাহাদের মধ্যে এক একটী শাখা-
নাড়ী প্রতি দ্বাসপ্ততি সহস্রবার করিয়া নাড়ী আছে ; এই সকল নাড়ীতে
ব্যান অর্থাৎ যিনি সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন তিনি বিচরণ করেন

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন
পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ । ৭ ।

আদিত্যো হ বৈ বাহুঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হোনং চাক্ষুষং
প্রাণমন্নুগৃহ্নানঃ । পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্তাপানমবষ্ট-
ভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

‘অথ একয়া’ [উর্দ্ধগয়া স্তম্ভাখ্যায়া নাড্যা] ‘উর্দ্ধঃ’ উর্দ্ধগতঃ সন্
‘উদানঃ’ কণ্ঠস্থঃ বায়ুঃ ‘পুণ্যেন’ পুণ্যকক্ষণা ‘পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন’
পাপং [লোকম্] ‘উভাভ্যাম্’ পুণ্যাপাভ্যাম্ ‘এব মনুষ্যলোকং’ [নয়তি] ॥ ৭ ॥

‘আদিত্য হ বৈ বাহুঃ প্রাণঃ, এষঃ হি এনং’ ‘চাক্ষুষং’ চক্ষুশি ভবং
‘প্রাণম্’ ‘অন্নুগৃহ্নানঃ’ রূপোপলক্ষ্যে চক্ষুশঃ আলোকং কুর্বন ‘উদয়তি’ ।
‘পৃথিব্যাং যা দেবতা’ পৃথিব্যাভিমানিনী দেবতা [অস্তি] ‘সা এষা পুরুষস্তা-
পানম্’ ‘অবষ্টভা’ আক্ৰম্য, বশীকৃত্য, [অধঃ এব অপকর্ষণেন অন্নগ্রহং
কুর্বতী বর্ততে] । ‘অন্তরা’ মধ্যে ‘যং’ যঃ ‘আকাশঃ সঃ’ ‘সমানঃ’ সমানম্

৭ । তন্মধ্যে একটি নাড়া অর্থাৎ উর্দ্ধগামী ‘স্তম্ভা’ নাড়ীদ্বারা উদান
উর্দ্ধগত হইয়া জীবকে পুণ্যকক্ষদ্বারা পুণ্যলোকে, পাপ কক্ষদ্বারা পাপ-
লোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়বিধ কক্ষদ্বারাই মনুষ্যলোকে লইয়া যান ।

৮ । ‘আদিত্যই বাহু প্রাণ । ইনি এই চক্ষুঃস্থিত প্রাণকে সাহায্য
করতঃ অর্থাৎ রূপোপলক্ষির জন্ত চক্ষুতে আলোক প্রদান করতঃ উদিত
হইতেছেন । পৃথিবীতে যে দেবতা আছেন অর্থাৎ যে দেবতা ‘আমি
পৃথিবী’ এরূপ মনে কবেন, তিনি মনুষ্যের অপানকে ধারণ করিয়া
আছেন অর্থাৎ অপানকে অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া সাহায্য
করিতেছেন’ । মধ্যে যে আকাশ, তিনি সমান অর্থাৎ সমানকে সাহায্য
করতঃ বর্তমান, আছেন । (আকাশ ও সমান উভয়েই মধ্যবর্তী,

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ । পুনৰ্ভবমিন্দ্রিয়ৈ-
ৰ্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ । সহাশ্বনা
যথাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

অনুগৃহ্নানঃ বর্ততে ইত্যর্থঃ । মধ্যবর্তিতসামান্যং আকাশ-সমানয়োঃ
একত্বম্ । ‘বায়ু ব্যানঃ’ বায়ুঃ ব্যানম্ অনুগৃহ্নানঃ বর্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
ব্যাপ্তি-সামান্যং বায়ুব্যানয়োঃ একত্বম্ ॥ ৮ ॥

‘তেজঃ’ বাহ্যতেজঃ ‘হ বৈ উদানঃ’ সং স্বেন প্রকাশেন উদানবায়ুম্
অনুগৃহ্নানঃ বর্ততে ইত্যর্থঃ, ‘তস্মাৎ’ উপশান্ততেজাঃ’ ক্ষীণায়ুঃ পুরুষঃ
‘মনসি’ ‘সম্পদ্যমানৈঃ’ প্রবিশদ্বিঃ ‘ইন্দ্রিয়ৈঃ’ [সহ] পুনৰ্ভবং শরীরান্তরম্
[প্রতিপদাতে] ॥ ৯ ॥

[এষঃ জীবঃ মরণকালে] ‘যচ্চিত্তঃ’ যাদৃক্-চিত্তঃ [ভবতি] ‘তেন’ [চিত্তেন]
‘এব’ [সহ] ‘প্রাণম্’ মুখ্যপ্রাণবৃত্তিম্ ‘আয়াতি’ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যসা
প্রাণবৃত্ত্যা এব অবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ । ‘প্রাণঃ’ ‘তেজসা’ উদানবৃত্ত্যা [সহ]

এই সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব ।) বায়ু ব্যান অর্থাৎ ব্যানকে সাহায্য
করতঃ বর্তমান আছেন । (ব্যাপ্তি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাতেই বায়ু ও
ব্যানের একত্ব) ।

৯ । তেজ অর্থাৎ বাহ্য তেজই উদান, অর্থাৎ বাহ্য তেজ উদান
বায়ুকে সাহায্য করতঃ বর্তমান আছেন । সেই জন্ত যে মনুষ্যের তেজ
উপশান্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে, সে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট
ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় ।

১০ । মরণকালে এই জীবের চিত্ত ষেক্রপ থাকে, সেক্রপ চিত্তের
সহিত তিনি প্রাণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া কেবল প্রধান
প্রাণবৃত্তির সহিত অবস্থিতি করেন । প্রাণ তেজের অর্থাৎ উদানবৃত্তির

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ।

ন হাশ্চ প্রজা হীয়তেহমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূত্বৈকেব পঞ্চধা ।

অধ্যাত্মৈকেব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে

বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ইতি ॥ ১২ ॥

‘যুক্তঃ’ [সন্] ‘আত্মনা’ জীবাত্মনা [সহ পুণ্যাপাপকৰ্ম্মবশাৎ] ‘যথাসঙ্কলিতং’
যথাভিপ্রেতং ‘লোকং নয়তি’ ॥ ১০ ॥

‘যঃ বিদ্বান্ প্রাণম্ এবং বেদ, ন হ অশ্চ’ ‘প্রজাঃ’ পুত্রপৌত্রাদয়ঃ
‘হীয়তে’ হীয়ন্তে, ছিদ্যন্তে, [সঃ] ‘অমৃতঃ ভবতি’ । ‘তং’ এতস্মিন্ অর্থে
[সংক্ষেপাভিধায়কঃ] ‘এষঃ’ ‘শ্লোকঃ’ মন্ত্ৰঃ [উক্তঃ ভবতি] ॥ ১১ ॥

‘প্রাণস্য উৎপত্তিম্’ ‘আয়তিম্’ আগমনম্, ‘স্থানং’ স্থিতিম্, ‘বিভূত্বং’
কর্তৃত্বং ‘চ এব পঞ্চধা’ [বিভাগম্], ‘অধ্যাত্মম্’ অভ্যন্তরত্বং ‘চ এব
বিজ্ঞায়’ [লোকঃ] ‘অমৃতম্’ অমরত্বম্ ‘অশ্নুতে’ ॥ ১২ ॥

সহিত যুক্ত হইয়া আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পুণ্যাপাপ কৰ্ম্ম বশতঃ
যথা-সঙ্কলিত লোকে লইয়া যান ।

১১ । যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণকে এই রূপে জানেন, তাঁহার সন্তান
বিনষ্ট হয় না, এবং তিনি অমর হন । এই উদ্দেশ্যে [সংক্ষেপাভিধায়ক]
এই শ্লোক কথিত হইতেছে ।

১২ । প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, কর্তৃত্ব, পঞ্চ প্রকার বিভাগ
ও অভ্যন্তরত্ব জানিয়া লোকে অমরত্ব প্রাপ্ত হয় ।

ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

— ০ঃ*ঃ০ —

অথ হৈনং সৌম্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছঃ । ভগবন্তেতস্মিন্
পুরুষে কানি স্বপত্তি কাত্মস্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্
পশ্যতি কষ্টৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্ নু সৰ্ব্বৈ সম্প্রতিষ্ঠিতা
ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । যথা গার্গ্য মরীচয়োহর্কশ্রাস্তং গচ্ছতঃ
সৰ্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি । তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ

‘অথ হ এনং’ ‘সৌম্যায়ণী’ সৌম্যায়ণিঃ ‘গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ, — ভগবন্,
এতস্মিন্’ ‘পুরুষে’ জীবদেহে ‘কানি’ [করণানি [‘স্বপত্তি’ স্বাপং কুর্কন্তি,
— স্বব্যাপারান্ উপবমন্তে ? ‘কানি অস্মিন্’ ‘জাগ্রতি’ স্বব্যাপারান্ কুর্কন্তি ?
‘কতরঃ এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? ‘কস্মি’ ‘এতৎ’ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিষু অন্তর্ভূতং
‘সুখম্ ভবতি ? কস্মিন্ নু সৰ্ব্বৈ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি ইতি’ ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ—[হে] গার্গ্য, যথা অন্তং গচ্ছতঃ অর্কশ্র সৰ্ব্বাঃ’
‘মরীচয়ঃ’ রশ্ময়ঃ ‘এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে’ সূর্য্যে ‘একীভবন্তি,’ [তস্মৈ অর্কশ্র

১। তৎপর সৌম্যপুত্র গার্গ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্,
এই পুরুষে অর্থাৎ জীবদেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত হয় অর্থাৎ নিজ
নিজ কার্য্য ইহাতে উপরত হয় ? ইহাতে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগরিত
থাকে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য কবে ? কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে ? এই
(অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিতে অন্তর্ভূত) সুখ কাহার হয় অর্থাৎ কে অন্তর্ভব
করে ? কাহাতে সকলে সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে” ?

২! তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “হে গার্গ্য, যেমন সূর্য্য অন্তর্গত

প্রচরন্ত্যবং হ বৈ তৎ সৰ্বং পরে দেবে মনশ্চকীভবন্তীতি ।
 তেন তর্হ্যেয পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন
 রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন
 বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি । গার্হপত্যো হ বা
 এষোহপানো ব্যানোহস্থাহার্য্যপচনো যদ্ গার্হপত্যাং প্রণীয়তে
 প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

এব] ‘পুনঃ উদযতঃ তাঃ’ [পুনঃ] ‘প্রচরন্তি’ বিকীর্ণান্তে, ‘এবং হ বৈ তৎ
 সৰ্বং’ [বিষয়েন্দ্রিয়াণিজাতং] ‘পবে’ ‘দেবে’ দ্যোতনবতি ‘মনসি একী-
 ভবন্তি’ । ‘তেন’ [হেতুনা] ‘ততি’ তদা ‘এষঃ পুরুষঃ ন শৃণোতি, ন পশ্যতি,
 ন ‘জিঘ্রতি’ আশ্রাণং করোতি, ‘ন’ ‘রসয়তে’ আশ্বাদতে, ‘ন স্পৃশতে, ন
 অভিবদতে’, ‘ন’ ‘নাদত্তে’ গৃহ্নাতি, ‘ন আনন্দয়তে, ন বিসৃজতে, ন’
 ‘ইয়ায়তে’ গচ্ছতি, [তদা সঃ] ‘স্বপিতি’ [লোকাঃ] ‘ইতি, ‘আচক্ষতে’
 কথয়ন্তি ॥ ২ ॥

[তদা] ‘এতস্মিন্’ ‘পুরে’ পূর্ব-রূপিণি দেহে ‘প্রাণাগ্নয়ঃ’ গৃহরক্ষিতাঃ
 অগ্নয়ঃ ইব প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ ‘এব জাগ্রতি’ । [তেষাং মনো] এষঃ

হইলে সন্মুদয় স্মারশ্মি এই তেজোমণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যো একীভূত হয়, এবং
 পুনরায় সূর্য্য উদিত হইলে সেই রশ্মিসমূহ পুনর্বার বিকীর্ণ হয়, তেমনই
 তৎসমস্ত অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি
 মনে একীভূত হয় । সেই জগৎ তখন এই পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আশ্রাণ,
 আশ্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, গ্রহণ, আনন্দাশ্রভব, মলত্যাগ, গমন, কিছুই
 করেন না, তখন ‘ইনি নিদ্রিত,’ লোকে এই কথা বলে ।

৩। তখন এই শবীবরূপ পুরীর মনো কেবল প্রাণাগ্নিসমূহ অর্থাৎ
 গৃহবক্ষিত, অগ্নিসমূহের দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু জাগরিত থাকে ।

তদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহ্তী সন্মং নয়তীতি স সমানঃ ।
মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমান-
মহরহব্রক্ষ গময়তি ॥ ৪ ॥

অপানঃ হ বৈ 'গার্হপত্যঃ' তন্মাতা যজ্ঞীয় প্রধানঃ অগ্নিঃ, 'ব্যানঃ'
'অন্বাহার্যাপচনঃ' দক্ষিণাগ্নিঃ । ব্যানঃ দক্ষিণ-স্বযির-দ্বারেণ হৃদয়াং
নিগচ্ছতি, ইতি দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধাৎ দ্বয়োঃ সাম্যাম্ । 'যং' যস্মাৎ 'প্রণয়নাং'
প্রণীয়তে অস্মাৎ ইতি প্রণয়নঃ, তস্মাৎ 'গার্হপত্যাং' প্রণীয়তে 'আহবনীয়ঃ'
[অগ্নিঃ] [অতঃ] প্রাণঃ [আহবনীয়ঃ] ! যথা আহবনীয়্যাগ্নিঃ গার্হপত্যাং
প্রণীয়তে, তথা প্রাণঃ অপি স্বযুপ্তৌ অপানাত্ প্রণীয়তে, ইতি সাম্যাম্ ॥ ৩ ॥

'যং' যস্মাৎ [সমানঃ অগ্নিহোত্রযাগস্ত] 'আহ্তী' [ইব] 'এতো
উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ' [শরীরস্থিতিভাবায়] 'সন্মং নয়তি ইতি সমানঃ' 'সং' হোতা
ইত্যর্থঃ । 'মনঃ হ বৈ এব যজমানঃ' [কর্তৃত্বাৎ ফলভোক্তৃত্বাৎ চ,] 'উদানঃ

তন্মধ্যে এই অপানই গার্হপত্য (যজ্ঞীয় প্রধান অগ্নি), ব্যান অন্বাহার্যাপচন
অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি । (ব্যান দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হন,
এইরূপ দক্ষিণদিকের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকাতে দুয়ের সমত্ব) । যে
হেতু প্রণয়ন অর্থাৎ যাহা হইতে অগ্ন্যাগ্ন অগ্নি প্রণীত হয় সেই গার্হপত্য
হইতে আহবনীয় প্রণীত হয়, অতএব প্রাণ আহবনীয়, অর্থাৎ যেৰূপ
আহবনীয় অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত হইয়া থাকে, স্বযুপ্তিকালে
প্রাণও সেই রূপ অপান হইতে প্রণীত হইয়া থাকে ।

৪ । যে হেতু সমান অগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রধান আহুতিদ্বয় স্বরূপ এই
উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার্থ সমভাবে বহন করেন, সেই জন্তু সমান
তিনি অর্থাৎ হোতা । মনই যজমান (যে হেতু তিনি কর্তা ও ফলভোক্তা) ।
উদানই যজ্ঞকল, যে হেতু তিনি মন নামক যজমানকে প্রতিদিন

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্নুভবতি । যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টম্নু-
পশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থম্নুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যানু-
ভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যানুভবতি দৃষ্টাঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চা-
নুভূতঞ্চানুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সৰ্ব্বং পশ্যতি সৰ্ব্বং পশ্যতি ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহভিভূতো ভবতি । অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন
পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্জুরীরে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬ ॥

এব ‘ইষ্টফলং’ যাগফলং, [যতঃ] ‘সঃ এনম্ [মনঃ-আখ্যং যজমানম্] অহঃ-
অহঃ [স্বপ্নো] ‘ব্রহ্ম গময়তি’ । প্রপঞ্চোপশমাং পরমানন্দময়ত্বাং চ অত্র
মতে স্বপ্নো ব্রহ্মভাবঃ ॥ ৪ ॥

‘অত্র’ উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু ‘এষঃ দেবঃ [মনঃ] স্বপ্নে’ ‘মহিমান্’ বিষয়-
বৈচিত্রলক্ষণাম্ বিভূতিম্ ‘অনুভবতি’ । ‘সং [পূৰ্ব্বং] দৃষ্টং [ইব] অনু-
পশ্যতি, শ্রুতম্ অর্থম্ শ্রুতম্ এব অনুশৃণোতি ‘দেশদিগন্তরৈঃ’ নানাদেশেষু
দিক্ষু চ ‘প্রত্যানুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যানুভবতি ; দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ, শ্রুতং চ
অশ্রুতং চ, অনুভূতং চ অননুভূতং চ, সং চ অসং চ, [এতৎ] সৰ্ব্বং [মনঃ]
পশ্যতি’ ‘সৰ্ব্বঃ’ সৰ্ব্বরূপঃ সন্ মনোদেবঃ ‘পশ্যতি’ ॥ ৫ ॥

‘সঃ যদা তেজসা অভিভূতঃ ভবতি, অত্র [স্বপ্নো] এষঃ দেবঃ স্বপ্নান্

স্বপ্নপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান । (স্বপ্নপ্তিকালে প্রপঞ্চ উপশান্ত হয় ও
পরমানন্দ অনুভূত হয়, এই জগৎ এই মতে ইহার ব্রহ্মভাব) ।

৫। এই অবস্থায় এই দেবতা অর্থাৎ মন স্বপ্নে মহিমা অর্থাৎ বিষয়-
বৈচিত্ররূপ বিভূতি অনুভব করেন । যাহা পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে তাহা
দৃষ্ট বলিয়া দেখেন, শ্রুত বিষয় শ্রুত বলিয়া শুনেন এবং নানা দেশ ও দিকে
অনুভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত,
অনুভূত ও অননুভূত, সং ও অসং, এই সমস্ত মন দর্শন করেন, মনই
সর্বরূপ হইয়া দর্শন করেন ।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে । এবং হ
বৈ তং সৰ্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজো-
মাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ
শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ
স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দ-
ন পশ্যতি অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ [স্বষ্টি-লক্ষণ] স্থখম্ ভবতি' ॥৬॥

হে 'সোম্য,' 'সঃ' তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ—'যথা' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ 'বাসো
বৃক্ষম্' বাসার্থং বৃক্ষং 'সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তং [বক্ষ্যমাণং] সৰ্ব্বং পরে
আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে' ॥ ৭ ॥

'পৃথিবী চ' 'পৃথিবীমাত্রা' পৃথিব্যাঃ মূলোপকরণং 'চ' আপঃ চ আপো-
মাত্রা চ, তেজঃ চ তেজো-মাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ
আকাশমাত্রা চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ
ঘ্রাতব্যং চ, রসঃ চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ
বক্তব্যং চ, হস্তৌ চ আদাতব্যং চ, উপস্থঃ চ আনন্দয়িতব্যং চ, পাযুঃ চ

৬। তিনি যখন তেজে অভিভূত হন, তখন অর্থাৎ স্বষ্টিকালে, সেই
দেব স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে এই স্থখ অর্থাৎ স্বষ্টিলক্ষ স্থখ হয়।

৭। হে সোম্য, সেই বিষয়ক দৃষ্টান্ত এই—যেমন পক্ষিগণ বাসার্থ বৃক্ষ
আশ্রয় করে, তেমনি যে সকল বস্তুর নাম করা হইতেছে সেই সমস্তই
পবনাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা অর্থাৎ পৃথিবীর মূলোপকরণ, জল ও
জলমাত্রা, তেজ ও তেজোমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা, আকাশ ও আকাশমাত্রা,
চক্ষু ও দ্রষ্টব্য, শ্রোত্র ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণ ও ঘ্রাতব্য, অংশাদেন্দ্রিয় ও

য়িতবাক্য পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতবাক্য পাদৌ চ গন্তব্যাক্য মনশ্চ মন্তু-
বাক্য বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধবাক্যাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্তব্যাক্য চিত্তক্য চেতয়িত-
বাক্য তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতবাক্য প্রাণশ্চ বিধারয়িতবাক্য ॥ ৮ ॥

এষ হি দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা
কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেতক্ষরে আত্মনি
সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

বিসর্জয়িতবাং চ, পাদৌ চ গন্তবাং চ, মনঃ চ মন্তবাং চ, বুদ্ধিঃ চ
বোদ্ধবাং চ, ‘অহংকারঃ’ অভিমানলক্ষণম্ অন্তঃকরণং ‘চ’ ‘অহঙ্কর্তব্যাম্
অহঙ্কার-বিষয়ঃ চ, চিত্তং চ চেতয়িতবাং চ, তেজঃ চ ‘বিদ্যোতয়িতব্যাম্’
প্রকাশয়িতবাং চ, ‘প্রাণঃ চ’ ‘বিধারয়িতব্যাম্’ প্রাণেন সংগ্রহনীয়ং চ,—
সর্বং কার্য্যকারণজাতং সংহতং নামরূপাত্মকম্ এতাবৎ, এতৎ সর্বং
স্বষুপ্তৌ পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে, ইতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

‘এষঃ হি দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা,
‘বিজ্ঞানাত্মা’ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাবঃ ‘পুরুষঃ সঃ পরে অক্ষরে আত্মনি
সম্প্রতিষ্ঠতে’ ॥ ৯ ॥

আত্মাদয়িতব্য, ত্বক্ ও স্পর্শয়িতব্য, বাক্ ও বক্তব্য, হস্ত ও গ্রহীতব্য,
উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও বিসর্জয়িতব্য, পদ ও গন্তব্য, মন ও
মন্তব্য, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য, অহংবোধ ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও চেতয়িতব্য অর্থাৎ
চিত্তার বিষয়, আলোক ও প্রকাশয়িতব্য, প্রাণ ও প্রাণদ্বারা সংগ্রহনীয়
[সমুদয় কার্য্য-কারণ নাম-রূপাত্মক বস্তু, এই সমস্ত স্বষুপ্তিকালে আত্মাতে
সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে] ।

৯। এই যে দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা
ও বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ-স্বভাব পুরুষ, তিনি অক্ষর পরমাত্মাতে
প্রতিষ্ঠিত থাকেন ।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীর-
মলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্তু সৌম্য । স সর্বজ্ঞঃ
সর্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ

প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।

তদক্ষরং বেদয়তে যন্তু সৌম্য

স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

হে ‘সৌম্য, যঃ হ বৈ তং’ ‘অচ্ছায়ং’ তমোবজ্জিতম্, ‘অশরীরম্,’
‘অলোহিতং’ লোহিতাদি-সর্ব-গুণ-বজ্জিতং, ‘শুভ্রম্’ উজ্জ্বলম্, ‘অক্ষরম্’
বেদয়তে, সঃ পরম্ অক্ষরম্ ‘প্রতিপদ্যতে’ প্রাপ্নোতি । ‘সঃ সর্বজ্ঞঃ’ ‘সর্বঃ’
সর্বাণ্যকম্ ব্রহ্ম এব ‘ভবতি’ । ‘তং’ তস্মিন্ বিষয়ে ‘এষঃ শ্লোকঃ’ [উক্তঃ
ভবতি] ॥ ১০ ॥

হে ‘সৌম্য,’ ‘যত্র’ যস্মিন্ অক্ষবে ‘বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণাঃ, ভূতানি [চ]
সর্বৈঃ’ ‘দেবৈঃ’ অগ্ন্যাदिभिঃ, চক্ষুবাदिभिঃ ইन्द्रিয়ৈঃ বা ‘সহ’ ‘সম্প্রতিষ্ঠন্তি’
‘তং অক্ষরম্ যঃ তু’ ‘বেদয়তে’ ‘সঃ সর্বজ্ঞঃ’ [সন্] সর্বম্ এব ‘আবিবেশ’
আবিশাত ‘ইতি’ ॥ ১১ ॥

হে সৌম্য, যিনি সেই তমোবজ্জিত, অশরীর, অলোহিত অর্থাৎ
লোহিতাদি-সর্বগুণ-বজ্জিত, উজ্জ্বল অক্ষরকে জানেন, তিনি পরম
অক্ষরকে প্রাপ্ত হন । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বরূপ ব্রহ্মই হন । সেই বিষয়ে
এই শ্লোক উক্ত হইতেছে ।

১১ । হে সৌম্য, যাহাতে বিজ্ঞানাত্মা, প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ
দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি
সর্বজ্ঞ হইয়া সমুদায়ের মধ্যেই প্রবেশ কবেন ।

ইতি চতুর্থঃ প্রश्नः ।

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যাঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । স যো হ বৈ তদ্
ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধ্যায়ীত । কতমং বাব
স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । এতদ্ বৈ সত্যকাম পরাঞ্চপরঞ্চ ব্রহ্ম
যদোক্ষারঃ । তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমস্বেতি ॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিস্তূর্ণমেব

‘অথ হ এনং শৈবঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, মনুষ্যেষু সঃ যঃ
হ বৈ’ ‘প্রায়ণান্তম্’ মরণান্তম্ যাবজ্জীবনম্ ‘তং ওঁকারম্’ অভিধ্যায়ীত, সঃ
বৈ এব তেন কতমং লোকং জয়তি ? ইতি’ ॥ ১ ॥

হে ‘সত্যকাম’, ‘যং’ যস্মাং ‘ওঁকাবঃ’ এতং বৈ পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম,
তস্মাং বিদ্বান্ এতেন’ ‘আয়তনেন অবলম্বনেন এব একতরম্ ‘অস্বেতি’
অনুগচ্ছতি ॥ ২ ॥

‘সঃ যদি’ ‘একমাত্রম্’ অকারম্ ইত্যর্থঃ ‘অভিধ্যায়ীত, সঃ তেন এব’

১। তৎপরে শিবি-পুত্র সত্যকাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ভগবন্, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করেন
তিনি তদ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ?” ।

২। তাঁহাকে তিনি বলিলেন, “হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার,
ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, সুতরাং এই উপায়দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তি এই
দুয়ের এককে প্রাপ্ত হন ।

জগত্যাংমভিসম্পদ্যতে । তম্‌চো 'মনুষ্যালোকম্পনয়ন্তে' স তত্র
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিতীয়াং মনসি সম্পদ্যতে সোহন্তরিক্ষং যজুর্ভি-
রুন্নীযতে স সোমলোকম্ । স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয়
পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাতেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ-
'সংবেদিতঃ' সম্বোধিতঃ, লক্ষ্জানঃ সন্ 'তুর্গং' শীঘ্রম্ 'এব' 'জগত্যাং'
পৃথিব্যাং 'অভিসম্পদ্যতে' জন্ম প্রাপ্নোতি । 'তম্‌ ঋচঃ মনুষ্যালোকম্'
'উপনয়ন্তে' আনয়ন্তি । 'সঃ তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া [চ] সম্পন্নঃ
মহিমানম্ অনুভবতি' ॥ ৩ ॥

'অথ যদি' [সঃ] 'দ্বিতীয়াং' দ্বিতীয়মাত্রাক্রম উকারম্ 'মনসি'
'সম্পদ্যতে' অভিধ্যায়ীত, [তদা] 'সঃ অন্তরিক্ষং' 'সম্পদ্যতে' গচ্ছতি ।
'সঃ' যজুর্ভিঃ, যজুর্মন্ত্রৈঃ 'সোমলোকম্ উন্নীযতে' । সঃ সোমলোকে
বিভূতিম্ মহিমানম্ 'অনুভূয়' [মনুষ্যালোকে] পুনঃ আবর্ততে ॥ ৪ ॥

'পুনঃ, যঃ ও ইতি এতেন ত্রিমাতেণ অক্ষরেণ এব এতম্ পরম্

৩ । যদি তিনি কেবল এক মাত্রা অর্থাৎ অকার মাত্র ধ্যান করেন,
তবে তিনি তদ্বারাষ্ট সম্বোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ
করেন । তাঁহাকে ঋগ্‌মন্ত্র সমূহ মনুষ্যালোকে আনয়ন করে, তিনি
সেখানে তপশ্চা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ।

৪ । যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ উকার মনে অভিধান করেন,
তবে তিনি অন্তরীক্ষে গমন করেন । তিনি যজুর্মন্ত্র সমূহদ্বারা সোম-
লোকে উন্নীত হন । সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া তিনি মনুষ্যা-
লোকে ফিরিয়া আসেন ।

মভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদোদরস্ত্ৰচা বিনি-
শ্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপুনা বিনিশ্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে
ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমী-
ক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

তিশ্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যাঃ প্রযুক্তা

অন্যোক্তসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ ।

পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত, সঃ 'তেজসি' তেজোময়ে 'সূর্য্যে' সূর্যালোকে 'সম্পন্নঃ'
'উপনীতঃ' [ভবতি] । 'যথা' 'পাদোদরঃ' সর্পঃ 'স্ত্রচা বিনিশ্মুচ্যতে, এবং হ
বৈ সঃ পাপুনা বিনিশ্মুক্তঃ [ভবতি]' । 'সঃ' 'সামভিঃ' সামমন্ত্রৈঃ 'ব্রহ্মলোকং'
হিরণ্যগর্ভস্ত সত্যাত্মাং লোকম্ 'উন্নীয়তে' । 'এতস্মাং' 'জীবঘনাং' সর্ক-
জীবাধার-হিরণ্যগর্ভাং, তৎপদাং ইত্যর্থঃ, 'সঃ পরাং পরং' 'পুরিশয়ং' সর্ক-
শরীরানুপ্রবিষ্টম্ 'পুরুষম্' 'ঈক্ষতে' পশ্যতি । 'তং' তত্র বিষয়ে 'এতৌ
শ্লোকৌ' [উক্তৌ] 'ভবতঃ' ॥ ৫ ॥

'তিশ্রঃ মাত্রাঃ' ওঁকারস্ত্র অকার-ওকার-মকারাঃ ইতি [একৈকস্মাং
ব্রহ্মদৃষ্টিং বিনা] 'মৃত্যুমত্যাঃ' তদুপাসকানাং মৃত্যুগোচরাঃ, এতৈঃ মৃত্যুঃ

৫ । পুনশ্চ, যিনি ওঁ এই ত্রিমাাত্রাযুক্ত অক্ষরদ্বারা এই পরম পুরুষের
ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্যালোকে উপনীত হন ।
যেমন সর্প স্ত্র হইতে মুক্ত হয়, তেমনি তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন ।
তিনি সামমন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্যালোকে উন্নীত হন ।
সেই জীবঘন অর্থাৎ সর্কজীবাধার হিরণ্যগর্ভ হইতে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ
হইতে তিনি পরাংপর পুরিশয় অর্থাৎ সর্কশরীরানুপ্রবিষ্ট পুরুষকে দর্শন
করেন । সেই বিষয়ে এই শ্লোকদ্বয় উক্ত হইতেছে ।

৬ । তিন মাত্রা অর্থাৎ ওঁকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রা-

ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাসু

সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিক্ষং

সামভির্ষত্তং কবয়ো বেদয়ন্তে ।

তমোঙ্কারেণৈবায়তেনেনাশ্বেতি বিদ্বান্

যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চৈতি ॥ ৭ ॥

অনতিক্রমণীয়ঃ ইত্যর্থঃ । [কিন্তু এতাঃ এব] ‘সম্যক্’ ‘প্রযুক্তাসু’ সম্পাদিতাসু ‘বাহ্যভ্যন্তর-মধ্যমাসু’ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃপ্ত-স্থান-পুরুষাভি-
 ধ্যান-লক্ষণাসু ‘ক্রিয়াসু’ ‘অন্তোন্তসক্তাঃ’ পরস্পর-সম্বন্ধাঃ ‘অনবিপ্রযুক্তা’
 সংশ্লিষ্টাঃ সতাঃ ‘প্রযুক্তাঃ’ [চেৎ] ‘জ্ঞঃ’ ঔকারস্তু তদ্ব্যভিজ্ঞঃ উপাসকঃ
 ‘ন কম্পতে’ ন বিচলতি ॥ ৬ ॥

[সঃ বিদ্বান্] ‘ঋগ্ভিঃ এতং [লোকং], যজুর্ভিঃ অন্তুরিক্ষং’ [প্রাপ্নোতি],
 ‘সামভিঃ যৎ’ [লোকং] ‘কবয়ঃ’ বিদ্বাংসঃ [এব] ‘বেদয়ন্তে’ জানন্তি [তং
 ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি] । ‘তং [ব্রহ্মলোকং] বিদ্বান্ ঔকারেণ’ ‘আয়তেনেন’
 সাধনেন ‘এব’ ‘অশ্বেতি’ অনুগচ্ছতি । ‘যৎ শান্তম্, অজরম্, অমৃতম্, অভ-
 যম্, পরং চ ইতি, তৎ’ [তেন এব সাধনেন বিদ্বান্ অনুগচ্ছতি] ॥ ৭ ॥

ত্রয় [স্বতন্ত্ররূপে এবং ব্রহ্মদৃষ্টি বাতীত] মৃত্যুগোচর অর্থাৎ তদুপাসকগণ
 তদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন না । কিন্তু এই মাত্রাত্রয় সম্যকরূপে
 সম্পাদিত বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃপ্তির
 অধিষ্ঠাতা পুরুষের অভিধ্যানরূপ ক্রিয়াসমূহে পরস্পর-সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্ট
 হইয়া প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হন না ।

৭। তিনি ঋগ্ভৃমন্ত্র দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন, যজুর্মন্ত্রদ্বারা অন্তুরিক্ষ
 প্রাপ্ত হন, এবং সামমন্ত্রদ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন যাহা জ্ঞানীগণ
 জানেন । জ্ঞানী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোক ঔকারযুক্ত সাধনদ্বারাই লাভ
 করেন । যিনি শান্ত, অজর, অমর, অভয় ও শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে জ্ঞানী
 [সেই সাধনদ্বারাই লাভ করেন] ।

ইতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

—:~:—

অথ হৈনং সূকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ
কোসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যেতং প্রশ্নমপৃচ্ছত । ষোড়শকলং
ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ তমহং কুমারমক্রবং নাহমিমাং বেদ যদহ-
মিমমবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যামিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি .
যোহনৃতমভিবদতি তস্মান্নাহাম্যনৃতং বক্তুং স তৃষ্ণীং রথমারুহ্য
প্রবব্রাজ । তং হ্য পৃচ্ছামি.কাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

‘অথ হ এনং ভারদ্বাজঃ সূকেশা পপ্রচ্ছ,—ভগবন্’, ‘কোসল্যঃ’
কোসল্যায়াং ভবঃ ‘হিরণ্যনাভঃ [নান] রাজপুত্রঃ মাম্ উপেত্য এতম্ প্রশ্নম্
অপৃচ্ছত,—[হে] ভারদ্বাজ, [কিঃ স্বঃ] ‘ষোড়শকলং’ ষোড়শ-সংখ্যাকাঃ কলাঃ
অবয়বাঃ—পঞ্চ প্রাণাঃ, পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়াণি, পঞ্চ কৰ্মেन्द्रিয়াণি, অহঙ্কারঃ চ
ইতি যস্মিন্ পুরুষে সন্তি সঃ ষোড়শকলঃ, তম্ ‘পুরুষং’ ‘বেথ’ জানাসি ? ‘তং
কুমারম্ অহম্ অক্রবম্—অহম্ ইমং ন বেদ, যদি অহম্ ইমম্’ ‘অবেদিষ্যম্’
বিদিতবান্ অস্মি [তদা] ‘কথং তে ন’ ‘অবক্ষ্যম্’ উক্তবান্ অস্মি
‘ইতি’ ? ‘যঃ অনৃতম্ অভিবদতি, এষঃ বৈ সমূলঃ পরিশুষ্যতি, তস্মাং

১। তৎপরে ভারদ্বাজ-পুত্র সূকেশা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
‘ভগবন্, কোসলবাসী হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র আমার নিকট আসিয়া
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে ভারদ্বাজ-পুত্র, তুমি ষোড়শকল পুরুষকে
জান কি ?’ আমি সেই কুমারকে বলিলাম, ‘আমি তাঁহাকে জানি না,
যদি আমি তাঁহাকে জানিতাম, তবে তোমাকে বলিব না কেন ? যে মিথ্যা
কথা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয় । সুতরাং আমি কখনই মিথ্যা বলিব না ।’

তস্মৈ স হোবাচ । ইহৈবাস্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাক্রো কস্মিন্‌হমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি
কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থামীতি ॥ ৩ ॥

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছৃদ্ধাং থং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী-
দ্ভিয়ম্ মনোহ্নমন্নাদীর্ঘ্যং তপো মত্তাঃ কৰ্মলোকা লোকেষু চ
নাম চ ॥ ৪ ॥

অনন্তম্ বক্তুং ন অর্হামি ।’ [এবমুক্তঃ] ‘সঃ তুষীং রথম্ আক্ৰহ’ ‘প্রবব্রাজ’
প্রগতবান্ । ‘তম্ পুরুষং’ ‘ত্বা’ ত্বাম্ ‘পৃচ্ছামি’ ; ‘ক’ কুত্র ‘অসৌ পুরুষঃ’
[বর্ততে] ‘ইতি’ ? ॥ ১ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ, [হে] সোম্য, ইহ এব’ ‘অস্তঃ-শরীরে’ হৃদয়ে ‘সঃ
পুরুষঃ [অস্তি] যস্মিন্ এতাঃ ষোড়শ কলাঃ’ ‘প্রভবন্তি’ উৎপদ্যন্তে ॥ ২ ॥

‘সঃ ঈক্ষাং চক্রে’ চিন্তয়ামাস, ‘কস্মিন্ উৎক্রান্তে অহম্ উৎক্রান্তঃ
ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থামি ইতি’ ॥ ৩ ॥

[অতঃ] ‘সঃ’ ‘প্রাণং’ সর্বপ্রাণং হিরণ্যগর্ভম্ ‘অসৃজত’, ‘প্রাণাং’ শ্রদ্ধাং
এই কথা শুনিয়া তিনি নীরবে রথারোহণ-পূর্বক চলিয়া গেলেন ।
আপনাকে তাঁহার অর্থাৎ সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই
পুরুষ কোথায় ?”

২ । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “হে সোম্য, যাহাতে এই ষোড়শ কলা
উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অস্তঃশরীরে অর্থাৎ হৃদয়ে বর্তমান আছেন ।

৩ । তিনি চিন্তা করিলেন, ‘দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমি
উৎক্রান্ত হই, আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি ?’

৪ । তৎপরে তিনি প্রাণ অর্থাৎ সর্বপ্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন

স যথেষ্টা নদ্যঃ শুন্দমানাঃ সমুদ্রায়নাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং
গচ্ছন্তি ভিত্তে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে ।
এবমেবাস্ত পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়নাঃ পুরুষং
প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিত্তে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং
প্রোচ্যতে স এষোহকলোহমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণিনাং শুভ-কর্ম-প্রবৃত্তি-হেতুভূতাম্ ‘অমৃজত’ ; [ততঃ] ‘খং, বায়ুঃ,
জ্যোতিঃ, আপঃ, পৃথিবী,’ ‘ইন্দ্রিয়ম্’ ইন্দ্রিয়ানি, ‘মনঃ’ [চ সমুৎপন্নম্ ; অথ]
‘অন্নম্’ [অমৃজত,] অন্নং বীৰ্য্যং, তপঃ, মত্তাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ
নাম চ’ [উৎপন্নম্] ॥ ৪ ॥

‘সঃ’ তদ্বিষয়কঃ দৃষ্টান্তঃ,—‘যথা ইমাঃ’ ‘শুন্দমানাঃ’ প্রবহমাণাঃ, ‘সমু-
দ্রায়নাঃ’ সমুদ্রং গমনশীলাঃ ‘নদ্যাঃ সমুদ্রম্ প্রাপ্য’ [তস্মিন্] ‘অস্তং গচ্ছন্তি’
বিলীনাঃ ভবন্তি, ‘তাসাং নামরূপে’ ‘ভিত্তে’ নশ্বতঃ, [তদা] ‘সমুদ্রঃ ইতি
এবম্ প্রোচ্যতে, এবম্ এব অস্ত, ‘পরিদ্রষ্টুঃ’ পরিদর্শনকর্ত্তুঃ জীবাত্মনঃ
‘পুরুষায়নাঃ’ পরম পুরুষং প্রতি গমনশীলাঃ ‘ইমাঃ ষোড়শকলাঃ [তম্] পুরুষম্
প্রাপ্য [তস্মিন্] অস্তং গচ্ছন্তি, তাসাং নামরূপে ভিত্তে, [তদা] পুরুষঃ

প্রাণ হইতে সর্বপ্রাণীর শুভকর্মে প্রবৃত্তির হেতু শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন ,
তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, ও মন উৎপন্ন
হইল । তিনি তৎপর অন্ন সৃষ্টি করিলেন ; অন্ন হইতে বীৰ্য্য, তপস্যা, মত্তা,
কর্ম ও লোকসমূহ এবং লোকসমূহে নাম উৎপন্ন হইল ।

৫ । সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন প্রবহমাণা ও সমুদ্রাভিমুখিনী
নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অস্ত যায় অর্থাৎ বিলীন হয় এবং
তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ এই
জীবরূপ পরিদ্রষ্টার পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল এই ষোড়শ কলা সেই
পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়,

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥৬॥

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ।

নাতঃ পরমস্তুীতি ॥ ৭ ॥

তে তমর্চয়ন্তুঃ হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং

ইতি এবম্ প্রোচ্যতে ; স এষঃ অকলঃ অমৃতঃ [চ] ভবতি । তং এষঃ
শ্লোকঃ' ॥ ৫ ॥

‘যস্মিন্ রথনাভৌ অরাঃ ইব কলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ তং বেদ্যং পুরুষম্’
‘বেদ’ জানীয়াৎ ‘যথা, [হে শিষ্যাং,] মৃত্যুঃ’ ‘বঃ’ যুস্মান ‘মা পরিব্যথাঃ’
পরিব্যথয়তু ‘ইতি’ ॥ ৬ ॥

[ঋষিঃ পিঙ্গলাদঃ] ‘তান্ হ উবাচ, অহম্ এতৎ পরম্ ব্রহ্ম এতাবৎ এব’
‘বেদ’ জানামি, ‘অতঃপরম্’ প্রকৃষ্টতবং কিঞ্চিদপি ‘ন অস্তি ইতি’ ॥ ৭ ॥

‘তে তম্’ ‘অর্চয়ন্তুঃ’ পূজাং কৃতবন্তুঃ [উচুঃ,] ‘অং হি’ ‘নঃ’ অস্মাকম্
পিতা যঃ’ ‘অস্মাকম্’ অস্মান্ ‘অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ইতি’ । ‘নমঃ’

তখন কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়, এবং তিনি কলারহিত ও অমর
হন । সে বিষয়ে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে ।

৬ । রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ যেরূপ আশ্রিত থাকে, সেই রূপ
কলাসমূহ যাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জ্ঞাত হও,
যাহাতে [হে শিষ্যগণ,] মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে ।

৭ । পিঙ্গলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, “এই পরব্রহ্মকে আমি এই
পর্যন্ত জানি না । ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই” ।

৮ । তাঁহারা তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা পূজা করিয়া বলিলেন, “আপনি

পারং তারয়সীতি । নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরম-
ঋষিভ্যঃ ॥ ৮ ॥

‘পরমঋষিভ্যঃ’ ব্রহ্মবিজ্ঞা-সম্প্রদায়-কর্তৃভ্যঃ, ‘নমঃ পরমঋষিভ্যঃ’ ।
দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্তিবোধনর্থ্য ॥ ৮ ॥

আমাদিগকে অবিজ্ঞার পরপারে উত্তীর্ণ করিলেন, আপনি আমাদের
পিতা । [ব্রহ্মবিজ্ঞাব সম্প্রদায়-কর্তা] পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার,
পরম-ঋষিদিগকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ।

ইতি প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

(অথর্ববেদীয়া)

প্রথম-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

—ঃঃ—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সস্বভূব

বিশ্বস্য কৰ্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-

মথৰ্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

অথৰ্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-

থৰ্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

‘বিশ্বস্য কৰ্ত্তা, ভুবনস্য’ ‘গোপ্তা’ পালয়িতা ‘ব্রহ্মা দেবানাম্ [মধ্যে] প্রথমঃ’ [সন্] ‘সস্বভূব’ প্রাদুৰ্ভূব । ‘সঃ [স্বস্য] জ্যেষ্ঠপুত্রায় অথৰ্ব্বায় ‘সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং’ সৰ্ববিদ্যানাম্ আশ্রয়ম্ ‘ব্রহ্মবিদ্যাম্ প্রাহ’ ॥ ১ ॥

‘ব্রহ্মা অথৰ্ব্বণে যাম্’ ‘প্রবদেত’ অবদং ‘অথৰ্ব্বা তাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্’ ‘পুরা পূৰ্বম্’ ‘অঙ্গিরে’ অঙ্গিৰ্-নাম্নে মুনয়ে ‘উবাচ’ । ‘সঃ’ ‘ভারদ্বাজায়’ ভারদ্বাজ-গোত্রায় ‘সত্যবাহায়’ সত্যবাহনাম্নে ‘প্রাহ’ ; ‘ভারদ্বাজঃ’ [সত্যবাহঃ]

১। বিশ্বের কৰ্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা ব্রহ্মা দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে প্রাদুৰ্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথৰ্ব্বাকে সৰ্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন ।

২। ব্রহ্মা অথৰ্ব্বাকে যাহা বলিয়াছিলেন, অথৰ্ব্বা পূৰ্বকালে সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিৰ্কে বলিয়াছিলেন । তিনি ভারদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ

ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবত্পসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩॥
তস্মৈ স হোবাচ । দ্বৈ বিত্তে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্
ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা

‘পরাবরাম্’ পরস্মাৎ পরস্মাৎ অবরেণ প্রাপ্তা ইতি পরাবরা, তাম্ পরাবরাম্ ;
পরাবর-সৰ্ববিজ্ঞা-বিষয়-ব্যাপ্তাং বা । ‘[ব্রহ্মবিজ্ঞাম্] অঙ্গিরসে [উবাচ]’ ॥২॥

‘মহাশালঃ’ মহাগৃহস্থঃ ‘শৌনকঃ অঙ্গিরসম্’ ‘বিধিবৎ’ যথাশাস্ত্রম্
‘উপসন্নঃ’ উপগতঃ সন্ ‘পপ্রচ্ছ’,—‘ভগবঃ,’ হে ভগবন্, ‘কস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে
ইদং সৰ্বং বিজ্ঞাতম্ ভবতি ? ইতি’ ॥ ৩ ॥

‘তস্মৈ সঃ হ উবাচ । দ্বৈ বিত্তে বেদিতব্যো’ ‘ইতি’ ইদং ‘হ স্ম’ কিল
‘ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি, যং পরা চ এব অপরা চ’ ॥ ৪ ॥

‘তত্র’ তয়োঃ পরাপরয়োঃ বিত্তয়োঃ মধ্যে ‘ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ,

বলিয়াছিলেন ; ভারদ্বাজ সত্যবাহ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ হইতে অশ্রেষ্ঠকর্তৃক
প্রাপ্ত অথবা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সমুদায় বিজ্ঞার বিষয়ে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মবিজ্ঞা
অঙ্গিরসকে বলিয়াছিলেন ।

৩ । মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত জানা হয়” ?

৪ । তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—“ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুই বিদ্যা
জ্ঞাতব্য, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা ।

৫ । ইহাদ্বয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা অর্থাৎ

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি তথ পরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

যত্তদদ্বেশমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং
নিত্যম্। বিভূং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্বৃত্তযোনিং
পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

যথোৰ্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ

যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সন্তবন্তি ।

সামবেদঃ, অথৰ্ববেদঃ, 'শিক্ষা' উচ্চারণাদি-বোধকং বেদাঙ্গম্, 'কল্পঃ' বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ব্যাকরণং,' 'নিরুক্তম্' বেদব্যাখ্যা-
প্রকারবোধকং বেদাঙ্গম্, 'ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি অপরা [বিদ্যা]'। 'অথ' পক্ষান্তবে 'যয়া তং অক্ষরম্' 'অধিগম্যতে' জ্ঞায়তে, [সা এব] 'পরা [বিদ্যা]' ॥ ৫ ॥

'যং তং' 'অদ্বেশম্' অদৃশম্, 'অগ্রাহং,' কশ্মেন্দ্রিয়াবিষয়ম্, 'অগোত্রম্' অমূলং, কারণান্তর-নিরপেক্ষম্ 'অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তং অপাণিপাদং, নিত্যং,' 'বিভূং' সৰ্ব্বব্যাপিনং, 'সৰ্ব্বগতং, সূক্ষ্মং, তং অব্যয়ং, তং ভূত-
যোনিং ধীরাঃ পরিপশ্বন্তি' ॥ ৬ ॥

'যথা উৰ্ণনাভিঃ' [স্বশরীরাত্ম তন্তুন্] সৃজতে' সৃজতি, বহিঃ প্রসারয়তি
উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিকক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ,
ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ, ছন্দঃ ও
জ্যোতিষ, ইহারা অপরা বিদ্যা ; পক্ষান্তবে যদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে
জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা ।

৬। যিনি অদৃশ, অগ্রাহ অর্থাৎ কশ্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অগোত্র অর্থাৎ
অমূল, কারণান্তর-নিরপেক্ষ, অবর্ণ, অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র ; সেই হস্তপদ-
রহিত, নিত্য, সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্বগত, সূক্ষ্ম ও অব্যয় ভূতযোনিকে
জ্ঞানিগণ দর্শন করেন ।

যথা সতঃ পুরুষাং কেশলোমানি

তথাহক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।

অন্নাং প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মশ্চ চামৃতম্ ॥ ৮ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ।

[পুনঃ তান্ এব] ‘গৃহ্ণতে’ গৃহ্ণাতি, [চ] ‘যথা পৃথিব্যাম্ ওষধিঃ সম্ভবন্তি, ‘যথা’ ‘সতঃ’ জীবতঃ ‘পুরুষাং কেশলোমানি [জায়ন্তে] তথা’ ‘ইহ’ সংসারমণ্ডলে ‘অক্ষবাং’ ‘বিশ্বং’ সমস্তং জগৎ ‘সম্ভবতি’ ॥ ৭ ॥

‘তপসা’ জ্ঞানেন, উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ‘ব্রহ্ম’ ‘চীয়েতে’ প্রবৃদ্ধঃ ভবতি, —ইদং জগৎ উৎপাদয়িস্ব, ‘ততঃ’ উপচিহ্নাং ব্রহ্মণঃ ‘অন্নং’ জগদুৎপত্তিবীজম্ ‘অভিজায়তে’ উৎপদ্যতে । ‘অন্নাং’ ‘প্রাণঃ’ হিরণ্যগৰ্ভঃ ‘মনঃ’ ‘সত্যম্’ আকাশাদি ভূতপঞ্চকম্, ‘লোকাঃ’ ভূবাদয়ঃ, [তথা] ‘কৰ্ম্মশ্চ’ কৰ্ম্মজম্ ‘চামৃতম্’ অবিনশ্বরং ফলম্ [অভিজায়তে] ॥ ৮ ॥

‘যঃ’ ‘সৰ্ব্বজ্ঞঃ’ সামান্যেন সৰ্ব্বং জানাতি ইতি, ‘সৰ্ব্ববিদঃ’ বিশেষেণ সৰ্ব্বং

৭। যেমন উৰ্ণাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি এখানে অর্থাৎ সংসার-মণ্ডলে অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হয় ।

৮। তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিধিজ্ঞতা দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহা হইতে অর্থাৎ উপচিহ্নিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জগদুৎপত্তির বীজ জন্মিল । অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ, মন, সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, ভূবাদি লোকসমূহ এবং কৰ্ম্মজ অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল ।

৯। যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমুদায় জানেন, সৰ্ব্ববিদ অর্থাৎ

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নর্থা জায়তে ॥ ৯ ॥

বেত্তি ইতি, 'যস্মৈ তপঃ জ্ঞানময়ং তস্মাৎ' 'এতৎ ব্রহ্ম' হিরণ্যগর্ভঃ নাম,
'রূপম্, অন্নং চ জায়তে' ॥ ৯ ॥

বিশেষরূপে সমুদায় জানেন, ঐহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই
[হিরণ্যগর্ভাখ্য] ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্ন জন্মিয়াছে।

• . ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

প্রথম-যুগকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্,—

মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্ৰপশ্যৎ—

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।

তান্ৰাচরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পস্থাঃ স্কৃতশ্চ লোকে ॥ ১ ॥

যদা লেলায়তে হর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।

তদাজ্যভাগাবন্তুরেণাহতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছুদ্ধয়া হৃতম্ ॥২॥

‘তৎ এতৎ সত্যম্’ ; ‘মন্ত্ৰেষু’ বেদমন্ত্ৰেষু ‘কবয়ঃ’ মেধাবিনঃ ‘যানি কৰ্ম্মাণি’ ‘অপশ্যন্’ দৃষ্টবন্তঃ, ‘তানি’ ‘ত্রেতায়াং [যুগে] অথবা হোতা অধ্বর্যুঃ উদ্গাতা চ, এতৎ-ত্রিবিধ-ঋত্বিজাং কার্যস্থানে—যজ্ঞে ইতার্থঃ ‘বহুধা’ ‘সন্ততানি’ বিস্তৃতানি ; [যুগং] ‘সত্যকামাঃ’ [সন্তঃ] ‘নিয়তং তানি’ ‘আচরথ’ আচরত, কুরুত । ‘স্কৃতশ্চ’ স্বয়ং কৃতশ্চ কৰ্ম্মণঃ ‘লোকে’ ফলপ্রাপ্তৌ ‘এষঃ’ ‘বঃ’ যুগ্মাকম্ ‘পস্থাঃ’ ॥ ১ ॥

‘সমিদ্ধে’ সম্যক্ ইদ্ধে, প্রজ্জলিতে ‘হব্যবাহনে’ অগ্নৌ [সতি] ‘যদা’ ‘অর্চিঃ’ অগ্নিশিখা ‘লেলায়তে’ চলতি, ‘তদা’ ‘আজ্যভাগৌ’ আজ্যভাগয়োঃ

১। ইহা সত্য,—বেদমন্ত্ৰে জ্ঞানিগণ যে সকল কৰ্ম্ম দেখিয়াছিলেন, সে সকল ত্রেতাতে অর্থাৎ ত্রেতাযুগে, অথবা হোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতা, এই ত্রিবিধ ঋত্বিক্গণের কার্যস্থান যজ্ঞে, নানাপ্রকারে বিস্তৃত অর্থাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই সমস্ত আচরণ কর, ইহাই তোমাদের নিজ কৃত কৰ্ম্মের ফল প্রাপ্তির পথ।

২। অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে যখন অগ্নিশিখা কম্পিত হইতে থাকে,

যশ্মাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-

মচাতুর্মাশ্মমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতঞ্চ ।

অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-

মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ

সুলোহিতা যা চ সূর্য্যবর্ণা ।

যাগসাধন-ঘৃতাভেদে ভাগয়োঃ ‘অন্তরেণ’ মধ্যে ‘শ্রদ্ধয়া হুতম্’ শ্রদ্ধয়া অপিতেন উপহাররূপেণ ‘আহুতীঃ’ ‘প্রতিপাদয়েৎ’ প্রক্ষিপেৎ । এষঃ এব সূকৃতস্য ফলপ্রাপ্তৌ পন্থাঃ ইতি সম্বন্ধঃ ‘পূর্ব্বশ্লোকেন ॥ ২ ॥

‘যশ্ম’ অগ্নিহোত্রং’ তদাখ্যঃ যাগঃ ‘অদর্শং’ দর্শাখ্যেন অমাবস্তাযোগেন বর্জিতম্, ‘অপৌর্ণমাসং’ পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জিতম্, ‘অচাতুর্মাশ্মং’ চাতুর্মাস্য-কর্ম্মবর্জিতম্, ‘অনাগ্রয়ণং’ শরদাদিষু নূতনান্নেন কঠব্যম্ আগ্রয়ণম্, তদ্বর্জিতম্, ‘অতিথি-বর্জিতম্’ অক্রিয়মাণাতিথিপূজনম্ ‘অহুতম্’ অকালে অনুষ্ঠিতম্, ‘অবৈশ্বদেবম্’ বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জিতম্, [তথা] ‘অবিধিনা হুতম্’ অযথাশাস্ত্রম্ অনুষ্ঠিতম্ ‘তস্য’ ‘আসপ্তমান্’ সপ্তমপর্য্যন্তান্ লোকান্ [ইদম্ অসম্যক্ অনুষ্ঠিতম্ অগ্নিহোত্রম্] ‘হিনস্তি’ নাশয়তি ॥ ৩ ॥

তখন যাগসাধন ঘৃতাতির দুই অংশের মধ্যস্থলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত উপহারস্বরূপ আহুতিসমূহ প্রদান করিবে । [এরূপ যাগসাধনই কর্ম্মফল প্রাপ্তির পথ,—পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই সম্বন্ধ] ।

৩ । যাহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ, দর্শযাগ (অমাবস্যাতে কর্তব্য কর্ম্ম) পৌর্ণমাস যাগ, চাতুর্মাশ্ম কর্ম্ম-বর্জিত, শরদাদি ঋতুতে নবায় দ্বারা কর্তব্য আগ্রয়ণ যাগ, এবং অতিথি-বর্জিত হয়, অথবা অকালে অনুষ্ঠিত হয়, বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান-বর্জিত হয়, কিংবা অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, এরূপ অসম্যক্ অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র তাহার সপ্তলোক বিনাশ করে ।

ফুলিজ্জিনী বিশ্বরুচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজ্যমানেষু

যথাকালং চাহতয়ো হাদদায়ন্ ।

তন্নয়ন্ত্যতাঃ সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ো

যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

এহেহীতি তমাহতয়ঃ সূবর্চসঃ

সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি ।

‘কালী, করালী চ,’ ‘মনোজবা’ মনোবৎ বেগবতী ‘চ, স্নলোহিতা, যা চ স্নধুম্বর্ণা, ফুলিজ্জিনী,’ ‘দেবী’ দীপ্তিশালিনী ‘বিশ্বরুচী’ সর্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী [ইতি অগ্নেঃ] ‘লেলায়মানাঃ’ ইত্যন্ততঃ বিচাল্যমানাঃ ‘সপ্ত জিহ্বাঃ’ ॥ ৪ ॥

‘যঃ এতেষু [অগ্নিজিহ্বাভেদেষু]’ ‘ভ্রাজ্যমানেষু’ দীপ্যমানেষু সংস্র ‘যথাকালং চ’ ‘চরতি’ অগ্নিহোত্রাদীন্ করোতি, ‘তন্ম এতাঃ’ [আহতয়ঃ] সূর্য্যশ্চ রশ্ময়ঃ [ভূত্বা]’ সূর্য্যরশ্মিদ্বাবৈঃ ইত্যর্থঃ ‘আদদায়ন্’ আদদানাঃ [তত্র] ‘নয়ন্তি, যত্র দেবানাম্ একঃ পতিঃ’ ‘অধিবাসঃ’ অধি সর্বোপরি বসতি ইতি ॥ ৫ ॥

৪ । কালী, করালী, মনোজবা [মনের গায় বেগবতী], স্নলোহিতা, স্নধুম্বর্ণা, ফুলিজ্জিনী, এবং দীপ্তিশালিনী বিশ্বরুচী অর্থাৎ সর্বসৌন্দর্য্য-শালিনী, অগ্নির এই ইত্যন্ততঃ বিচাল্যমান সপ্ত জিহ্বা ।

৫ । এই সকল অগ্নিশিখা দীপ্যমান হইলে এবং যথাকালে যে অগ্নিহোত্রাদির অমুষ্ঠান করে, এই আহতি সকল সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায় যে স্থানে দেবতাদিগের একমাত্র রাজা সর্বোপরি বাস করেন ।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যাহর্চয়ন্ত্য

এষ বঃ পুণ্যঃ স্কৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম ॥

এতচ্ছ্রয়ো বেষতিনন্দন্তি মূঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্রুতমানাঃ ।

‘সুবর্চসঃ’ দীপ্তিমত্যঃ ‘আহুতয়ঃ’ তং যজমানং ‘এষঃ’ ‘বঃ’ ‘স্কৃতঃ’ পুণ্যকর্ম্মলকঃ ‘পুণ্যঃ’ পবিত্রঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ, এহি এহি’ ‘ইতি’ ইমাং ‘প্রিয়াম্ বাচম্ অভিবদন্ত্যঃ [তথা] অর্চয়ন্ত্যঃ সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিঃ বহন্তি’ ॥ ৬ ॥

‘এতে হি’ ‘অষ্টাদশ’ ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, তৎপত্নী চ ইতি অষ্টাদশ, এতদাশ্রয়াঃ ‘যজ্ঞরূপাঃ’ ‘প্লবাঃ’ ভেলাঃ ‘অদৃঢ়াঃ, যেষু’ ‘অবরম্ অশ্রেষ্ঠং ‘কর্ম্ম’ [শাস্ত্রেণ উক্তম]। ‘যে মূঢ়াঃ এতং শ্রেয়ঃ ইতি’ ‘অভিনন্দন্তি’ প্রশংসন্তি, ‘তে পুনঃ এব জরামৃত্যুং ‘যন্তি’ গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

৬। দীপ্তিমতী আহুতি সকল সেই যজমানকে “এসো এসো, এই তোমাদের পুণ্যকর্ম্ম-লক পবিত্র ব্রহ্মলোক”, এই সকল প্রীতিকর বাক্য বলিয়া এবং অর্চনা করিয়া সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

৭। এই অষ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্রকর্ত্ত্বক অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্থ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

জজ্ঞম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মৃঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াম্ বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তি বালাঃ ।

যং কস্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

‘অবিদ্যায়াম্’ ‘অন্তরে’ মধ্যে ‘বর্তমানাঃ’, [অপিচ] ‘স্বয়ংধীরাঃ’ বয়ম্ এব ধীরাঃ ইতি [আত্মানম্] ‘পণ্ডিতম্ মন্ত্যমানাঃ মৃঢ়াঃ’ ‘জজ্ঞম্যমানাঃ’ জরা-রোগাদ্যনেকানর্থসমূহৈঃ ভুগং ইন্ত্যমানাঃ, পীড্যমানাঃ, ‘পরিয়ন্তি’ বিভ্র-মন্তি ‘যথা অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ’ [-পরিয়ন্তি] ॥ ৮ ॥

‘অবিদ্যায়াম্ বহুধা বর্তমানাঃ’ ‘বালাঃ’ অজ্ঞানিনঃ ‘বয়ং কৃতার্থাঃ’ ইতি ‘অভিমন্তি’ অভিমানং কুর্বন্তি । ‘যং’ যস্মাৎ ‘কস্মিণঃ’ ‘বাগাৎ’ কস্মফলা-সক্তিবশাৎ ‘ন প্রবেদয়ন্তি’ ব্রহ্মতত্ত্বং ন বিজানন্তি, ‘তেন’ [কারণেন] ‘ক্ষীণলোকাঃ’ ক্ষীণকস্মফলাঃ [তে] ‘আতুরাঃ’ দুঃখার্থাঃ [সন্তুঃ স্বর্গলোকাৎ] ‘চ্যবন্তে’ পতন্তি ॥ ৯ ॥

৮। যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মৃঢ় ব্যক্তির জরা রোগাদি অনর্থ সমূহ দ্বারা অতিশয় পীড্যমান হইয়া অন্ধ-কর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে ।

৯। নানা প্রকারে অজ্ঞানতায় অবস্থিত থাকিয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার কস্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকিয়া অজ্ঞানীরা ‘আমরা কৃতার্থ’ এক্রূপ অভিমান করে । যে হেতু কস্মীরা কস্মফলে আসক্তি বশতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বিশেষ জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহাদের কস্মফল ক্ষয় হইলে তাহারা দুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয় ।

ইষ্টাপূৰ্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং

নান্যচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে স্কৃতেহনুভূত্বৈ-

মং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে

শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি

যত্রামৃতঃ স পুরুষোহব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

‘ইষ্টাপূৰ্ত্তম্’ ইষ্টং যাগাদি কৰ্ম্ম, পূৰ্ত্তং বাপীকুপথননাদি কৰ্ম্ম, ‘বরিষ্ঠং’ প্রধানম্ ‘মন্যমানাঃ’ প্রমূঢ়াঃ অগ্ৰং শ্রেয়ঃ ন বেদয়ন্তে’ । ‘তে’ ‘স্কৃতে’ পুণ্যকৰ্ম্ম-লন্ধে ‘নাকস্য’ স্বৰ্গস্ত ‘পৃষ্ঠে’ উপরি স্থানে [কৰ্ম্মফলম্] ‘অনুভূত্বৈ’ অনুভূয় [পুনঃ] ‘ইমং লোকম্’ [অস্মাং] ‘হীনতরং বা’ [লোকম্] ‘আবিশন্তি’ প্রবিশন্তি ॥ ১০ ॥

‘যে হি শান্তাঃ বিদ্বাংসঃ ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ অবগো [বৰ্ত্তমানাঃ] তপঃ শ্রদ্ধাং’ [চ] ‘উপবসন্তি’ সেবন্তে, সাধয়ন্তি, ‘তে’ ‘বিরজাঃ’ বিরজসঃ, বিগতং বজঃ যেসাম্,—বাসনাশূন্যাঃ ইত্যর্থঃ [সন্তঃ] ‘সূর্য্যদ্বারেণ’ [তত্র] ‘প্রয়ান্তি’ গচ্ছন্তি ‘যত্র নঃ’ ‘অমৃতঃ’ অবিনাশী ‘অব্যয়াত্মা পুরুষঃ’ [অন্তি] ॥ ১১ ॥

১০ । অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি কৰ্ম্ম ও পূৰ্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কুপথননাদি কৰ্ম্মকে প্রধান মনে করে এবং অগ্ৰ শ্রেয়ঃ জানে না । তাহাবা নিজ পুণ্যকৰ্ম্ম-লন্ধ স্বৰ্গের উপরি স্থানে কৰ্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এই লোক কিংবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে ।

১১ । যে সকল শান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে থাকিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধা সাধন করেন, তাহারা বিরজ অর্থাৎ বাসনাশূন্য

পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
 নির্বেদমায়াস্বাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন !
 তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
 সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১০ ॥
 তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
 প্রশান্তচিত্তায় শমাস্থিতায় ।
 যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
 প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

‘কৰ্ম্মচিতান্’ কৰ্ম্মলকান্ ‘লোকান্’ পরীক্ষা ব্রাহ্মণঃ ‘নির্বেদঃ’ বৈবাগ্যম্
 ‘আয়াং’ কুয়াং ; ‘কৃতেন’ কৰ্ম্মণা ‘অকৃতঃ’ নিত্যঃ পদার্থঃ ‘নাস্তি’ ন লভাঃ
 ইত্যর্থঃ । ‘তংবিজ্ঞানার্থং সঃ’ ‘সমিৎপাণিঃ’ সমিধ্, হোমাগ্নিজ্বালনার্থঃ
 কাষ্ঠম্,—তদগৃহীতহস্তঃ সন্ ‘শ্রোত্রিয়ঃ’ বেদজ্ঞঃ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠঃ’ গুরুম্ এব
 ‘অভিগচ্ছেৎ’ তংসমীপং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

‘সঃ’ বিদ্বান্ তস্মৈ সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমাস্থিতায় ‘উপসন্নায়’
 উপগতায়, সমীপং গতায় পুরুষায় ‘যেন’ অক্ষরং সত্যং পুরুষং ‘বেদ’
 বিজ্ঞানান্তি ‘তাম্’ ব্রহ্মবিদ্যাম্ ‘তত্ত্বতঃ’ যথাবৎ ‘প্রোবাচ’ ॥ ১৩ ॥

হইয়া সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই স্থানে যান যে স্থানে সেই অখিনাশী অব্যয়াত্মা
 পুরুষ আছেন ।

১২ । কৰ্ম্মলক লোকসকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈবাগ্য অবলম্বন
 করিবেন ; কৰ্ম্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না । তাহা জানিবান
 জ্ঞা তিনি সমিধ্ অর্থাৎ হোমাগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ও
 ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন ।

১৩ । সেই বিদ্বান্ সম্যক্ৰূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, তদীয়
 সমীপগত ব্যক্তিকে যদ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই
 ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্ ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

-ঃ*ঃ—

তদেতৎ সত্যম্—

যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্কুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাক্ষরাং বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

দিব্যো অমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্মন্তরো হৃজঃ ।

অপ্রাণো হৃমনাঃ শুভ্রো হৃক্ষরাং পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥

‘তৎ এতৎ সত্যং,—যথা সূদীপ্তাং পাবকাং’ ‘সরূপাঃ’ অগ্নিসলক্ষণা.
‘বিস্কুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ’ ‘প্রভবন্তে’ প্রভবন্তি, নির্গচ্ছন্তি, ‘তথা [হে] সোম্য,
অক্ষরাং পুরুষাং বিবিধাঃ’ ‘ভাবাঃ’ জীবাঃ ‘প্রজায়ন্তে, তত্র চ এব অপি’
‘যন্তি’ অনুলীয়ন্তে, প্রতিগচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

‘সঃ দিবাঃ পুরুষঃ হি অমূর্তঃ’ ‘বাহ্যাত্মন্তরঃ’ ‘বাহ্যাত্মন্তরেণ বর্ততে
ইতি, ‘হি’ ‘অজঃ’ জন্মরহিতঃ ‘অপ্রাণঃ’ প্রাণাঃ প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বায়বঃ
যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ‘হি’ ‘হৃমনাঃ’ ইন্দ্রিয়প্রধানং মনঃ যস্মিন্ ন বিদ্যতে,
‘শুভ্রঃ’ শুদ্ধঃ ; ‘হি’ ‘পরতঃ অক্ষরাং’ হিরণ্যগর্ভাং ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

১। ইহা সত্য,—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ-বিশিষ্ট সহস্র
সহস্র স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সোম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ
জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয় ।

২। সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাত্মন্তরবর্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ
অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বজ্জিত, ইন্দ্রিয়-প্রধান মন-বিবর্জিত, শুদ্ধ
এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্বেন্দ্রিয়ানি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

অগ্নিমূর্দ্ধা চক্ষুযৌ চন্দ্রসূর্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌ব্রহ্মাশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ম্যং

পৃথিবী হোষ সৰ্ব্ভূতান্তরায়া ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ

সোমাৎ পর্জন্ত্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।

পুমান্ রেতঃ সিক্তি যোষিতায়াং

বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

‘এতস্মাৎ [পুরুষাং] প্রাণঃ মনঃ সৰ্ব্বে-ইন্দ্রিয়ানি চ খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ
আপঃ’ [তথা] ‘বিশ্বস্য’ সৰ্বস্য ‘ধারিণী পৃথিবী জায়তে’ ॥ ৩ ॥

‘অগ্নিঃ’ ছালোকঃ [অস্ত পুরুষস্ত] ‘মূর্দ্ধা’ শিরঃ, ‘চন্দ্র-সূর্যো’ চক্ষুযৌ,
দিশঃ শ্রোত্রে, ‘ব্রহ্মাঃ’ উদ্যাটিতাঃ, প্রসিক্তাঃ ‘বেদাঃ চ বাক্, বায়ুঃ প্রাণঃ,
হৃদয়ং বিশ্বম্, অস্ত পদ্ম্যাম্ পৃথিবী [জাতা], হি এষঃ সৰ্ব্ভূত-
অন্তরায়া’ ॥ ৪ ॥

‘তস্মাৎ’ ‘অগ্নিঃ’ ছালোকঃ [জাতঃ] ‘সূর্য্যঃ যস্য’ [ছালোকস্ত]

৩। এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু
আলোক, জল এবং সমুদায়ের আধারভূত। পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ।

৪। অগ্নি অর্থাৎ ছালোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুদ্বয়, দিক-
সকল কর্ণদ্বয়, উদ্যাটিত বা প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, হৃদয়
বিশ্ব, ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । ইনি সমুদায়
প্রাণীর অন্তরায়া ।

৫। সূর্য্য যঁহার প্রকাশক, সেই ছালোক তাঁহা হইতে উৎপন্ন

তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা।

যজ্ঞাশ্চ সর্কে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।

সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ

সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ

সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।

‘সমিধঃ’ সমিৎ, প্রকাশকঃ, ‘সোমাৎ’ সোমরসাৎ ‘পর্জন্তঃ’ বৃষ্টিঃ [সম্ভবতি] ‘পৃথিব্যাম্ ওষধিঃ’ [উদ্ভবন্তি] ‘পুমান্’ ‘যোষিতায়াং’ যোষিতি, স্ত্রিয়াং, ‘রেতঃ’ বীৰ্য্যাম্ ‘সিঞ্চতি’ [এবং ক্রমেণ] ‘পুরুষাৎ’ ‘বহ্নীঃ’ বহ্নাঃ ‘প্রজাঃ’ জীবঃ ‘সম্প্রসূতাঃ’ সমুৎপন্নাঃ ॥ ৫ ॥

‘তস্মাৎ ঋচঃ, সামানি, যজুংষি, দীক্ষাঃ, সর্কে যজ্ঞাঃ চ,’ ক্রতবঃ’ যুপবিশিষ্টাঃ যজ্ঞাঃ। যুপম্ পশুবন্ধন-কাষ্ঠবিশেষম্। ‘দক্ষিণাঃ চ সংবৎসরঃ চ, যজমানঃ চ,’ ‘লোকাঃ’ পৃথিব্যাদয়ঃ [উৎপন্নাঃ] ; ‘যত্র’ ‘সোমঃ’ চন্দ্রঃ ‘পবতে’ পবিত্রকিরণৈঃ পুনাতি, ‘যত্র সূর্য্যঃ’ [চ পবতে] ॥ ৬ ॥

‘তস্মাৎ চ দেবাঃ’ ‘বহুধা’ বহুরূপাদিভেদেন ‘সম্প্রসূতাঃ’ ‘সাধ্যাঃ’ দেব-বিশেষাঃ ‘মনুষ্যাঃ, পশবঃ’ ‘বয়াংসি’ পক্ষিণঃ [চ সম্প্রসূতাঃ]। ‘প্রাণাপাণৌ’

হইয়াছে। সোম রস হইতে বৃষ্টি জন্মে, পৃথিবীতে ওষধিসমৃদ্ধ উৎপন্ন হয়। পুরুষ স্ত্রীতে বীৰ্য্যপাত করে, এই রূপে পুরুষ হইতে বহু প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে।

৬। তাঁহা হইতে ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সর্ক প্রকার যজ্ঞ, ক্রতু (যে যজ্ঞে যুপ অর্থাৎ পশুবন্ধন-কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়), দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান এবং যেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র পুণ্যকিরণ দ্বারা পবিত্র করেন, সেই পৃথিব্যাদি লোক সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

৭। তাঁহা হইতেই [বহ্ন-রূপাদি] নানা প্রকার, দেবতা, সাধ্য

প্রাণাপাণৌ ব্রীহিববৌ* তপশ্চ

শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ

সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি

প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বৈ-

হস্মাৎ স্তন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ ।

প্রাণঃ উর্দ্ধগামী বায়ুঃ, অপানঃ অধোগামী বায়ুঃ, 'ব্রীহিববৌ' ব্রীহিঃ ধাতুঃ
ববঃ চ, 'তপঃ চ, শ্রদ্ধা, সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং, বিধিঃ চ' [সম্প্রসৃতঃ] ॥ ৭ ॥

'সপ্ত' 'প্রাণাঃ' ইন্দ্রিয়ানি 'তস্মাৎ' 'প্রভবন্তি' উদ্ভবন্তি, 'সপ্ত' 'অর্চ্চিষঃ'
দীপ্তয়ঃ,—বিষয়প্রকাশলক্ষণাঃ, 'সপ্ত' 'সমিধঃ' ইন্দ্রিয়গোচরাঃ বিষয়াঃ,
'সপ্ত' হোমাঃ বিষয়বিজ্ঞানানি, [তথা] 'ইমে সপ্ত লোকাঃ যেষু' 'গুহাশয়াঃ'
গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা নিদ্রাকালে শেরতে ইতি, [প্রতিপ্রাণি ধাত্রা]
'সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ প্রাণাঃ চরন্তি' [এতে সর্ব্বৈ তস্মাৎ প্রভবন্তি] ॥ ৮ ॥

'অতঃ' অস্মাৎ 'সমুদ্রাঃ সর্ব্বৈ গিরয়ঃ চ' [উৎপন্নঃ] 'অস্মাৎ সর্ব্বরূপাঃ'

(দেবতাবিশেষ), মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ অর্থাৎ উর্দ্ধগামী বায়ু, অপান
অর্থাৎ অধোগামী বায়ু, ব্রীহি অর্থাৎ ধাতু, বব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য,
ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি উৎপন্ন হইয়াছে ।

৮। সপ্ত ইন্দ্রিয়, সপ্ত দীপ্তি অর্থাৎ বিষয়-প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয়-কার্য্য,
সপ্ত সমিধ্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, সপ্ত হোম অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান আর
এই সপ্ত লোক, যাহাতে নিদ্রাকালে হৃদয়-নিহিত এবং প্রতি প্রাণীতে
সপ্ত সপ্ত ক্রমে স্থাপিত প্রাণ সকল কার্য্য করে ।

৯। ইহা হইতে সমুদ্র এবং সমুদায় পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা

অতশ্চ সৰ্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ

যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবৈদং বিশ্বং কৰ্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোহবিদ্যাগ্রস্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥

‘সিদ্ধবঃ’ নদ্যঃ ‘সান্দন্তে’ অবন্তি। ‘অতঃ চ সৰ্ব্বাঃ ওষধয়ঃ রসঃ চ [সম্ভবতি] ‘যেন [রসেন] হি এষঃ’ ‘অন্তরাত্মা’, সূক্ষ্মশরীরম্ ‘ভূতৈঃ’ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ ভূতৈঃ সহ [পরিবেষ্টিতঃ] ‘তিষ্ঠতে’ তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

‘কৰ্ম, তপঃ’, ‘পরম্’ অমৃতং ‘ব্রহ্ম’ হিরণ্যগৰ্ভঃ ‘ইদং’ বিশ্বম্ ‘সৰ্ব্বং’ পুরুষঃ এব’। হে ‘সোম্য’, যঃ ‘এতৎ’ এতম্ পুরুষম্ ‘গুহায়াং’ হৃদয়ে ‘নিহিতং বেদ, সঃ ইহ [এব] অবিদ্যাগ্রস্থিং’ ‘বিকিরতি’ বিক্ৰিপতি, নাশয়তি ॥১০॥

হইতে সৰ্ব্বপ্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হইতেই সমুদয় ওষধি এবং যে রসদ্বারা অন্তরাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চ স্থূলভূতদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেই রস সম্ভূত হইয়াছে।

কৰ্ম, তপ, শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগৰ্ভ, এই সমস্ত সেই পুরুষই। হে সোম্য, যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এখানে থাকিতেই নিজ অবিদ্যাগ্রস্থি বিক্ৰিপ্ত অর্থাৎ চিন্ন করেন।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—:~:—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরনাম

মহৎ পদমত্রেতং সমর্পিতম ।

এজৎ প্রাণনিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্ববেণাং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥১॥

যদর্চিমদ্ যদগুভোভগু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ।

[ব্রহ্ম] ‘আবিঃ’ প্রকাশমানম্, ‘সন্নিহিতম্’ প্রাণিনাম্ অন্তরস্থম্ ‘গুহাচরং নাম’ গুহায়াং হৃদি, চরতি বসতি, ইতি নাম, [তথা মহৎ পদম্] মহৎ আশ্রয়ম্; ‘অত্র’ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি ‘যৎ’ ‘এজৎ’ চলৎ ‘প্রাণং’ প্রাণাপানাদিমং মনুষ্যপঞ্চাদি, [তথা] ‘নিমিষৎ’ নিমিষাদি-ক্রিয়াবৎ, ‘এতৎ’ [সর্গঃ] ‘সমর্পিতম্’ আশ্রিতম্ । [এতৎ ব্রহ্ম] ‘জানথ’জানত [যৎ] ‘সৎ-অসৎ’ স্থূল-সূক্ষ্মরূপম্, স্থূলসূক্ষ্মবোঃ কারণরূপম্ ইত্যর্থঃ, ‘ববেণ্যম্’ প্রার্থনীয়ম্, পূজনীয়ম্ বা, ‘বরিষ্ঠম্’ শ্রেষ্ঠতম্, [তথা] ‘প্রজানাং’ প্রাণিনাম্ ‘বিজ্ঞানাং’ ‘পরং’ ব্যতিরিক্তং, লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরম্ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘যৎ’ ‘অর্চিমৎ’ দীপ্তিমৎ, ‘যৎ’ অগুভাঃ’ সূক্ষ্মেভাঃ [অপি] ‘অগু’ সূক্ষ্মম্

১। ব্রহ্ম প্রকাশমান, প্রাণীদিগের অন্তরস্থ, গুহাচর অর্থাৎ হৃদয়বাসী এই নামধারী, এবং মহৎ আশ্রয়; চলনশীল, প্রাণাপান-বিশিষ্ট মনুষ্যপঞ্চাদি এবং নিমিষ-ক্রিয়াযুক্ত জীব, এই সমস্ত ইহাতে আশ্রিত বহিয়াছে। যিনি সৎ-অসৎ অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মরূপ, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ রস্তুর কারণরূপ, প্রার্থনীয় বা পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, এবং প্রাণীদিগের (লৌকিক) জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে তোমরা জ্ঞাত হও।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তত্ত্ব বাক্ মনঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বৈদ্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং ছাপাসা নিশিতং সঙ্কয়ীত ।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

‘চ’, ‘তস্মিন্ লোকাঃ’ ‘লোকিনঃ’ লোকনিবাসিনঃ ‘চ’ ‘নিহিতাঃ’ স্থিতাঃ ,
‘তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম, সঃ প্রাণঃ, তৎ’ ‘উ’ অপি ‘বাক্ মনঃ’ । ‘তৎ
এতৎ সত্যং, তৎ অমৃতং, তৎ’ ‘বৈদ্যং’ মনসা তাড়য়িতবাম্, তস্মিন্
মনঃ সমাধানং কর্তব্যম্ ইত্যর্থঃ, হে ‘সোম্য’ [‘তৎ’] ‘বিদ্ধি’ তস্মিন্ চেতঃ
সমাধঃ ইত্যর্থঃ । ২ ।

‘উপনিষদম্’ উপনিষৎস্ব বিহিতম্ ‘মহাস্ত্রং’ ধনুঃ ‘গৃহীত্বা,’ ‘উপাসা’
উপাসনয়া ‘নিশিতং শরং’ ‘সঙ্কয়ীত’ সঙ্কানং কুর্য্যাৎ । হে ‘সোম্য’
‘তদ্ভাবগতেন’ তস্মিন্ ব্রহ্মণি গতঃ ভাবঃ ভাবনা যস্য সঃ তদ্ভাবগতঃ, তেন
‘চেতসা’ [‘ধনুঃ’] ‘আয়ম্য’ আকৃষ্য ‘লক্ষ্যং তৎ এব অক্ষরং বিদ্ধি’ ॥ ৩ ॥

২। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ঐহাতে
লোকসমূহ এবং লোকবাসিসমূহ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম,
তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন । তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে
মনের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহাতে মনঃ-সমাধান
করিতে হইবে), হে সোম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর ।

৩। উপনিষৎ-বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা-দ্বারা
শাণিত শর সঙ্কান করিবে । হে সোম্য, তাঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে
ভাবনাগত চিত্ত দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে
বিদ্ধ কর

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদ্ববাং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্

ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্

অগ্না বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ

স এষোহন্তুশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

‘প্রণবঃ’ ওঁকারঃ ‘ধনুঃ’ ‘শবঃ’ হি আত্মা, ব্রহ্ম ‘তৎ’ কথিতম্ ‘লক্ষ্যম্’ উচ্যতে । [তৎ লক্ষ্যম্] ‘অপ্রমত্তেন’ জিতেন্দ্রিয়েণ, একাগ্রচিত্তেন ‘বেদ্ববাম্,’ ‘শরবৎ, তন্ময়ঃ ভবেৎ’ শরঃ যথা লক্ষ্যে মগ্নঃ ভবতি তথা সাধকঃ ব্রহ্মণি নিমজ্জেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

‘যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্ সর্কৈঃ প্রাণৈঃ সহ মনঃ চ’ ‘ওতম্’ ধৃতম্, ‘তম্ একম্ আত্মানম্ এব’ ‘জানথ’ জানীথ, ‘অগ্নাঃ বাচোঃ’ ‘বিমুক্তথ’ বিমুক্তত, পরিত্যজত । ‘এষঃ’ ‘অমৃতশ্চ’ অমৃতভাবশ্চ, মোক্ষস্য ‘সেতুঃ’ মোক্ষ-প্রাপ্তয়ে উপায়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

‘যত্র’ হৃদয়ে ইত্যর্থঃ, ‘নাভাঃ রথনাভৌ অরাঃ ইব’ ‘সংহতাঃ’ সম্প্রবিষ্টাঃ

৪ । প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা যায় । একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, এবং শরের ন্যায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন ।

৫ । ষাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণ সহ মন, ধৃত রহিয়াছে, সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, অগ্নি কথা পরিত্যাগ কর ইনি অমৃতত্বের সেতু অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় ।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভুবি

দিবো ব্রহ্মপুৰে হোষ বোয়্ম্যাআ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহ্নে হৃদয়ং সন্নিধায়

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশুন্তি ধীরাঃ

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

[তত্র] ‘অন্তঃ’ ‘সঃ এষঃ’ আত্মা [পশুন্, শৃণুন্, মন্বানঃ ইতি] বহুধা ‘জায়মানঃ’ ভবন্ ‘চরতে’ চরতি, বিরাজতে । ‘ওঁ ইতি এবম্ আত্মানং’ ‘ধ্যায়থ’ ধ্যায়ত, চিন্তয়ত ; ‘তমসঃ’ অবিজ্ঞানকারিত্ব ‘পরস্তাৎ’ ‘পরায়’ পরপার-তরণায় ‘বঃ’ যুগ্মাকং ‘স্বস্তি’ নির্কিষ্ম [অস্ত] ॥ ৬ ॥

‘নঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ, সৰ্ব্ববিদ্, ভুবি যশ্চ এষঃ মহিমা [প্রকাশিতঃ] এষঃ আত্মা’ ‘দিবো’ জ্ঞানদীপ্তে ‘ব্রহ্মপুৰে’ হৃদয়ে ‘বোয়্মি’ হৃদয়াকাশে, হৃদয়মধ্যে ইত্যর্থঃ’ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ । ‘মনোময়ঃ প্রাণ-শরীর-নেতা’, [সঃ] ‘অহ্নে’ পৃণুরীকছিদ্রে ‘হৃদয়ং’ বুদ্ধিং ‘সন্নিধায়’ অবস্থাপ্য ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ ; ‘যং আনন্দরূপম্ অমৃতং বিভাতি, তং ধীরাঃ’ ‘বিজ্ঞানেন’ বিশিষ্টেন জ্ঞানেন ‘পরিপশুন্তি’ ॥ ৭ ॥

৬। যেখানে অর্থাৎ হৃদয়ে নাড়ীসকল রথনাভিতে অরের গায় সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে সেই আত্মা দর্শক, শ্রোতা মননকারী এরূপ বহুরূপ হইয়া অন্তরে বিরাজ করিতেছেন । ওঁ, এই রূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে ; অবিজ্ঞা অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের স্বস্তি অর্থাৎ নির্কিষ্ম হউক ।

৭। যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাহার এই মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই আত্মা জ্ঞানদ্বারা দীপ্ত ব্রহ্মপুৰে হৃদয়রূপ আকাশে

ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্ত্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বদাঅবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥

‘তস্মিন্’ ‘পরাবরে’ কারণাঅনা পরং, কার্য্যাঅনা অবরং, তস্মিন্ কারণ-
কার্য্যাঅকে ব্রহ্মণি ‘দৃষ্টে’ [সতি] ‘হৃদয়-গ্রন্থিঃ’ অবিদ্যাবাসনালক্ষণঃ
‘ভিত্ততে,’ ‘সৰ্বসংশয়াঃ’ ছিন্ত্তে, ‘অস্ত’ সাধকস্ত ‘কৰ্ম্মাণি’ মোক্ষ প্রতি-
রোধকানি সকাম কৰ্ম্মাণি ‘চ ক্ষীয়ন্তে’ ॥ ৮ ॥

‘হিরণ্ময়ে’ জ্যোতির্ময়ে, বিজ্ঞান-প্রকাশে ‘পরে’ শ্রেষ্ঠে ‘কোষে’ আঅনি
ইত্যর্থঃ, ‘বিরজং’ অবিদ্যাদি রজঃ মলম্, তদ্বজ্জিতম্, ‘নিষ্কলং’ কলা অংশঃ
তদ্রহিতম্, অখণ্ডম্, নিরবয়বম্ ইত্যর্থঃ, ‘ব্রহ্ম’ [প্রকাশিতম্ অস্তি] । ‘তং’
‘শূত্রং’ শূক্লং ‘জ্যোতিষাং’ সৰ্বপ্রকাশাঅনাম্ আদিত্যাদীনাং ‘জ্যোতিঃ’
[অপিচ] ‘তং’ [এব বস্তু] ‘যং’ আঅবিদঃ’ আঅজ্ঞাঃ ‘বিদুঃ’ জানন্তি ॥ ৯ ॥

প্রতিষ্ঠিত আছেন । তিনি মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা ,
তিনি অল্পে অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ।
যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাঠিতেছেন, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ
গভীর জ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন ।

৮। সেই পরাবর অর্থাৎ কারণরূপে শ্রেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা ভেদ
হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং ইহার অর্থাৎ সাধকের কৰ্ম্মসমূহ
(অর্থাৎ মোক্ষ-প্রতিরোধক সকাম কৰ্ম্ম সমূহ) ক্ষয় হয় ।

৯। হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, জ্ঞানালোকিত শ্রেষ্ঠ আআরূপ
কোষমধ্যে নির্মল, অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন । তিনি শূক্ল, সূর্য্যাদি
জ্যোতির্গদ-বস্তুসমূহের জ্যোতিঃ । তিনি সেই বস্তু যাহাকে আঅজ্ঞ
ব্যক্তিরাজানেন ।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণঃ

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং

তস্ম ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতঃশ্চোত্তরেণ ।

অধশ্চোৰ্দ্ধিঞ্চ প্রস্থতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

‘তত্র’ ব্রহ্মণি ‘সূর্য্যঃ ন ভাতি’ তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ, ‘চন্দ্র-
তারকং’ [ন ভাতি], ‘ইমাঃ বিদ্যাতো ন ভাস্তি’, ‘অয়ম্ অগ্নিঃ কুত ?’ কথং
অগ্নিঃ তৎ প্রকাশয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ । ‘তম্’ ‘ভাস্তম্’ দীপ্যমানম্ ‘এব সৰ্ব্বং’
[সূর্য্যাদিকম্] ‘অনুভাতি’ অনুদীপ্যতে, ‘তস্ম’ ব্রহ্মণঃ ‘ভাসা’ দীপ্ত্যা ‘সৰ্ব্বম্’
ইদং ‘বিভাতি’ দীপ্যতে ॥ ১০ ॥

‘ইদম্’ অমৃতম্ ব্রহ্ম এব’ ‘পুরস্তাৎ’ অগ্রে, ‘ব্রহ্ম পশ্চাৎ, ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ
উত্তরেণ চ’ । [তৎ] ‘অধঃ চ উৰ্দ্ধং চ’ ‘প্রস্থতম্’ প্রগতম্’ বিস্তৃতম্, ‘ইদং’
‘বরিষ্ঠং’ বরতমং, শ্রেষ্ঠম্ ‘ব্রহ্ম এব ইদং’ ‘বিশ্বং’ সমস্তম্ ॥ ১১ ॥

১০ । সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না অর্থাৎ সূর্য্য ব্রহ্মকে প্রকাশ
করিতে পারে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহ প্রকাশ
পায় না, এই অগ্নি কোথায় ? অর্থাৎ এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ
করিবে ? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই
দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে ।

১১ । এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে
এবং উত্তরে । তিনি অধঃ এবং উৰ্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন । এই
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

— — : * : — —

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্যানশ্লন্থোহভিচাকশীতি ॥ ১ ॥*

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-

হনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যনামীশ-

মশ্রু মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

‘দ্বা’ দ্বৌ ‘সমুজা’ সমুজৌ, সৰ্ব্বদা সহযুক্তৌ, ‘সখায়া’ সখায়ৌ ‘সুপর্ণা’ সুপর্ণৌ, সুন্দরৌ পর্ণৌ পক্ষৌ যয়োঃ তৌ,—পক্ষিণৌ ইত্যর্থঃ, ‘সমানম্’ একং ‘বৃক্ষং’ শরীরম্ ইত্যর্থঃ, ‘পরিষস্বজাতে’ পরিষস্বকৃতবন্তৌ, আশ্রিতবন্তৌ। ‘তয়োঃ’ ‘অন্থঃ’ একঃ, জীবঃ ইত্যর্থঃ, ‘স্বাদু’ মিষ্টম্ ‘পিপ্ললম্’ ফলম্ ‘অন্ত্রি’ ভক্ষয়তি, উপভুক্তে, ‘অন্থঃ’ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ ‘অনশ্লন’ অভুজানঃ [কেবলম্] ‘অভিচাকশীতি’ পশ্যতি ॥ ১ ॥

‘পুরুষঃ’ জীবঃ ‘সমানে’ একস্মিন্ এব ‘বৃক্ষে’ ‘নিমগ্নঃ’ দেহম্ আত্মানং গম্বানঃ, ‘অনীশয়া’ শক্তিহীনতয়া, দীনভাবেন, ‘মুহমানঃ শোচতি’ । [পবন্তু সঃ] ‘যদা’ [সাধকৈঃ] ‘জুষ্টং’ সেবিতম্ ‘অন্থঃ’ দেহাদেঃ বিলক্ষণঃ ‘ঈশঃ’ [কিঞ্চ] আত্মানং চ বিশ্বং চ ‘অসা’ ‘মহিমানম্’ বিভূতিম্ ‘ইতি’ পশ্যতি [তদা সঃ] ‘বীতশোকঃ’ বিগতদুঃখঃ [ভবতি] ॥ ২ ॥

১। দুই পরস্পর-সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর এক জন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

২। পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতাবশতঃ মুহমান হইয়া শোকগ্রস্ত

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি

বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।

আত্মক্ৰীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-

নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

‘যদা’ ‘পশ্যঃ’ পশ্যতি ইতি, দ্রষ্টা, সাধকঃ ইত্যর্থঃ, ‘রুদ্রবর্ণং’ স্বর্ণবর্ণং, জ্যোতির্শ্ময়ম্ ইত্যর্থঃ, ‘কর্তারম্ ঈশম্’ ব্রহ্মযোনিম্’ অপর-ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভশ্চ উদ্ভবম্ ‘পুরুষম্’ ‘পশ্যতে’ পশ্যতি, ‘তদা বিদ্বান্’ পুণ্যপাপে’ বন্ধনভূতে সকামকর্ষণী ‘বিধুয়’ দক্ষা, নিরশ্চ, ‘নিরঞ্জনঃ’ নির্মলঃ সন্ ‘পরমং’ ‘সাম্যং’ সমতাগ্ ‘উপৈতি’ লভতে ॥ ৩ ॥

‘য.’ ‘সর্বভূতৈঃ’ সর্বভূতাত্মতয়া ‘বিভাতি, এষঃ হি প্রাণঃ’ [তম্] ‘বিদ্বান্ বিজানন্’ ‘অতিবাদী’ পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলম্ অশ্চ ইতি, ন ভবতে’ ন ভবতি । [সঃ ব্রহ্মজ্ঞঃ] ‘আত্মক্ৰীড়ঃ’ পরমাত্মনি এব ক্রীড়নং যশ্চ

হয় । কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অশ্চ অর্থাৎ দেহাদি হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে এবং [আত্মা ও জগৎ] তাঁহারই মহিমা ইহা দেখে, তখন বিগত-শোক হয় ।

৩। যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্শ্ময় কর্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কর্ষ পরিত্যাগ-পূর্বক নির্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন ।

৪। যিনি সমুদায় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ; তাঁহাকে যিনি জ্ঞানেন সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হন না

সত্যেন লভ্যস্তপসা হৈষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ ।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রা

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং

সত্যেন পশ্বা বিততো দেবযানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যযয়ে হ্যাপ্তকামা

যত্র তৎ সত্যম্ পরমং নিধানম্ ॥ ৬ ॥

ইতি, ‘আত্মবতিঃ’ পরমাত্মনি এব রতিঃ প্রীতিঃ দগ্ধ ইতি, ‘ক্রিয়াবান্’ সংকার্য্যশীলঃ [ভবতি], ‘এষঃ’ [সাধকঃ] ‘ব্রহ্মবিদাঃ’ ব্রহ্মজ্ঞানিণাং মদ্যে ‘বরিষ্ঠঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

[যঃ] ‘জ্যোতির্ম্ময়ঃ’, ‘শুভ্রঃ’ শুদ্ধঃ ‘আত্মা’ ‘অন্তঃ-শরীরে’ শরীরভাণ্ডে [বর্ত্ততে] ‘যং’ [চ] ‘ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি, এষঃ সত্যেন, তপসা, সম্যক্-জ্ঞানেন, নিত্যম্ ব্রহ্মচর্য্যেণ [চ] লভ্যঃ’ [ভবতি] ॥ ৫ ॥

‘সত্যম্ এব’ ‘জয়তে’ জয়তি, ‘অনৃতং’ মিথ্যা। ‘ন [জয়তি]’, সত্যেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথ’ কহেন না। তিনি আত্মক্রীড়া ও আত্মরতি হন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া কবেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন, এবং ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ সংকার্য্যশীল হন। ইনিই ব্রহ্মবিৎ-দিগের মদ্যে শ্রেষ্ঠ ।

৫ । যে জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মল-চিত্ত যতিগণ যাহাকে দর্শন করেন, ইনি সত্য, তপস্বী, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লভ্য ।

৬ । সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না ; সত্য দ্বারা দেবযান নামক

বৃহচ্চ তদ্বিবামচিন্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সুদূরে তদিহাস্তিকে চ

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নানৈর্দে বৈস্তুপসা কস্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্বতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং প্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

‘দেবদানঃ’ প্রত্নগ্রামকঃ ‘পশ্য’ ‘বিতত’ বিস্তীর্ণঃ, ‘অনাবৃতদ্বাৰঃ’ [ভবতি], ‘সেন’ [পথ]। ‘আপ্তকামাঃ’ বিগততৃষ্ণাঃ ‘ঋষয়ঃ’ [তত্র] ‘আক্রমন্তি’ গচ্ছন্তি ‘সত্র’ ‘সত্যাত্ম’ ব্রহ্মণঃ ‘তৎ পরমং’ ‘নিবানং’ দাম [অস্তি] ॥ ৬ ॥

‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বৃহৎ’ ‘দিবাঃ’ স্বয়ম্প্রভঃ, ‘অচিন্ত্যরূপং চ’, ‘তৎ সূক্ষ্মাৎ’ ‘চ’ অপি ‘সূক্ষ্মতরম’ বিভাতি’ । ‘তৎ দূরাৎ সুদূরে’ ‘ইহ’ দেহে ‘অস্তিকে’ সমীপে ‘চ’ ‘ইহ’ এবং ‘পশ্যৎস্ব’ জ্ঞানবৎস্ব ‘গুহায়াম্’ অদর্শে ‘নিহিতম্’ ॥ ৭ ॥

[সঃ পরমাত্মা] ‘ন চক্ষুষা, ন অপি বাচা, ন অনৈঃ’ ‘দেবৈঃ’ ইন্দ্রিযৈঃ, পথ বিস্তীর্ণ অর্থাৎ অনাবৃত-দ্বার তয়, যদ্বাৰা ‘আপ্তকাম’ অর্থাৎ কামনা-বজ্জিত ঋষিগণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেব সেই পবন দাম যে স্থানে আছে সে স্থানে গমন করেন ।

৭। তিনি অর্গাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, দিবা অর্থাৎ স্বয়ম্প্রভঃ এবং অচিন্ত্যরূপ , তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন । তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এখানে নিকটেও আছেন, এবং এখানেই জ্ঞানবান্ পদার্থসমূহের বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত রহিয়াছেন ।

৮। পবনাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেও গ্রাহ্য নহেন, অত্যাগ

এষোত্তরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সৰ্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

‘তপসা, কৰ্ম্মণা বা গৃহ্যতে’ । [সাধকঃ] ‘জ্ঞানশ্চ’ ‘প্রসাদেন’ নিম্নলভ্যো, বিশুদ্ধজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ, ‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ ‘ততঃ’ তদনুসারে ‘তু দ্যায়মানঃ নিষ্কলং তম্’ [পরমাত্মানং] ‘পশ্যতে’ পশ্যতি ॥ ৮ ॥

‘এমঃ’ ‘অণুঃ’ সূক্ষ্মঃ ‘আত্মা’ ‘চেতসা’ জ্ঞানেন । তস্মিন্ শরীরে । ‘বেদিতব্যঃ, যস্মিন্ প্রাণঃ’ ‘পঞ্চধা’ প্রাণাপানাদিভেদেন ‘সংবিবেশ’ সমান-প্রবিষ্টঃ । ‘প্রাণৈঃ’ ইন্দ্রিয়ৈঃ ‘প্রজানাং’ প্রাণিণাং ‘সৰ্বং চিত্তম্’ ‘দেহ-’ ব্যাপ্তং, ‘যস্মিন্’ [চিত্তে] ‘বিশুদ্ধে’ [সতি] ‘এমঃ আত্মা’ ‘বিভবতি’ উদ্ভেদিত, প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ শুদ্ধান্তঃকরণঃ ‘যং যং লোকং মনসা’ ‘সংবিভাতি’ সঙ্কলয়তি,

ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপশ্চা ও কৰ্ম্মদ্বারা তাহাকে লাভ করা যায় না । জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ নিম্নল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিবরণের পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।

৯ । এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানদ্বারা সেই শরীরমধ্যে জানিতে হইবে, যেখানে প্রাণবায় প্রাণ-অপানাদি ভেদে পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই আত্মা প্রকাশিত হন ।

১০ । বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি যে যে লোক মনে মনে সঙ্কল করেন, এবং

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদাত্মজং হর্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥

‘যান্ চ’ ‘কামান্’ ভোগান্ ‘কাময়তে’ প্রার্থয়তে, ‘তং তং লোকং, তান্ চ কামান্’ ‘জয়তে’ প্রাপ্নোতি, ‘স্তস্মাৎ’ ‘ভূতিকামঃ’ ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষী ‘আত্মজম্ হি’ ‘অর্চয়েৎ’ পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

যে যে ভোগ্য বস্তু কামনা করবেন, সেই সেই লোক এবং সেই সেই ভোগ্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন; অতএব ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্মজের পূজা করিবেন।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ পণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

—:~:—

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।

উপাসতে পুরুষং যে হাকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভিজ্জায়তে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামস্য কৃতান্ননস্ত

ইহৈব সর্বং প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

‘সঃ’ [আশ্রুজঃ] ‘এতৎ পরমং’ ‘দাম’ আশ্রয়ম্ ‘ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘যত্র বিশ্বং’ ‘নিহিতং’ সমর্পিতম্, [যৎ চ] ‘শুভ্রং’ শুদ্ধম্ ‘ভাতি’ । ‘যে হি অকামাঃ ধীরাঃ [তম্] পুরুষম্ উপাসতে, তে এতৎ শুক্রম্ ‘অতিবর্তন্তে’ অতিক্রামন্তি,—ন পুনঃ জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

‘যঃ কামান্’ ‘মন্যমানঃ’ চিন্তয়ানঃ ‘কাময়তে, সঃ’ [তৈঃ] ‘কামভিঃ’ কামৈঃ [সহ] ‘তত্র তত্র’ তৎ-তৎ-কামভোগোপযোগিনি লোকে ‘জায়তে’ । ‘তু’

১। তিনি অর্থাৎ আশ্রুজ এই পরম আশ্রয় ব্রহ্মকে জানেন, বাহ্যতে সমস্ত আশ্রিত রহিয়াছে, এবং যিনি শুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে অকাম জ্ঞানিগণ সেই পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই শুক্র অতিক্রম করেন অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয় না।

২। যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল কামনা সহ সেই সেই কামভোগো-

নায়মায়া প্রবচনেন লভ্য।

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যামৈবৈষ বৃণতে তেন লভ্য-

স্তশ্চৈষ আত্মা বৃণতে তনুং স্বাম্ ॥ ৩ ॥

নায়মায়া বলহীনেন লভ্য।

ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যালিঙ্গাৎ ।

কিন্তু ‘পরাপ্তকামস্র’ পবি সমন্তাং আপ্তাঃ ব্যাপ্তাঃ কামাঃ যস্য সঃ পরাপ্তকামঃ, বাসনাবজ্জিতঃ ইত্যর্থঃ, তস্য ‘কৃতান্ননঃ’ কৃতঃ নিষ্পন্নঃ আত্মা স্বরূপেণ যস্য সঃ কৃতাত্মা, তস্য সিদ্ধান্ননঃ প্রকাশিত-স্বরূপস্য ইত্যর্থঃ, ‘সর্ব্বৈ কামাঃ ইহ এব’ ‘প্রবিলীয়ন্তি’ ‘প্রবিলীয়ন্তে’ ॥ ২ ॥

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘প্রবচনেন’ বেদাধ্যাপনেন ‘ন লভ্যঃ’, ‘মেধয়া’ গ্রন্থার্থ-ধারণশক্ত্যা, ‘বহুনা’ শ্রুতেন’ শাস্ত্রজ্ঞানেন [চ ন লভ্যঃ] । ‘স্বং’ [সাবকম্] ‘এব’ ‘এষঃ’ [আত্মা] ‘বৃণতে’ আত্মদর্শনার্থং বরয়তি, ‘তেন’ [ব্রতেন সাবকেন এব এষঃ] ‘লভ্যঃ’; ‘তস্য’ [সমীপে] ‘এষঃ আত্মা’ ‘স্বং’ স্বকীয়াং ‘তনুং’ স্বরূপম্ ‘বৃণতে’ প্রকাশয়তি ॥ ৩ ॥

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘বলহীনেন’ আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীৰ্যা-ভীনেন ‘ন লভ্যঃ,’ ন পরোক্ষী লোকে জন্মগ্রহণ করে । কিন্তু বাসনাবজ্জিত ও প্রকাশিত-স্বরূপ ব্যক্তির নমুদায় কামনা এখানেই বিলীন হয় ।

৩ । এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণশক্তি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায় না । যাহাকে ইনি অর্থাৎ আত্মা [আত্মদর্শনার্থ] বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাষ্ট ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনু অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন ।

৪ । আত্ম-নিষ্ঠা-জনিত বীৰ্যা যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পাবে না । ঔদাস্যদ্বারা এবং সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানদ্বারাও তাঁহাকে

এতৈরূপায়ৈর্ষতত্তে যন্ত বিদ্বাং-

স্তশ্রৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৭ ॥

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ে জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সৰ্বগঃ সৰ্বতঃ প্রাপা ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সৰ্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ

সম্যাসযোগাদ্ যস্যঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

চ' 'প্রমাদাং' বিসদসঙ্গনিমিত্তং ত্রৈলোক্যং 'না' 'বা' 'অনিদ্রাং' সম্যাস-
রহিতাং 'তপসঃ' জ্ঞানাং 'অপি' [সঃ লভা] । 'সঃ' তু বিদ্বান্ এতৈঃ
'উপায়ৈঃ' বীৰ্যা-অপ্রমাদ-সম্যাসযুক্ত-জ্ঞানৈঃ 'যন্তঃ' তস্য এসঃ 'আত্মা'
ব্রহ্মধাম' 'বিশতে' প্রবিশতি ॥ ৪ ॥

'এনম্' এতৎ 'সম্প্রাপ্য' স্বয়ং জ্ঞানতৃপ্তাঃ, 'কৃতাত্মান' প্রকাশিত-
স্বরূপাঃ 'বীতরাগাঃ' অনাশক্তাঃ, 'প্রশান্তাঃ' । চ ভবতি । 'তে' 'যুক্তাত্মানঃ'
সমাহিতচিত্তাঃ 'ধীরাঃ' 'সৰ্বগঃ' সৰ্বব্যাপিনম্ ব্রহ্ম 'সৰ্বতঃ' সৰ্বত্র 'প্রাপা'
'সৰ্বঃ' সম্যক্ 'এব' [তন্] 'আবিশন্তি ॥ ৫ ॥

'বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ' বেদান্তবিজ্ঞানগ্ৰা অর্থঃ বিষয়ঃ ব্রহ্ম
লাভ করা যায় না । কিন্তু যে জানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে, অর্থাৎ
বীৰ্যা, অপ্রমাদ এবং সম্যাসযুক্ত জ্ঞান, এই ত্রিবিধ উপায়ে যত্ন করেন,
তাহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে ।

৫ । ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং জ্ঞানতৃপ্ত প্রকাশিত-স্বরূপ ও
প্রশান্ত হন । সেই সমাহিতচিত্ত জানীরা সৰ্বব্যাপী ব্রহ্মকে সৰ্বত্র প্রাপ্ত
হইয়া সৰ্বতোভাবে তাহাতে প্রবেশ করেন ।

৬ । বেদান্ত বিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে যাহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন,

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বৈ ॥ ৬ ॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সর্বৈ প্রতিদেবতাসু ।

কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

যথা নদ্যাঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে-

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

ইত্যর্থঃ, সুনিশ্চিতং সুবিজ্ঞাতং যৈঃ তে, ‘সন্ন্যাসদোগাং’ ‘শুদ্ধসত্ত্বাঃ’ ‘শুদ্ধ-
স্বভাবাঃ’, ‘পরামৃতাঃ’ পরম অমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ, ‘তে সর্বৈ [যতঃ] ‘পরান্ত-
কালে’ সংসারাবসানে ‘ব্রহ্মলোকেষু’ ব্রহ্ম এব লোকঃ, তস্মিন্ সাধকানাং
বহুত্বাং যং বহুবং দৃশ্যতে, ‘পরিমুচ্যন্তে’ সম্যক মুক্তাঃ ভবন্তি ॥ ৬ ॥

[তেষাং] ‘পঞ্চদশ’ পঞ্চদশ-সংখ্যাকাঃ ‘কলাঃ’ প্রাণাদি-দেহভাগাঃ
[তাসাং] ‘প্রতিষ্ঠাঃ’ কারণান্ ‘গতাঃ’ ভবন্তি], ‘সর্বৈ’ ‘দেবাঃ’ ইন্দ্রিয়াণি ‘চ’
‘প্রতিদেবতাসু’ স্ব-স্ব-দেবতাসু, আদিত্যাদিষু [গতাঃ ভবন্তি] । [তেষাং]
‘কর্মাণি বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা চ সর্বৈ পরে অব্যয়ে [ব্রহ্মণি] একীভবন্তি’ ॥ ৭ ॥

‘যথা’ ‘স্তন্দমানাঃ’ গচ্ছন্ত্যঃ ‘নদ্যাঃ’ নামরূপে ‘বিহায়’ হিত্বা ‘সমুদ্রে’

সন্ন্যাস যোগদ্বারা যাঁহারা শুদ্ধস্বভাব হইয়াছেন, যাঁহারা পরম অমৃতত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যতিগণ মহৎ অন্তকালে অর্থাৎ সংসারদশা শেষ
হইলে ব্রহ্মলোকসমূহে অর্থাৎ সাধকগণের বহুত্ববশতঃ যে ব্রহ্মরূপ লোক
বহু বলিয়া বোধ হয় তাঁহাতে সম্যকরূপে মুক্ত হন ।

৭। তাঁহাদের পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ প্রাণাদি দেহভাগ তাঁহাদের
কারণসমূহে চলিয়া যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয় আপন আপন দেবতায় অর্থাৎ
আদিত্যাদিতে চলিয়া যায় । তাঁহাদের কর্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সমুদয়
শ্রেষ্ঠ অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

নাস্ত্যব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ।

তরতি শোকং তরতি পাপানং

গুহ্যগ্রন্থিভ্যা বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

তদেতদৃচাভ্যাক্তম্—

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বতে একবিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ ।

‘অস্ত’ অদর্শনঃ ‘গচ্ছন্তি’ প্রাপ্নুবন্তি, ‘তথা বিদ্বান্’ নামরূপাং বিমুক্তঃ
পরাংপরং দিব্যং পুরুষম্ ‘উপৈতি’ উপগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

‘যঃ হ তৎ পরমং ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘সঃ বৈ ব্রহ্ম এব ভবতি’ অস্ম
কুলে [কশ্চিদপি] অব্রহ্মবিৎ ন ভবতি । [সঃ] শোকং তরতি, ‘পাপানং’
পাপং ‘তরতি’, ‘গুহ্যগ্রন্থিভ্যাঃ’ অবিজ্ঞাবাসনাময়-হৃদয়-গ্রন্থিভ্যাঃ ‘বিমুক্তঃ
[সন্] অমৃতঃ ভবতি’ ॥ ৯ ॥

৮ । যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ৬ রূপ পবিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে
অদৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ৬ রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
পরাংপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন ।

৯ । যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি একই হন । তাহার কুলে
কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না । তিনি শোক ও পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন,
এবং [অবিজ্ঞাবাসনাময়] হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হন ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০ ॥

তদেতং সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে ।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

‘তং এতং’ [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধানম্] ‘ঋচা’ মন্ত্বে ‘অভ্যাক্তম্’
অভিপ্রকাশিতম্,—

• [যে ক্রিয়াবন্তঃ যথোক্তকর্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ, ‘শ্রোত্রিয়াঃ’ বেদজ্ঞাঃ ‘ব্রহ্ম-
নিষ্ঠাঃ’ ‘শ্রদ্ধাবন্তঃ’ শ্রদ্ধাবান্ : [সন্তুঃ] ‘একর্ষিম্’ একর্ষিণামানন্ অগ্নিঃ
‘জুহ্বতে’ জুহ্বতি,—অগ্নয়ে আহুতিং দদতি, ‘যৈঃ’ ‘তু’ চ ‘বিধিবৎ’
‘শিরোব্রতং’ শিরসি অগ্নিধারণাদিলক্ষণম্ ব্রতং ‘চীর্ণম্’ অন্তর্গতম্, ‘তেষাম্’
এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ বদেত’ ॥ ১০ ॥

‘ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ পুবা তং এতং [সত্যম্ বিজ্ঞানম্] উবাচ’ ; ‘অচীর্ণব্রতঃ’
ন চীর্ণম্ অন্তর্গতম্ ব্রতং যেন ইতি ‘এতং ন অদীতে’ । ‘নমঃ’ ‘পরমঋষিভ্যঃ’
যেভ্যঃ এষা ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্যাক্রমেণ সম্প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

১০ । মন্ত্রদ্বারা এই [বিদ্যাসম্প্রদান-বিধি] প্রকাশিত হইয়াছে,—
“যে ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষি নামক
অগ্নিতে আহুতি দান করেন, এবং যাহারা যথাবিধি শিরোব্রত অর্থাৎ
যাহাতে মন্তুকে অগ্নিধারণ প্রভৃতি করিতে হয় সেই ব্রত অন্তর্গত করেন,
তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে” ।

১১ । ঋষি অঙ্গিরা পূর্বে এই সত্য বিজ্ঞান কহিয়াছিলেন, যে ব্রত
অন্তর্গত করে না, সে ইহা অধ্যয়ন করিবে না । [যাহাদিগের হইতে
এই ব্রহ্মবিদ্যা পারম্পর্যাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে সেই] পরম ঋষিগণকে
নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকঃ সমাপ্তম্ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ।

অথর্ববেদীয়া

মাণ্ডুকোপনিষৎ

—:~:—

ওমিতোদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্—

ভূতং ভবদ্বিষ্যদিতি সৰ্বমোঙ্কার এব ।

যচ্চাত্তরিকালাতীতং তদপোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

সৰ্বং হেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহিয়মাত্মা চতুষ্পাং ॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-

মুখঃ স্থূলভূগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

‘ও’ ইতি এতৎ অক্ষরম্-ইদং সৰ্বম্, ‘তস্যা’ ‘উপব্যাখ্যানং’ বিম্পষ্ট-
প্রকথনম্—‘ভূতম্’ অতীতম্, ‘ভবং’ বর্তমানম্ ‘ভবিষ্যৎ’ ইতি সৰ্বম্ ওকার-
এব । ‘যং চ অত্ৰ’ ‘ত্রিকালাতীতং’ প্রকৃত্যাদি ‘তং’ অপি ওকারঃ এব ॥ ১ ॥

‘সৰ্বং হি এতৎ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা’ ব্রহ্ম, সঃ অয়ম্ আত্মা ‘চতুষ্পাং’
বক্ষ্যমাণ-চতুষ্মাত্রাবিশিষ্টঃ ॥ ২ ॥

‘জাগরিতস্থানঃ’ জাগ্রদবস্থায়ঃ অধিষ্ঠাতা, ‘বহিঃপ্রজ্ঞঃ’ বহিঃবিষয়ে
প্রজ্ঞা যন্ত ইতি বহিঃবিষয়াবভাসকঃ ইত্যর্থঃ, ‘সপ্তাঙ্গঃ’ স্বর্গঃ মূর্ত্তক, সূর্য্যঃ
চক্ষুঃ, বায়ুঃ শ্রাবণঃ, অন্নজলে উদবম্, আকাশঃ মদাদেশঃ, পৃথিবী পাদো

১ । ও এই অক্ষরই অর্থাৎ এই অক্ষর-সূচিত ব্রহ্মই এই সমুদয় ।
ইহার অর্থাৎ ওকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ
এই সমুদয়ই ওকার ।

২ । এই সমুদয়ই ব্রহ্ম । এই আত্মা ব্রহ্ম । সেই এই আত্মা
চতুষ্পাং অর্থাৎ পশ্চাৎ বর্ণনীয় চারি-অবস্থা-বিশিষ্ট ।

৩ । জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞা অর্থাৎ বহিঃবিষয়ের জ্ঞাতা,
বহিঃবিষয়-অবভাসক, সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু
শ্রাবণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ মদাদেশ, পৃথিবী পাদ, এই সপ্তাঙ্গ

স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-

মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি

ইতি সপ্তাঙ্গানি যন্ত সঃ, 'একোনবিংশতিমুখঃ' জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, কশ্মেন্দ্রিয়াণি
৫ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ, চিত্তম্ ইতি
একোনবিংশতিঃ উপলক্ষি-দ্বারাণি যন্ত সঃ, স্থূলভুক্ত' শব্দাদীন্ স্থূলান্
: বিষয়ান্ ভুক্তে ইতি, 'বৈশ্বানরঃ' বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ,
বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ, বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ ইত্যর্থঃ 'প্রথমঃ পাদঃ' ॥ ৩ ॥

'স্বপ্নস্থানঃ' স্বপ্নাবস্থায়ঃ অধিষ্ঠানঃ, 'অন্তঃপ্রজ্ঞঃ' বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষে
ননোমাত্রগাহেষু বিষয়েষু প্রজ্ঞা যস্য ইতি, 'সপ্তাঙ্গঃ' 'একোনবিংশতিমুখঃ'
স্থূলবিষয়াঃ মুখানি ৫ মনসি বিলীনাঃ সন্তঃ বর্তন্তে, অতঃ বৈশ্বানরবৎ
সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ ইতি, 'প্রবিবিক্তভুক্ত' প্রবিবিক্তান্ স্থূলান্
বিষয়ান্ ভুক্তে ইতি, 'তৈজসঃ' তেজঃ বিষয়শ্চ বাসনাময়ী প্রজ্ঞা,
তস্যাং বিষয়িভেদে ভবতি ইতি তৈজসঃ 'দ্বিতীয়ঃ পাদঃ' ॥ ৪ ॥

'যত্র' যস্যাম্ অবস্থায়াম্ 'স্বপ্নঃ' [লোকঃ] কং চন কামং ন কাময়তে,
যাহার, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়,
প্রাণ-অপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ঊনবিংশতি
উপলক্ষিদ্ধার যাহার, স্থূলভুক্ত অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ভোগী বৈশ্বানর
অর্থাৎ বিশ্বরূপ পুরুষ প্রথম পাদ ।

৪ । স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞা অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ
ননোমাত্র গ্রাহ বিষয়ের জ্ঞাতা, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ অর্থাৎ মনে
বিলীনাবস্থায় বর্তমান সপ্তাঙ্গও ঊনবিংশতি মুখযুক্ত, স্থূলবিষয়ের ভোক্তা,
তৈজস্ অর্থাৎ তেজ নামক বিষয়শ্চ বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে যিনি বিষয়ীরূপে
বর্তমান থাকেন, তিনি দ্বিতীয় পাদ ।

৫ । যে অবস্থায় সুপ্ত হইয়া লোকে কোনও কাম্য বস্তু কামনা করে না

তৎ সুষুপ্তম্ । সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো
হানন্দভুক্ত চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞতৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এবোত্মন্তর্যামোষ যোনিঃ সর্বশ্রু
প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্ ॥ ৫ ॥

নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন
প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টমব্যবহার্যামগ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যাপ-
'ক্ চ স্বপ্নং ন পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্' । 'সুষুপ্তস্থানঃ' সুষুপ্তাবিষ্ঠাতা, 'একী-
ভূতঃ' জাগরিতে স্বপ্নে চ পৃথক্ পৃথক্ অন্তর্ভূতং প্রপঞ্চং বিশ্বং যস্মিন্ একী-
ভবতি সঃ 'প্রজ্ঞানঘনঃ' বিবিধ-বস্তুনাং বিবিধানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানি
ইব যস্মিন্ বর্তন্তে সঃ, 'এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্ত' 'চেতোমুখঃ' চেতঃ
বোধঃ মুখম্ অন্তঃভবদ্বারং যস্য ইতি, 'প্রাজ্ঞঃ' বিশিষ্ট-প্রজ্ঞাযুক্তঃ 'তৃতীয়-
পাদঃ' ॥ ৫ ॥

'এষঃ সর্বেশ্বরঃ, এষঃ সর্বজ্ঞঃ', 'এষঃ অন্তর্যামী, এষঃ সর্বশ্রু' 'যোনিঃ'
উৎপত্তিস্থানঃ, 'ভূতানাঃ' 'প্রভবঃ' উৎপত্তি-কাৰণম্, 'অপ্যায়ঃ' প্রলয়-
কাৰণং চ ॥ ৬ ॥

'ন অস্তঃপ্রজ্ঞম্, ন বহিঃপ্রজ্ঞম্' 'ন উভয়তঃপ্রজ্ঞম্' ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ
কোনও স্বপ্ন দেখে না। তাহা সুষুপ্তি । সুষুপ্তির অবিষ্ঠাতা, একীভূত
অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় পৃথক পৃথক্ রূপে অন্তর্ভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব
যাহাতে একীভূত হয়, প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিবিধ বস্তুবিবিধ জ্ঞান
ঘনীভূতের গ্রায হইয়া যাহাতে বর্তমান থাকে, আনন্দময়, আনন্দভুক্ত
এবং চেতোমুখ অর্থাৎ জ্ঞানই যাহার মুখ বা অন্তঃভবদ্বার, সেই প্রাজ্ঞ
অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত যিনি, তিনিই তৃতীয় পাদ ।

৬ । ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সমুদায়ের উৎ
পত্তিস্থান, এবং ভূতসমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ ॥ ৬ ॥

দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোত্রয়মাআহধ্যক্ষরমোক্ষারোহিধিমাাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ
পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

অন্তরালাবস্থায়ুক্তম্, 'ন প্রজ্ঞানঘনম্' 'ন প্রজ্ঞং' ন দ্বৈতভাবাত্মকজ্ঞানযুক্তম্,
'ন অপ্রজ্ঞম্' ন অচেতনম্, 'অদৃষ্টম্' 'অব্যবহাধ্যম্' অবিসয়ত্বাৎ ব্যবহারা-
তীতম্, 'অগ্রাহ্যং' কস্মেন্দ্রিয়স্ত্য অবিসয়ম্, 'অলক্ষণং' দ্বৈতসম্বন্ধবাহিত্যাৎ
বর্ণনাতীতম্, 'অচিন্ত্যম্', 'অবাপদেশ্যম্', অনির্বাচনীয়ম্, 'একাত্ম-প্রত্যয়-
সারং জাগ্রদাণুবস্তুস্ত একঃ অয়ম্ আত্মা বর্ততে ইতি প্রত্যয়বিসয়ম্,
'প্রপঞ্চোপশমং' রূপ-রসাদি পঞ্চবিধ-বিষয়াঃ উপশান্তাঃ যস্মিন্, বিষয়া-
তীতম্ ইত্যর্থঃ, 'শান্তম্' বাগদেবাদিরহিতম্, 'শিবং' মঙ্গলম্, 'অদ্বৈতম্'
[ইতি এব' রূপং পরমাআনং জানিনঃ] 'চতুর্থং মন্যন্তে ; সঃ আত্মা, সঃ'
'বিজ্ঞেয়ঃ' বিশেষেণ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৭ ॥

'সঃ অয়ম্ আত্মা' 'অধ্যাক্ষরম্' ও ইতি অক্ষরম্ অধিক্রতা বর্ততে ইতি,

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ অর্থাৎ
জাগ্রৎস্থপ্নেব অন্তরালাবস্থায়ুক্ত নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ অর্থাৎ
দ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানযুক্ত নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন নহেন, যিনি অদৃষ্ট,
অব্যবহাধ্য অর্থাৎ অবিসয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহারাতীত, অগ্রাহ্য অর্থাৎ
কস্মেন্দ্রিয়ের অবিসয়, অলক্ষণ অর্থাৎ দ্বৈত সম্বন্ধ না থাকা হেতুক বর্ণনা-
তীত, অচিন্ত্য, অনির্বাচনীয়, যিনি একাত্মপ্রত্যয়ের বিষয়, অর্থাৎ জাগ্র-
দাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন এই প্রত্যয়-গম্য, রূপ-রসাদি
পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত অর্থাৎ বাগ-দেবাদি রহিত, মঙ্গলস্বরূপ,
এব' অদ্বৈত, তাহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা,
তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। এই আত্মা ও এই অক্ষর অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ এই

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রাপুরাদিমহাদ্
ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাदिश्च भवति य एवं वेद ॥৯॥

স্বপ্নস্থানশ্চৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রাৎকষাছুভয়হাদ্বোৎ-

ও ইতি অক্ষবরূপেণ বর্ণ্যমাণঃ ইত্যর্থঃ [সঃ] ‘উকারঃ’, [সঃ] ‘অদিমাত্রম্’
পশ্চাৎ কাথতব্যং মাত্রাত্রয়ম্ অনিকৃতা বন্ততে ইতি, [আত্মনঃ যে]
‘পাদাঃ’ [তে এব উকারস্ত] ‘মাত্রাঃ’, [উকারস্ত] ‘অকারঃ, উকারঃ, মকারঃ
ইতি মাত্রাঃ চ’ [আত্মনঃ] ‘পাদাঃ’ ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানঃ বৈশ্বানরঃ প্রথমা মাত্রা অকারঃ, ‘আপ্তেঃ’ আপ্তিঃ
ব্যাপ্তিঃ, তস্য বর্ণাৎ, যথা অকারেণ সৰ্বা বাকু ব্যাপ্তা তথা বৈশ্বানরেণ
জগৎ ব্যাপ্তম্, ইতি সাধারণত্বাৎ ইত্যর্থঃ, ‘অদিমাত্রাৎ’ যথা অকারঃ
সৰ্ববর্ণানাম্ আদিঃ, তথা বৈশ্বানরঃ পাদানাম্ আদিঃ, ইতি সামাণ্যাত্বাৎ
‘বা’। ‘ঃ’ এবম্ বেদ, সঃ হ বৈ সর্বান কামান্ আপ্নোতি’, [মহত্বাৎ]
‘আদিঃ’ প্রথমঃ ‘চ ভবতি’ ॥ ৯ ॥

অক্ষবরূপে বর্ণ্যমাণ, তিনি উকার, তিনি। পশ্চাৎ কাথতব্য। মাত্রাত্রয়
অনিকার কবিষা আছেন। আত্মা ব দে সমস্ত পাদ তাহাই উকারেব
মাত্রা, এবং উকারের অকার, উকার, মকার এই মাত্রাসমূহই আত্মার
পাদ। ৮।

৯। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার; তাহাব
কারেণ ব্যাপ্তি ও অদিমাত্র অর্থাৎ যেমন অকারদ্বারা সমুদায় বাক্য
ব্যাপ্ত আছে, তেমনি বৈশ্বানর-কর্তৃক সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত আছে, আর
যেমন অকার সমুদায় বর্ণের আদি, তেমনি বৈশ্বানর পাদসমূহের আদি,
এই সাধারণত্ব হেতুতেই অকার ও বৈশ্বানরেব একত্ব। যিনি একরূপ
জানেন, তিনি সমুদয় কাম্য বস্তু লাভ কবেন এবং [মহৎদিগের] মধ্যে
প্রথম হন।

কর্ষতি ই বৈ জ্ঞানসন্ততিঃ সমানশ্চ ভবতি নাশ্চাত্রক্ষবিং কুলে
ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

স্বষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তুতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা
মিনোতি ই বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

‘স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ দ্বিতীয়া মাত্রা উকারঃ’, ‘উৎকর্ষাৎ’ অকারাৎ
উৎকৃষ্টঃ ইব হি উকারঃ, তথা তৈজসঃ বৈশ্বানরাৎ ; ‘উভয়দ্বাৎ’ মধ্য-
বর্ত্তিত্বাৎ—যথা অকার-মকারয়োঃ মধ্যস্থঃ উকারঃ, তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞয়োঃ
মধ্যে তৈজসঃ ‘বা’, ‘যঃ এবং বেদ সঃ’ ‘জ্ঞানসন্ততিঃ’ বিজ্ঞান-সমূহান্
‘উৎকর্ষতি’ বর্দ্ধয়তি, ‘সমানঃ’ শত্রুমিত্রয়োঃ তুল্যাঃ চ ভবতি ; ‘অশ্চ কুলে
[কশ্চিৎ অপি] অত্রক্ষবিং ন ভবতি’ ॥ ১০ ॥

‘স্বষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ,’ ‘মিতেঃ’ ‘মিতিঃ’ পরিমাণং,
তস্মাৎ হেতোঃ ,—স্বষুপ্তৌ বৈশ্বানরঃ তৈজসঃ চ প্রাজ্ঞে প্রবিশতি,
জাগ্রতি তু তস্মাৎ নির্গচ্ছতি, এবং প্রবেশনির্গমাভ্যাম্ প্রাজ্ঞঃ বৈশ্বানর-
তৈজসৌ পরিমীয়তে ইব . তথা উকারস্য উচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ
মকাভে প্রবিশতঃ, উচ্চারণারম্ভে তু নির্গচ্ছতঃ, অত্র চ মিতি-সাদৃশ্যম্ ; এতৎ-
সামান্যং প্রাজ্ঞ-মকারয়োঃ একত্বম্ ইত্যর্থঃ । ‘অপীতেঃ’ ‘অপীতিঃ’ অপায়ঃ

১০ । স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার ; তাহার কারণ
উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ব, অর্থাৎ যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট, এবং
যেমন উকার অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও
প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ ; এই সাধারণত্ব হেতুতে তৈজস ও উকারের একত্ব ।
যিনি একরূপ জানেন, তিনি স্বকীয় জ্ঞানসমূহ বৃদ্ধি করেন, শত্রু-মিত্রের
সম্মুখে সমান হন এবং তাঁহার কুলে অত্রক্ষবিং জন্মে না ।

১১ । স্বষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা মকার ; তাহার কারণ
পরিমাণ বা একীভাব, অর্থাৎ স্বষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত
এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যা আনা আনং যঃ এবং বেদ যঃ এবং
বেদ ॥ ১২ ॥

Ac. 10 9080 Ca 24/812

একীভাবঃ, তস্মাৎ হেতোঃ—যথা সুষুপ্তৌ বৈশ্বানর-তৈজসৌ, প্রাজ্ঞে
একীভবতঃ, তথা ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার-উকারৌ মকারে
একীভবতঃ ইব, 'বা' যঃ এবং বেদ, সঃ হ বৈ ইদং সৰ্ব্বং 'মিনোত্তি'
যাথা আনং জানাতি 'অপীতিঃ' জগৎকারণাত্মা 'চ ভবতি' ॥ ১১ ॥

'অমাত্রঃ' মাত্রাশূন্যঃ 'চতুর্থঃ, অব্যবহার্য্যঃ, প্রপঞ্চোপশমঃ, শিবঃ,
অদ্বৈতঃ এবম্ ওঁকারঃ এব আত্মা'। 'যঃ এবং বেদ, [সঃ] আনা
'আনং' পরমা আনং 'সংবিশতি যঃ এবং বেদ, যঃ এবং বেদ' ॥ ১২ ॥

প্রবেশ করেন এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হন, এই প্রবেশ-
নির্গমের দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসকে পরিমাণ করেন,
তেমনি, ওঁকারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে,
এবং উচ্চারণারন্তে পুনরায় বহির্গত হয়, এস্থলেও পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য
আছে; আর যেমন সুষুপ্তিতে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হন,
তেমনি ওঁকারোচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত
হয়,—এই সাধারণত্ব বশতঃ প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব। যিনি একরূপ
জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এই সমুদয় জগৎ যথার্থরূপে জানেন এবং
জগৎকারণাত্মা হন, অর্থাৎ জগৎকারণের সহিত একীভূত হন।

১২। মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, বিষয়াতীত, মঙ্গল-স্বরূপ ও
অদ্বৈত, একরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি একরূপ জানেন, তিনি আত্মদ্বারা
আত্মাতে অর্থাৎ পরমা আত্মাতে প্রবেশ করেন।

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

